গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

গবেষণাপত্রটি এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপন করা হলো।

নভেম্বর ২০০৭

GIFT

Dhaka University Library
429901

গবেষক
নাজমুন নাহার
রেজিস্ট্রেশন নং - ৫৫০
শিক্ষাবর্ষ ঃ ১৯৯৫-'৯৬
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

429901

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

গবেষক
নাজমুন নাহার
রেজিষ্ট্রেশন নং - ৫৫০
শিক্ষাবর্ষ ঃ ১৯৯৫-'৯৬

এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

429901

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
নভেম্বর ২০০৭

DIGITIZED

Dhaka University Institutional Repository

429901

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

নাজমুন নাহার, রেজিষ্ট্রেশন নং - ৫৫০ শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৫-'৯৬, এম. ফিল. রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য "গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণাটি আমার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে।

আমার জানা মতে, এটি একটি মৌলিক গবেষণা এবং তথ্যসমূহের অধিকাংশ মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহিত। তবে কিছু মাধ্যমিক উপাত্ত ও সংগৃহিত হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোনো অংশ অন্যত্র কোনো ডিগ্রি লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য অনুমোদন দেয়া হলো।

অধ্যাপক ডঃ শওকত আরা হোসেন
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

429901

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমাদের দেশে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয় ইউনিয়ন পরিষদকে ঘিরে। গ্রামীন জনগনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান, কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, আইনের বাস্তবায়ন, উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম। যে কোন দেশে স্থানীয় সরকার গনতন্ত্র ও সুশাষনের পূর্বশর্ত। কিন্তু অপ্রিয় সত্য হল বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ গুলো গ্রামীন পরিবর্তনে তেমন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না। ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে গ্রামীন রাজনীতি আবর্তিত হয়। এ সংস্থাটি দায়িত্ব পালনে নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতার মধ্যে নিপতিত। তাই আমি "গ্রামীন পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষনাটি বেছে নিয়েছি। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে সম্পন্ন করা হয়। গবেষনাটি শুরু করার পর থেকে শেষ পর্যন্ত আমি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেয়েছি।

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষনা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন এর কাছে। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এ গবেষনাটি শেষ করা কখনও আমার দ্বারা সম্ভব হত না। এ গবেষনাটি করতে গিয়ে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মন বিভিন্ন সময়ে আমাকে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে ও নানাভাবে সহায়তা করেছেন সে জন্য আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার কর্মস্থল চাঁদপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ইকবাল হোসেন গবেষনাটি সম্পাদনে আমাকে সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমার সকল সহকর্মীগর বিভিন্ন সময়ে উপাত্ত সংগ্রহে আমাকে সহায়তা করেছেন। গবেষনার প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার, গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং পাবলিক লাইব্রেরীতে যেতে হয়েছে। গ্রন্থাগারের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগন আমাকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করেছেন। অক্ষর বিন্যাসে আবু সাঈদ অত্যন্ত দক্ষতা ও ধর্যের পরিচয় দিয়েছেন। আমি তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর থানার অর্ন্তগত তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বারগন এবং ইউনিয়নের সাধারন জনগন তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে সাক্ষাৎকার প্রদান করে, তথ্য প্রদান করে ও আথিতেয়তা প্রদান করে আমাকে যেভাবে আন্তরিক সহযোগিতা করেছে তার জন্য আমি ইউনিয়নবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এক্ষেত্রে স্মরন করছি এদেশের কৃতি সন্তান (কৃতি সাতারু) মোঃ বাদশা মিয়ার কথা। যিনি তার হৃদ্যতাপূর্ন সাক্ষাৎকার প্রদান ছাড়াও তার গৃহে আতিথ্য গ্রহন করিয়েছেন।

এ কাজটি করতে গিয়ে আমার পিতামাতা সহ অনেকে নানাভাবে আমাকে সাহায্য সহায়তা করেছেন। আমি তাদের সকলের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

সবশেষে, আমার গবেষনাটি যদি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সামান্যতম অবদান রাখতে পারে তাহলেই আমার প্রচেষ্টা স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

নাজমুন নাহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়নপত্র i
কৃতজ্ঞতা স্বীকার..... ii
সূচিপত্র ও সারণীর তালিকা iv
সারসংক্ষেপ viii

অধ্যায় : ১ : ভূমিকা.....১
১.১ : গবেষণার গুরুত্ব ১
১.২ : গবেষণার যথার্থতা ৪
১.৩ : গবেষণার উদ্দেশ্য ৭
১.৪ : গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা ৭
১.৫ : গবেষণার ক্ষেত্র ৯
১.৬ : গবেষণা পদ্ধতি ১৪
১.৭ : নমুনার আকার ১৫
১.৮ : তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ১৫
১.৯ : তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ ১৫

অধ্যায় : ২ : প্রবন্ধে উপস্থাপিত প্রত্যয়সমূহ ১৬
২.১ : পরিবর্তন ১৬
২.২ : গ্রাম ২৬
২.৩ : রাজনীতি ২৮
২.৪ : রাজনীতিবিদ ২৮
২.৫ : রাজনৈতিক দুর্নীতি ২৯
২.৬ : রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ২৯
২.৭ : সিদ্ধান্তগ্রহণ ও রাজনীতি..... ২৯
২.৮ : ক্ষমতা ৩০
২.৯ : ক্ষমতাকাঠামো ও নেতৃত্ব ৩১
২.১০ : স্থানীয় সরকার ৩৩
২.১১ : গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ক্রমবিকাশ ৩৪

অধ্যায় : ৩ : গ্রামীণ রাজনীতির ধারণা ৩৫
৩.১ : গ্রামীণ রাজনীতি ৩৫
৩.২ : স্থানীয় সরকার ৩৭
৩.৩ : প্রশাসনের সর্বনিম্নস্তর (ইউনিয়ন পরিষদ) ৪০
৩.৪ : গ্রামীণ রাজনীতির ক্ষমতা কাঠামো ৪৩
৩.৫ : গ্রামীণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ : গ্রামীণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ৪৯
৩.৭ : গ্রামীণ পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বে পরিবর্তনশীলতা ৫১
৩.৮ : গ্রামীণ রাজনৈতিক নেতৃত্বে পরিবর্তনের ধরন ৫৩
৩.৯ : ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ৫৫
৩.১০ : প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ৫৬
৩.১১ : গ্রাম সরকার ৫৭
৩.১২ : গ্রাম সরকারের গঠন ৫৯
৩.১৩ : ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকার ৬০
৩.১৪ : গ্রামীণ পরিবর্তনে এনজিও ৬০
৩.১৫ : এনজিওগুলোর কার্যাবলী ৬৪

অধ্যায় : ৪ : স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক বিবর্তন ৬৮
৪.১ : প্রাচীন ও মধ্যযুগ ৬৮
৪.২ : মোঘলযুগ ৬৯
৪.৩ : বৃটিশ যুগ ৭০
৪.৪ : পাকিস্তান আমল ৭২
৪.৫ : বাংলাদেশ ৭৩

অধ্যায় : ৫ : তথ্য ও বিশ্লেষণ ও সমন্বয়করণ ৭৫
৫.১ : গ্রামের বর্তমান অবস্থা ৭৬
৫.২ : ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ৭৮
৫.৩ : স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, সংবিধান ও অধ্যাদেশ ১৯৯৩ .....৮০
৫.৪ : গ্রামীণ পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব ৮২
৫.৫ : কেসস্টাডি ও মতামত জরিপ.....৮৮
৫.৬ : কেসস্টাডি হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ৯৭
৫.৭ : মতামত জরিপ ৯৯
৫.৮ : ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ১১০
৫.৯ : ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাক্ষাতকার বিশ্লেষণ ১১২
৫.১০ : ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ১১৫

অধ্যায় : ৬ : বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের রাজনীতি ১১৮
৬.১ : ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ১১৯
৬.২ : স্থানীয় সরকার বিষয়ে সংবাদপত্র ১২১

অধ্যায় : ৭ : গবেষণার ফলাফল, সুপারিশ ও উপসংহার ১২৪
৭.১ : গবেষণার ফলাফল ১২৪
৭.২ : প্রস্তাবিত সুপারিশমালা ১২৬
৭.৩ : উপসংহার ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

সহায়কগ্রন্থপঞ্জী ১৩৪
পরিশিষ্ট ১৪০

সারণী ও বক্সের তালিকা

১ : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদের পরিচিতি.....১০
২ : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ.....১০
৩ : বর্তমানে নিবন্ধনকৃত এনজিওর সংখ্যা (২০০৪).....৬৭
৪ : মুঘল আমলে বাংলার প্রশাসন.....৭০
৫ : Structure of the Basic Democracies.....৭২
৬ : বিভাগভিত্তিক চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনে মহিলা (২০০৩) ৮৪
৭ : ১৯৭৩-২০০৩ পর্যন্ত ইউপিতে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানদের অবস্থান.....৮৭
৮ : ১৯৭৩-২০০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধি ৮৭
৯ : মতামত প্রদানকারীদের প্রধান পেশা.....১০০
১০ : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের উত্তরদাতাদের বয়সসীমা.....১০২
১১ : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা.....১০৩
১২ : ইউনিয়ন পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের মতামত.....১০৪
১৩ : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজের ধরন.....১০৪
১৪ : উন্নয়ন সম্পর্কে ইউনিয়নবাসীর মতামত.....১০৫
১৫ : রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীলতা.....১০৬
১৬ : গ্রামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মতামত.....১০৭
১৭ : গ্রামে কারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন.....১০৮
১৮ : ভোট দান প্রসঙ্গে উত্তরদাতার মতামত.....১০৯
১৯ : গ্রামে এনজিও কর্মকান্ড.....১০৯
২০ : এনজিওদের কর্মকাণ্ডের ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন.....১১০
২১ : ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা.....১১৩
২২ : ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের মাসিক আয়.....১১৩
২৩ : ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের বয়স.....১১৪

রেখাচিত্র তালিকা

১ : ক্ষমতার পিরামিড.....৪৬
২ : গ্রাম সরকার কাঠামো.....৫৯
৩ : বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার কাঠামো.....৭৩
৪ : পাই চিত্রে তরপুরচণ্ডি গ্রামের উত্তরদাতাদের প্রধান পেশা.....১০১
৫ : বার ডায়াগ্রামে তরপুরচণ্ডি গ্রামের উত্তরদাতাদের প্রধান পেশা.....১০১
৬ : পাই চিত্রে তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের উত্তরদাতাদের বয়সসীমা.....১০২
৭ : পাই চিত্রে তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা.....১০৩
৮ : পাই চিত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীলতা.....১০৬
৯ : পাই চিত্রে গ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব.....১০৮
১০ : পাই চিত্রে গ্রামে এনজিও কর্মকাণ্ড.....১০৯

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র তালিকা

১ : বাংলাদেশের ১২
২ : চাঁদপুর জেলার মানচিত্র.....১২
৩ : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের মানচিত্র.....১৩

কেস স্টাডি

১ : মোঃ মফিজুল্লাহ মিয়াজী, সাধারণ সদস্য, ওয়ার্ড নং-৭.....৮৯
২ : মোঃ জামাল ছৈয়াল, সাধারণ সদস্য, ওয়ার্ড নং-৪.....৯০
৩ : মোঃ শফিউল্লাহ খলিফা, সাধারণ সদস্য, ওয়ার্ড নং-৩.....৯১
৪ : রহিমা বেগম, সংরক্ষিত আসনের সদস্য, ওয়ার্ড নং-২ (৪, ৫ ও ৬).....৯২
৫ : ফরিদা ইয়াসমিন, সংরক্ষিত আসনের সদস্য, ওয়ার্ড নং ১ (১, ২ ও ৩).....৯৩
৬ : মোঃ আবু তাহের, সাধারণ সদস্য, ওয়ার্ড নং-৫.....৯৪
৭ : মোঃ শাহ আলম ঢালী, সাধারণ সদস্য, ওয়ার্ড নং-২.....৯৫
৮ : ফজিলত বেগম, সাধারণ সদস্য, ওয়ার্ড নং-৩ (৭, ৮, ৯).....৬৯
৯ : মোঃ শহীদ কাজী, চেয়ারম্যান, তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ.....৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

এ উপমহাদেশে ব্রিটিশদের সময় স্থানীয় শাসনের জন্য একধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়। ইংরেজগণ মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এর আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ গ্রামীণ স্তরে রাজনীতি অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এর মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়ন ঘটে। জাতীয় রাজনীতি গ্রামের মানুষদের তেমন স্পর্শ করে না এবং তারা জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনেকাংশে উদাসীন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীন দেশে পুরনো রাজনৈতিক কাঠামোর স্থলে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো প্রবর্তিত হয়েছে। গ্রামে ক্ষমতা অসমভাবে বন্টিত। গ্রামে ক্ষমতা কাঠামোতে বাহ্যিক উৎসের মধ্যে রয়েছে-রাজনৈতিক দলসমূহ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অফিসার ও প্রশাসনের সাথে যোগসূত্র। অভ্যন্তরীণ উৎস হল উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ, ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, উচ্চ সামাজিক মর্যাদা, বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী, বিচক্ষনতা, সমাজ সেবা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর দক্ষতা।

উপনিবেশিক যুগে স্থানীয় প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত সীমিত। মূলতঃ খাজনা আদায়ে সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছিল অনেক বেশি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয় এবং কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে একটি স্থানীয় শাসনের স্তর সৃষ্টি করা হয়। ব্রিটিশরা স্থানীয় সরকারকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করত ফলে স্থানীয় সরকার স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি।

উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে সরকারের পরিবর্তনে প্রশাসনিক কাঠামোতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিষয়টি ভিন্ন। এখানে সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রশাসনেও পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের কারণ হল ক্ষমতাসীন জাতীয় সরকারের সীমিত জনপ্রিয়তা সুবিধা অনুযায়ী বিন্যাস্ত করে দেয়া। স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকারই স্থানীয় সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে সংকুচিত করেছে। এই অধ্যাদেশ জারীর পেছনে সংসদের কোন সমর্থন থাকত না। একটি বিশেষ সময়ে অধ্যাদেশ জারী

Dhaka University Institutional Repository

করে, পরবর্তীতে পার্লামেন্টে বিশেষ পন্থায় পাশ করিয়ে নেয়া হয়। ক্ষমতা কুক্ষিগত কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই ছিল অধ্যাদেশ জারীর উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম এলাকার জনগণ সব সময়ই তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। জাতীয় নীতিমালায় স্থানীয় জনগণের প্রাধান্য দেখা যায় না। স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার জন্য রয়েছে স্থানীয় সরকার। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন-রাস্তা ঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, পুল-কালভার্ট তৈরি, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা ব্যবস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। স্থানীয় ব্যবস্থায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করবেন এবং রাষ্ট্র এ জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করবে এটাই গণতান্ত্রিক রীতি ও সংস্কৃতি। কিন্তু বাংলাদেশে সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব রয়েছে। তাই দেখা যায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনীতিবিদদের যথাযথ উদ্যোগ ও দূরদর্শীতার অভাবে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত জনগণের ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনের সর্ব নিম্ন স্তর হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। এই স্তরটি গ্রামীণ জনগণের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। তাই এ স্তরটির সাথে স্থানীয় জনগণের যোগাযোগও অনেক বেশি। এ স্তরটির সাহায্যেই গ্রামীণ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন সহজ হয়। তাই ইউনিয়ন পরিষদগুলো গ্রামীণ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে স্থানীয় সরকারগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের ৭১% লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের উন্নয়ন ব্যতীত এদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ব্যতীত এদেশের বেকারত্ব নিরসন, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়। এ সব সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন। তাই গ্রামাঞ্চলকে উন্নয়ন কর্মধারার শীর্ষে নিয়ে আসতে হবে এবং নানা উৎপাদনমূলক কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রাম থেকে প্রতিনিয়ত শহরমূখী কর্মজীবী নিরন্ন মানুষের স্রোত বন্ধ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন গ্রামীণ পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদ একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি ঘিরে গ্রামীণ রাজনীতি পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিকে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করা যায়। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সাথে ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করে আমরা আমাদের গ্রাম বাংলার জীর্নশীর্ন চেহারা পরিবর্তন করে দিতে পারি। স্থানীয় রাজনৈতিক নের্তৃত্বের বিকাশ ছাড়া দেশের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব নয়। গ্রামীণ জনগণের সবচেযে নিকটবর্তী প্রশাসনিক স্তরটির উপর থেকে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দূর করতে না পারলে তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবর্সিত হবে।

আলোচ্য গবেষণাটি চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর থানার অন্তর্গত তরপুরচন্ডী ইউনিয়নের উপর সমীক্ষা চালিয়ে গ্রামীণ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে রাজনীতি কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। গ্রামীণ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে। যার ভিত্তিতে সরকার ও নীতি নির্ধারকগণের কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ। বাংলাদেশের গ্রাম সমূহের উপর দৃষ্টি দিলে এটি স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, এদেশের গ্রাম সমাজ প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। এসব পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলা যাবে কি না এটি একটি বিচার্য বিষয়। তবে এটি সত্য যে, বাংলাদেশের গ্রামসমূহে রাজনীতির ছত্রছায়ায় পরিবর্তনমূলক অনেক কাজ কর্ম পরিচালিত হচ্ছে। গ্রামীণ সমাজ ও রাজনীতির পরিধি ব্যাপক। এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির মূলভিত্তি হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ। গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে এটি একটি বাস্তব সত্য কথা। এদেশের গ্রামীণ পর্যায়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন সর্বদাই পরিবর্তনশীল।

১.১ : গবেষণার গুরুত্ব

প্রতিটি নির্বাচিত সরকার গ্রামকে সামনে রেখে কর্মসূচি ঘোষণা করে থাকে। বাস্তবে গ্রামের জনগণ রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় তেমন প্রাধান্য পায় না এবং তারা প্রচলিত ধারার রাজনীতি থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন। দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে বেঁচে রয়েছেন গ্রামীণ জনপদের দারিদ্র পীড়িত জনগোষ্ঠী। তারা আধুনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদেরকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। তবে অনেক সময় গ্রামীণ পরিবর্তনের জন্য ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর ছিটে ফোটা ও অনেক সময় গ্রামীণ জনগণের ভাগ্যে জোটে না।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ধাপ হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। এ স্তরটি গ্রামীণ জনসাধারণের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। এই স্তরের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ও নানাবিধ উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ডে জনগণের পক্ষে ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ যতটা সম্ভব অন্য কোনো স্তরে ততটা সহজ নয়। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ পরিবর্তনে তথা উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই স্থানীয় সরকারগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু আমাদের দেশে তেমনটি লক্ষ্য করা যায় না। গ্রাম প্রধান ও কৃষি নির্ভর অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি এদেশের গ্রামসমূহ। এ কারণে গ্রামীণ রাজনীতিতে স্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ রাজনীতি মূলতঃ সীমিত সম্পদকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। সীমিত সম্পদের বন্টন ব্যবস্থায় রাজনীতি মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের পরিবর্তন তথা উন্নয়ন সাধন, শিক্ষার প্রসার, দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে সরকারের ভূমিকা অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতির যাদুকরি স্পর্শে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি যোগ সহজসাধ্য হয়। জনকল্যাণ সাধন, প্রতিশোধ স্পৃহা, সমাজে প্রভাব বিস্তারের ইচ্ছা, সামাজিক মর্যাদা লাভ, রাজনীতিকে ক্রীড়া হিসেবে গ্রহণ ইত্যাদি কারণে গ্রামীণ জনগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রশাসনিক দায়িত্ব সুচারুরুপে সম্পাদন হয় না এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রামীণ পর্যায় থেকে রাজনৈতিক নের্তৃত্বের ও বিকাশ ঘটে। গ্রামীণ এলিট সমাজ রাজনীতির সাথে জড়িত এবং এরাই সমাজে প্রভাব বিস্তারকারী শ্রেণী। আর যারা শুধু আর্থিক দিক থেকে সামর্থবান তারা রাজনীতিবিদদের তুলনায় কম ক্ষমতা সম্পন্ন। কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রাম পর্যায়ে বাস্তবায়ন, উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সীমিত সম্পদের সাহায্যে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে জাতীয় পর্যায়ে এর প্রতিফলন ঘটানোর প্রচলিত ধারাকে অব্যাহত রাখতে স্থানীয় রাজনীতির ভূমিকা অপরিসীম। স্থানীয় সরকারের মূল চালিকাশক্তি গ্রামীণ রাজনীতি।

বর্তমান স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং পরবর্তী সংশোধনীসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আইনগত কাঠামো প্রদান করেছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ও সার্কুলারের মাধ্যমে এই আইনকে আরো সমন্বিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ১৯৮৩ কার্যাবলীতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা সীমিত, ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী ও পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণে বৈষম্য, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নারী সদস্যদের দায়িত্ব না থাকা, নারী সদস্য মনোনয়ন, নারী সদস্যদের সংবাদ ও তথ্য সরবরাহের অপ্রতুলতা, নারী সদস্যদের নিরাপত্তাহীনতা ও অসম মর্যাদা, প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি।

স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গ্রামীণ সমাজ, রাজনীতি, নেতৃত্বে, প্রশাসনে ও উন্নয়নে গতি সঞ্চার হয়। বস্তুত ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত কাজের পরিধি ব্যাপক। এর বাস্তবায়নে যোগ্যতা, দক্ষতা, নের্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সম্পদের অপরিহার্যতা রয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে স্থানীয় সরকারের বিকাশের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার গ্রামগুলোর মতোই পুরাতন। বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের বিবর্তন প্রাক-ব্রিটিশ শাসন আমল, ব্রিটিশ শাসন আমল, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমলে বিভক্ত করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তবে স্থানীয় সরকারের আকৃতি, প্রকৃতি সবসময়ই এক রকম ছিল না। সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে।

জেনারেল মুহাম্মদ আয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ '১৮-এর নামে সমগ্র দেশে এক নতুন শাসন প্রবর্তন করেন। এই শাসন ব্যবস্থা মৌলিক গণতন্ত্র নামে পরিচিত হয়। উক্ত ঘোষণায় ইউনিয়ন কাউন্সিলকে প্রশাসনের সর্বনিম্ন ও মৌলিক স্তর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শাসন কাঠামো প্রবর্তনের কথা বলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সংস্করণ করে ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রবর্তন করেন যার সদস্যরা 'মৌলিক গণতন্ত্রী' নামে পরিচিতি লাভ করে।

বর্তমান স্থানীয় সরকার হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় তথা গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রভাব ও তোষণনীতি ব্যতীত ইউনিয়ন পরিষদ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

তাই গ্রামীণ পরিবর্তনে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কীভাবে স্থানীয় রাজনীতিতে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়, যোগ্য নের্তৃত্বের বিকাশ, প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করে সুষ্ঠু ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ, গ্রামাঞ্চলের পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা কিরূপ, গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশল প্রভৃতি বিষয়গুলো এ গবেষণায় আলোকপাত করা হয়। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের মাধ্যমেই নাগরিকগণ তাদের অভিব্যক্তি যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে পারেন। গ্রামীণ লোকজন স্থানীয় সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্থানীয়ভাবে স্থানীয় লোকদের দ্বারা এ সরকার পরিচালিত হয় বলে এর দ্বারা জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে সর্বাধিক। K. A. Robson এ প্রসঙ্গে বলেন, It is a form of civic self expression per excellence. স্থানীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের অনেকের রাজনৈতিক পীঠস্থান হিসেবে স্থানীয় সরকার কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

এছাড়াও স্থানীয় সমস্যার প্রেক্ষাপটে কার্যকরী সমাধানে প্রয়াসী হয়। De Tacqueville এর মতে, নাগরিকদের স্থানীয় পরিষদ সমূহ মুক্তজাতির শক্তি বৃদ্ধি করে। যে কোনো দেশেরই প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকদের জীবনযাত্রায় স্থানীয় সরকারের প্রভাব অত্যন্ত বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ : গবেষণার যথার্থতা

বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম একই প্রকৃতির নয়। গ্রামের অবস্থান, শহরের নৈকট্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষার হার ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে গ্রামে গ্রামে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশ মানুষ রাজনীতিতে সক্রিয় নয়। অধিকাংশ জনগণ রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী নয় এবং এ বিষয়ে তারা তেমন খোঁজখবর রাখে না। তারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। রাজনীতি গ্রামীণ মানুষকে তেমন আকৃষ্ট করে না। তবে তারা স্থানীয় রাজনীতির প্রতি আগ্রহী এবং এ বিষয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। স্থানীয় রাজনীতি তাদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। জাতীয় রাজনীতিতে তারা তেমন সক্রিয় নয়। কারণ জাতীয় রাজনীতি ও নীতিমালা তাদেরকে তেমন প্রভাবিত করে না। স্থানীয় রাজনীতি দ্বারা গ্রামীণ জীবন প্রভাবিত হয় এবং স্থানীয় বিলি বন্টন ব্যবস্থায় তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

গ্রামীণ এলিট শ্রেণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। কারণ স্থানীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করার মত শক্তি বা সামর্থ তাদের রয়েছে। গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর কেউ কেউ জাতীয় রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে থাকে। এ শ্রেণীটির সাথে শহরের অত্যন্ত ভাল যোগাযোগ বজায় থাকে এবং এরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত। গ্রামীণ রাজনীতি সচরাচর জাতীয় রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার এবং অন্যান্য প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় থানা পর্যায়ের রাজনীতিবিদ কিংবা সংসদ সদস্যের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এভাবে গ্রামীণ রাজনীতি শহরের রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

বাংলাদেশের গ্রাম বাংলায় প্রচলিত রাজনীতিকে রাজনীতি না বলে সামাজিক সম্পর্ক বা আন্তঃক্রিয়া বলা যেতে পারে। কারণ এ কথা বলা বাহুল্য যে, রাজনীতি তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। গ্রামাঞ্চলের প্রত্যাহিক কাজকর্ম ও সামাজিক সম্পর্ক মানুষকে যতটা আকৃষ্ট করে, রাজনীতি ততটা করে না। গ্রামের রাজনীতিকে মৌসুমী রাজনীতি বলা যেতে পারে। কেননা তারা কখনো কখনো রাজনীতিক হয়ে উঠেন যেমন-স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন, গণআন্দোলন। তবে সরকারি-বেসরকারি

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থা, রাজনৈতিক দল, ইউনিয়ন পরিষদ, রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অবশ্যই রাজনীতি। তথাপি বলা যায়, গ্রাম-শহরের রাজনীতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। এদেশের অর্থনীতি এখনো কৃষি নির্ভর। এদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য নেই, যার উপর ভর করে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাবে। গ্রামই বাংলার প্রাণ। তথাপি বাংলার গ্রাম সমাজ সব সময়ই উপেক্ষিত। জাতীয় রাজনীতি ও নীতিমালায় গ্রামের মানুষ খুব কমই প্রাধান্য পায়। ২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশের ৭১.১৯% লোক গ্রামে বাস করে। এদেশের নগর জীবন এখনো সেই অর্থে আধুনিক হয়ে উঠেনি এবং নাগরিক জীবন ও গ্রামীণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। গ্রামীণ জীবন কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যাবলীর উপর নির্ভরশীল। অথচ গ্রামের বিপুল জনসংখ্যা প্রায় ৭১% জনসংখ্যার জন্য বরাদ্দ থাকে বাজেটের মাত্র ১১%, বাকী ৮৯% বরাদ্দ থাকে শহরাঞ্চলের জন্য। কাজেই বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেটের সিংহভাগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ করা দরকার।[১] কারণ দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে গ্রামে ফিরে যেতে হচ্ছে এবং গ্রামকে তার নিজস্ব অবস্থানে রেখেই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, যা সাধারণত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এজন্য প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। আর গ্রামাঞ্চলকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের শীর্ষে স্থান দিতে হবে, নানামুখী উৎপাদনমুলক কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরমুখী জনস্রোত বন্ধ করতে হবে। গ্রাম থেকে প্রতি নিয়ত শহরে সম্পদ চলে যায়। গ্রামের জনগণ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ক্ষুধা ও অপুষ্টির শিকার।

আমাদের সরকার আমলা নির্ভর হওয়ায় আমলাগণ কার্যকর স্থানীয় সরকার গঠনে বাধা প্রদান করে আসছে। অথচ গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় সরকারের বিকল্প নেই। প্রশাসন বলতে উন্নয়ন প্রশাসনকে বোঝায়। এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনঅংশগ্রহণ অপরিহার্য। তাই সুষ্ঠু গণতন্ত্রের বিকাশে এবং আধুনিক উন্নয়ন প্রশাসনের স্বার্থে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার আবশ্যক।

---

[১] আসাদুজ্জামান, মোঃ, *প্রচলিত প্রশাসন কাঠামো ও সিস্টেমের রূপান্তর প্রেক্ষিত : বাংলাদেশ*, (জাগরণ প্রকাশনা), ১৯৯৯, ঢাকা, পৃঃ ১৬

Dhaka University Institutional Repository

আমলাতন্ত্রের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার কারণে স্থানীয় পর্যায়ে কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। অথচ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো আমলাতন্ত্রের উপর সব সময় নির্ভরশীল।[২] উন্নত দেশগুলোতে স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার গণতন্ত্রের পীঠস্থান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে স্থানীয় সরকারগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে স্ব স্ব দেশে অবদান রেখে চলেছে।[৩]

বাংলাদেশে উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের উন্নয়ন সাধন যাতে গ্রামের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। ইউনিয়ন পরিষদকে ঘিরে গ্রামীণ জীবন আবর্তিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। এ প্রতিষ্ঠানটির সাথে গ্রামীণ জনগণের নিবিড় সম্পর্ক। এর সাথে সুদীর্ঘকাল ধরে জড়িত আছে এদেশের মানুষ। তাই গ্রামীণ পরিবর্তনে এ পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। গ্রামের উন্নতি ব্যতীত সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের উন্নয়ন করতে হলে গ্রাম সমূহের উন্নয়ন করা প্রয়োজন সবার আগে।[৪] আমাদের সম্পদ অল্প কিন্তু জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। জনসংখ্যা আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা। গ্রামের মানুষ পরিবার পরিকল্পনা কম গ্রহণ করেন। তাই জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য সঠিক পদক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে। গ্রাম উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারগুলোর অনেক কিছুই করার আছে।[৫] এদেশের অধিকাংশই কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে বর্তমানে গ্রামীণ সমাজে কৃষিই সকলের আয়ের প্রধান উৎস নয়। অকৃষি পেশার লোকেরা অধিকতর স্বাধীনভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এসব লোকেরা গ্রামীণ সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই গ্রামগুলো ঘুরে দেখতে হবে।

---

[২] Palombara, Joseph L, *An overview of Bureaucracy & Political Development*, New jersy, (Princenton University), 1963, p.3-33

[৩] Hicks, Ursulak, K, *Development in England*, (Cambridge), 1961.

[৪] Haq, Nural, *Village Development in Bangladesh* (Comilla : BARD), 1973, p-18-19

[৫] Raper, Arthur F, *Rural Development in Action*, London; (Cornel University press), 1970, p-112

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ : গবেষণার উদ্দেশ্য

কোনো একটি সমস্যা চিহ্নিত করে একটি গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়। আলোচ্য গবেষণার শিরোনাম সমস্যা সমাধানের উদ্দশ্যকে সামনে রেখে গবেষণাটুকু রচিত হয়েছে। গবেষণার শিরোনাম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা ব্যতিত কোনো রাষ্ট্র এগিয়ে যেতে পারে না। গ্রামীণ রাজনীতিকে কেন্দ্র করে আলোচ্য গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ের রাজনীতির গতি প্রকৃতি এবং ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করাই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিবেদক বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলায়, চাঁদপুর থানার অন্তর্গত তরপুরচন্ডী ইউনিয়নের তরপুরচন্ডী গ্রামের উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বিদ্যমান গ্রামীণ রাজনীতির ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। গবেষণার মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. গ্রামীণ রাজনীতির প্রকৃতি নিরূপন

২. গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো তথা নেতৃত্বের ধরণ নির্ণয়

৩. গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির প্রভাব

৪. আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে প্রচলিত রাজনীতি

৫. গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা ও সুষ্ঠু সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা

৬. গ্রাম পর্যায়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

৭. রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মনোভাব।

১.৪ : গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অর্থনীতি, সামাজিক, রাজনীতির মূলভিত্তি ভূমি হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ। এদেশটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে গ্রামবাংলাকে অবশ্যই রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নে এবং জাতীয় নীতিমালার ক্ষেত্রে গ্রামকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা এখনো ৭১% লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের যথোপযুক্ত সমীক্ষা ব্যতীত গ্রামীণ বাংলাদেশের পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে গবেষণা কর্ম খুব বেশি হয়নি। বাংলাদেশের গ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় এ. কে. নাজমুল করিমের Changing Society of India and Pakistan (1956), রামকৃষ্ণ মুখার্জীর Six Villages of Bengal (1971), ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর বাংলাদেশের একটি গ্রাম সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি সমীক্ষা, অধ্যাপক আবদুল মান্নানের গ্রামীণ সমাজ ও রাজনীতি এবং কামাল সিদ্দিকীর বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি গ্রন্থ সমূহ থেকে। বস্তুত মূল বিষয় হলো সময়ের সাথে সাথে গ্রামীণ সমাজ, রাজনীতি প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নতুন নতুন ক্ষমতা কাঠামো লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই এ বিষয়ে কৌতুহল সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। এ বিষয়ে পূর্বে রচিত গ্রন্থের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হলো।

ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী রচিত বাংলাদেশের একটি গ্রাম সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি সমীক্ষা গ্রন্থে লেখক গ্রামীণ বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক কাঠামোর বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা বাংলাদেশের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর স্তর বিন্যাসের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান, তাঁর গ্রামীণ সমাজ ও রাজনীতি গ্রন্থে গ্রামীণ রাজনীতির স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়া স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

বদরুদ্দীন উমর, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ ১ম খন্ডে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক জীবনে ব্যবসায়ী পুঁজি মালিক এবং মধ্যপ্রাচ্য ও দেশের বাইরে অন্যান্য স্থানে ভলার উপার্জনকারী একটি নতুন শ্রেণীর প্রাধান্যের কথা বলেছেন। ফলে সেখানে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যেও এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষণীয়। এ শ্রেণীটি গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতার তথা রাজনীতির মূল নিয়ন্ত্রক।

কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি গ্রন্থে দেখিয়েছেন গ্রামাঞ্চলের জন্য সরকারের নেয়া দারিদ্র বিরোধী ও উন্নয়নমুলক প্রচেষ্টার ফল নিশ্চিত করতে গ্রামীণ ধনী ও স্থানীয়ভাবে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মকর্তাদের যারা প্রশাসনের নিম্নস্তরে থেকে এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকেন, তাদের মধ্যে একযোগ সূত্র বাঁধা থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ তাঁর বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বিকাশ: পথের সন্ধানে গ্রন্থে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আয় এবং খাদ্যের মূল উৎস জমি। গ্রামীণ পরিবারগুলোর ৮০% অবস্থা খারাপ আর এদের অর্ধেকের অবস্থা খুবই খারাপ। ভূমিহীন ও ভূমি দারিদ্রদের মধ্যে দারিদ্র খুবই প্রকট। এর পেছনে ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বৈষম্যসহ বহুবিধ কারণ রয়েছে।

ড. এ. এইচ. এম. আমিনুর রহমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, গ্রামাঞ্চলে ৯.৬৭%, পরিবারের হাতে মোট কৃষি জমির ৫০.৬৮%, ৭৭.৬৭% পরিবারের হাতে রয়েছে মাত্র ২৫.১৭%। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের অব্যাহত শোষনের ফলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইউএসএইড-এর এক জরিপে বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে প্রায় অর্ধেক পরিবারই কার্যত: ভূমিহীন। জমির মালিক তথা গ্রামাঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণী একদিকে জমির ফসল লাভ করে এবং বিভিন্ন সময়ে দরিদ্র লোকদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা পেয়ে থাকে।

Eirik G. Jansen তাঁর Rural Bangladesh Competition for Scarce Resources গ্রন্থটি রচনা করেছেন গ্রামীণ সমাজের সীমিত সম্পদের বন্টনকে কেন্দ্র করে। এ বন্টন ব্যবস্থায় রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১.৫ : গবেষণার ক্ষেত্র

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য বাংলাদেশের সকল গ্রাম এলাকা বেছে নেয়া সম্ভব নয় এবং সমীচীনও নয়। এতে গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। তাই গবেষণার জন্য বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর থানার অন্তর্গত তরপুরচন্ডী ইউনিয়নের তরপুরচন্ডি গ্রামটি বেছে নিয়েছি। এ ইউনিয়নটি নির্বাচন করার কারণ হলো এটি আমার আবাসস্থল থেকে নিকটবর্তী এবং ইউনিয়নের জনগণ ও পরিষদ সদস্যদের সাথে পূর্ব পরিচিতি রয়েছে। যা গবেষণার তথ্য সংগ্রহে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছি।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিচিতি

তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের মোট আয়তন ০.১৯০ বর্গমাইল। ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ৫০,৮৯০ জন, যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা প্রায় ২৬,০০০ এবং নারীর সংখ্যা ২৪,৮৯০ জন। মোট ভোটার ২৮,৩৪৫ জন। পুরুষ ভোটার ১৫,৭৫৫ এবং মহিলা ভোটার ১২,৫৮৯ জন। এই ইউনিয়ন মোট সাতটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত। গ্রামগুলো হচ্ছে: খৈলসাড়ুলি, দক্ষিণ গুণরাজদী, মধ্য তরপুরচণ্ডি, পূর্ব তরপুরচণ্ডি, পূর্ব গুণরাজদী, কাশিমবাজার এবং আনন্দবাজার। এই গ্রামগুলোকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে।

সারণী ১: তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদের পরিচিতি

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা
১	পূর্ব গুণরাজদী	৪	মধ্য তরপুরচণ্ডি	৭	পশ্চিম গুণরাজদী
২.	উত্তর গুণরাজদী	৫	সেনের দিঘীর পাড়	৮	কাশিম বাজার
৩.	খৈলসাড়ুলি	৬	তরপুরচণ্ডি	৯	আনন্দ বাজার

উৎস : মাঠ জরিপ

সারণী ২: তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ

ক্রম নং	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	ইউপি সদস্যদের নাম	সদস্যদের পদ মর্যাদা
১.	তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ শহীদ কাজী	চেয়ারম্যান
২.		হারুন পাটোয়ারী	সদস্য
৩.		শফিউল্লাহ খলিফা	সদস্য
৪.		ফরিদা ইয়াসমিন	সদস্য
৫.		মোঃ জামাল হোসেন	সদস্য
৬.		মোঃ আবু তাহের	সদস্য
৭.		কাজী রফিকুল ইসলাম	সদস্য
৮.		রহিমা বেগম	সদস্য
৯.		মোঃ মফিজুল্লাহ মিয়াজী	সদস্য
১০.		মোঃ হারুন খান	সদস্য
১১.		মোঃ সেকান্দর মাল	সদস্য
১২.		শাহ আলম ঢালী	সদস্য
১৩.		ফজিলত বেগম	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম পরিচিতি

চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর থানার তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের ২৬নং মৌজার অর্ন্তগত: তরপুরচণ্ডি গ্রামটি গবেষণার জন্য নির্বাচিত গ্রাম। জেলা সদর থেকে গ্রামটির দূরত্ব ২০ কি:মি:। গ্রামটির পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে যথাক্রমে খৈলসাডুলি, গুণরাজদী ও আনন্দবাজার এবং দক্ষিণ দিকে বাজার এবং চাঁদপুর কুমিল্লা হাইওয়ে সড়ক এবং রেলপথ। গ্রামটির মধ্য দিয়ে একটি খাল ডাকাতিয়া ও মেঘনা নদীতে মিশেছে।

গ্রামটির আয়তন ৫ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৫,০০০। গ্রামটিতে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি ব্র্যাক স্কুল এবং ১টি মাদ্রাসা রয়েছে।

গ্রামের বেশির ভাগ বাড়ি সেমি পাকা, কিছু টিনশেড এবং কাঁচা বাড়ি রয়েছে। পাকা বাড়ির সংখ্যা কম। গ্রামের প্রধান পেশা কৃষি ও মৎস্য শিকার। সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ব্যবসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকেন। গ্রামের রাস্তাঘাট ভাল। শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ এবং গ্রামটিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামের ক্ষমতা কাঠামোতে চেয়ারম্যান, মেম্বার, গ্রাম সরকার, গ্রাম কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকেন। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

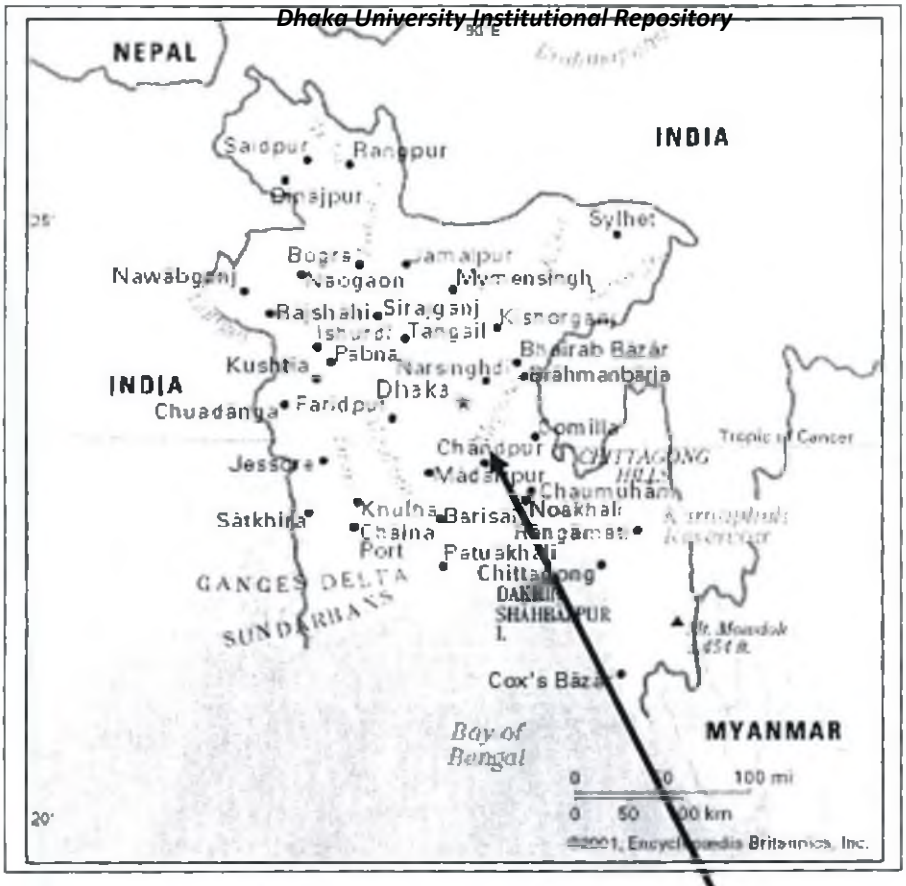

মানচিত্র ১: বাংলাদেশের মানচিত্র

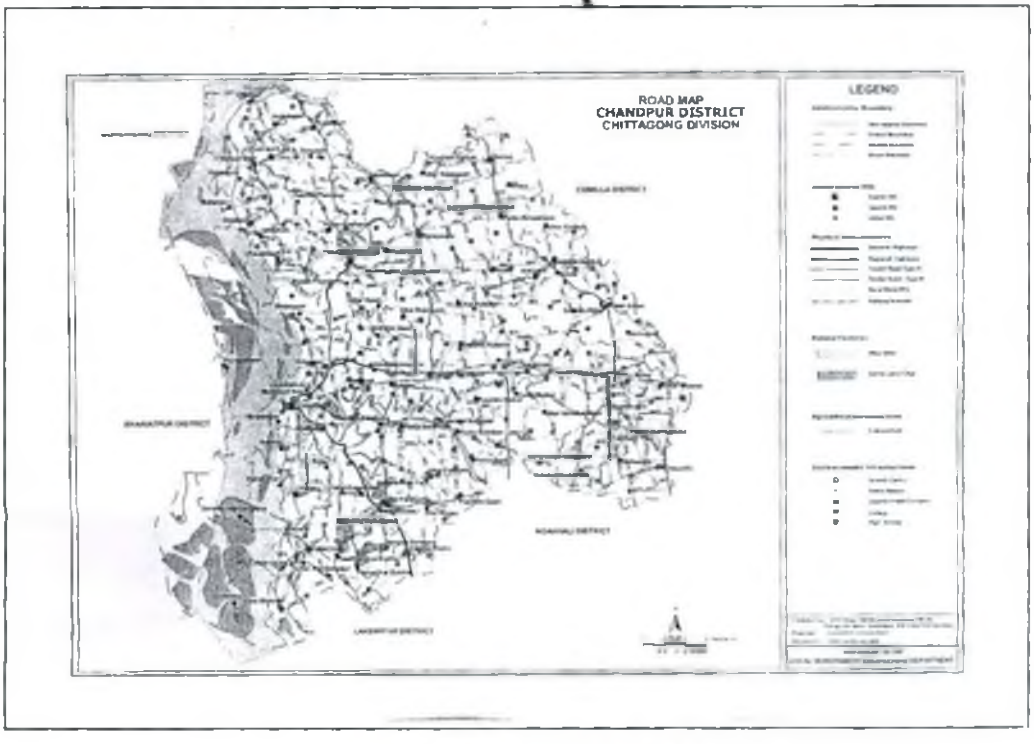

মানচিত্র ২: চাঁদপুর জেলার মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

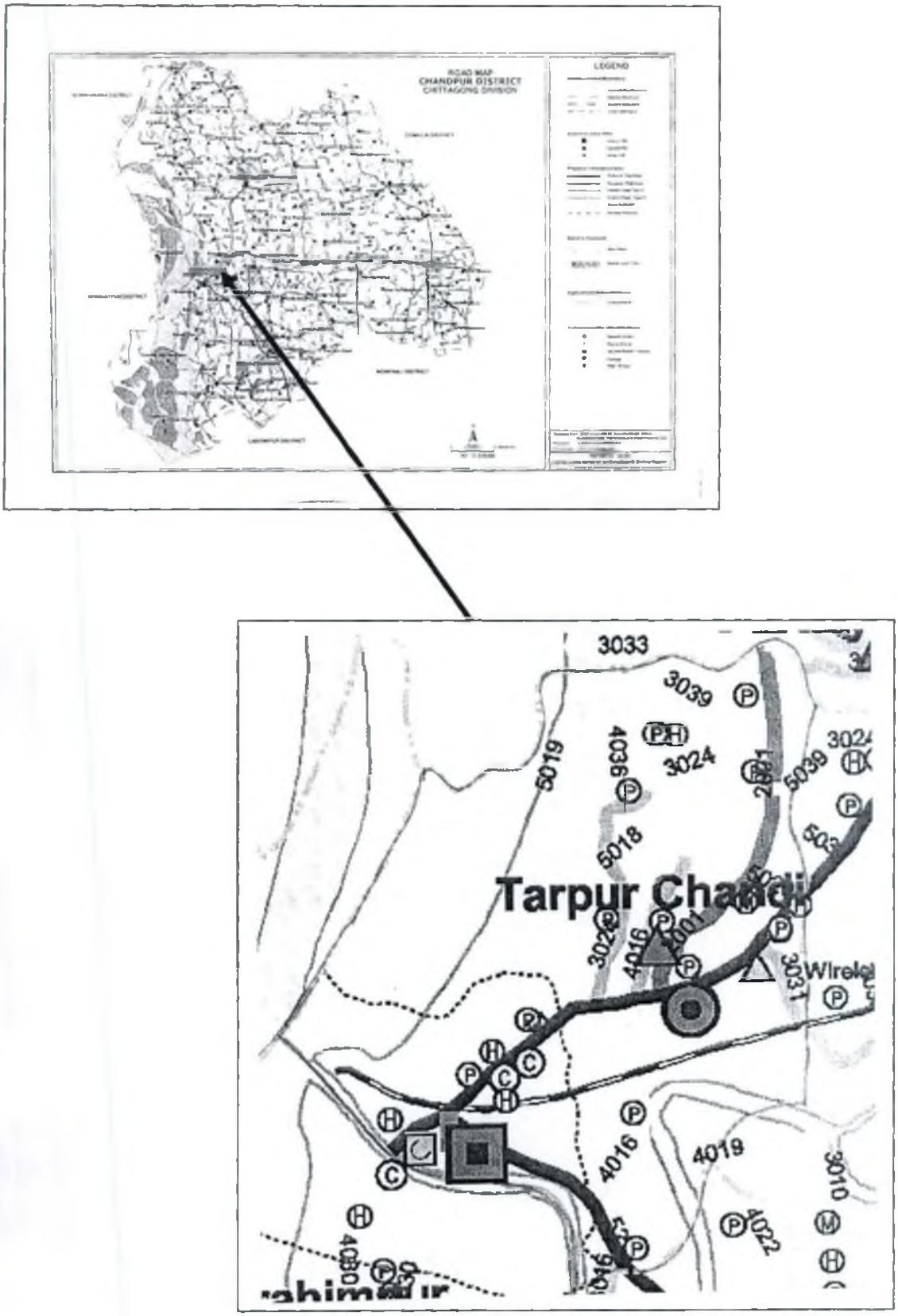

মানচিত্র ৩ : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ : গবেষণা পদ্ধতি

Research এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো গবেষণা। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পুনরায় অনুসন্ধান করা। সাধারণত সুশৃঙ্খল অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রচলিত জ্ঞানের সাথে বোধগম্য ও যাচাইযোগ্য জ্ঞান সংযোজন প্রক্রিয়াই হলো গবেষণা।

Adams & Schvaneveldt -এর মতে Research methodology is the application of scienfitic proceduces toward acquiring answers to a wide variety of research questions.[৬]

Marry E. Macdonald Polansky বলেছেন Research may be defined as systematic investigation intended to add to available knowledge in a form that is communicable and verifiable.[৭]

সমাজ গবেষণা বলতে সংক্ষেপে বলা হয়, 'Careful critical enquiry or examination in seeking facts or principles; deligent investigation in order to ascertion something.' গবেষণা বলতে তাই সত্যকে অনুসন্ধান করাকে বোঝায়।

পদ্ধতি বলতে এক ধরনের দার্শনিক মূল্যায়নকে বোঝানো হয়, যা কোনো বিষয়ে অনুসন্ধানের কৌশল।

যে কোনো বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নির্ভর করে তার উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত পদ্ধতির উপর। সমাজ বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের মত সঠিকতা দান ও বিশ্লেষণ করে থাকে। তাই সমাজ বিজ্ঞান গবেষণায় এক বা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে গবেষক তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন।

প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা তৈরি করে চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর থানার অন্তর্গত তরপুরচন্ডি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও সাধারণ জনগণের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য কেসস্টাডি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

---

[৬] Adams, Gerald & Schuaneveldt, Jay D.-*Understanding Research Methods*. Newyork (Longman), 1985.

[৭] Polansky, Normals A (ed)-*Social work research*. chicago (The University of Chicago press), 1960. p.24

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি। এর মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য অপেক্ষাকৃত সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে সরাসরি উত্তরদাতা গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারীর মধ্যে ভাব বিনিময়ের সুযোগ ঘটে।

Lindzy বলেন If you want to know how people feel, what they experience and what they remember, what their emotion and motives are like and the reason for acting as they do-why not ask them.[৮]

বার্কারের মতে A method of evaluation by examining, systematically many characteristics of one individual, group, family or community usually over an extended period. (Barker; 1994:30)

১.৭ : নমুনার আকার

গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য চার ধরনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমত: চেয়ারম্যান, দ্বিতীয়ত: ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারগণ, তৃতীয়ত: গ্রামের অপ্রাতিষ্ঠানিক বা সনাতন নের্তৃত্বদানকারী শ্রেণী (শিক্ষক/মসজিদের ইমাম/প্রভাবশালী ব্যক্তি), চতুর্থত: সাধারণ গ্রামবাসী (সুশীল সমাজ/সাধারণ জনগণ)। সাধারণ গ্রামবাসীদের দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

১.৮ : তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য চারটি পৃথক প্রশ্নমালা তৈরি করা হয় এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রশ্নগুলো বিন্যাস করে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করা হয়।

১.৯ : তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহ সঠিকভাবে সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সারণী তৈরি করা হয়। মাধ্যমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে বই পুস্তক, ঐতিহাসিক দলিলপত্র, গবেষণা রিপোর্ট ইত্যাদি।

---

[৮] Lindzay G. K. Allo rony, Grounder and Elliot Aroson (ed); *the Handbook of Social Phychology* Volume-two, Reasearch Methods, New Delhi (Amerind Publishings co. Pvt. Ltd.). 1975, P.528

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধে উপস্থাপিত প্রত্যয়সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয় বলতে কোর বিষয়কে বর্ণনা করার মত শব্দ চয়নকে বুঝায়। একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করার জন্য যখন কোন শব্দ বা শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার করা হয়, তাকে প্রত্যয় হিসেবে গ্রহন করা হয়। Nachmias & Nachmias বলেন, A concept is an abstruction representating an object, a property of an object, or a certain phenomenon.[১]

সামাজিক প্রবন্ধ বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও প্রত্যয়গত বিশ্লেষণী কাঠামো ব্যবহার আবশ্যক। এক্ষেত্রে সামাজিক প্রপঞ্চ, ঘটনা বা বিষয়ের বর্ণনা থাকে। প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদানে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে সহায়তা করবে যা নিম্নরূপঃ

- পরিবর্তন
- গ্রাম
- রাজনীতি
- রাজনীতিবিদ
- রাজনৈতিক দুর্নীতি
- রাজনৈতিক কর্তৃত্ব
- সিদ্ধান্তগ্রহণ ও রাজনীতি
- ক্ষমতা
- ক্ষমতাবন্টন ও নেতৃত্ব
- স্থানীয় সরকার
- গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ক্রমবিকাশ

২.১ : পরিবর্তন

সমাজ গতিশীল। সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তন সমাজের ধর্ম। পরিবর্তন চিরন্তন। মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। সমাজের এ পরিবর্তনের ফলে শুধু সামাজিক অবস্থারই পরিবর্তন হয়না, সমাজ সংগঠনের কাঠামোতেও পরিবর্তন হয়।

[১] Nachmias, Chava & Nachmias, David. *Research Methods in Social Science*, Australlia, (Edward Arnold). 1985, p. 27

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনের ধারার সঠিক অনুধাবনের প্রচেষ্টাই মানুষকে প্রগতি বা অগ্রগতির প্রতি আকৃষ্ট করেছে। প্রাচীন গ্রীক দর্শনের অন্যতম বিতর্ক জড়িয়ে ছিল পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে। যুগে যুগে লেখক, দার্শনিক, বিশ্লেষনকারী ও গবেষকগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুধাবন করে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

দার্শনিক হেরাক্লিটার্স বিশ্বাস করতেন প্রতিনিয়ত প্রতিক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের ধারা খুবই গতিশলীল। *ডব্লিউ. এফ. অগবার্ণ এর (W.F. Ogburn) এর মতে, "সমাজে বসবাসকারী জনগণের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিই সামাজিক পরিবর্তন।"*

প্লেটোর মতে, বাহ্যিক রূপই শুধু আকার পরিবর্তন করে।

পারমেনাইডসের (Parmenides) মত চিন্তাবিদ বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসই স্থিতিশীল। পরিবর্তন কোন কিছুকে স্পর্শ করতে পারে না।

অধ্যাপক স্যামুয়েল কোয়েনিগ এর মতে "সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা কোনো জাতির জীবনযাপন পদ্ধতির রূপান্তর, সংশোধন ও পরিবর্ধনকে বোঝায়।"

কোন জিনিসের উৎপত্তি ও তার পরিবর্তন নির্ভর করে সে জিনিসের মৌল লক্ষ্যের উপর আর সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তা স্বাভাবিকভাবে বেড়েই চলবে যদি না বাইরের কোন শক্তি দ্বারা তা প্রতিহত হয়। এ দিক থেকে পরিবর্তনের থাকবে নির্দিষ্ট গতি ও লক্ষ্য।

এরিষ্টটল বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক বাস্তব জিনিস জন্ম, বৃদ্ধি, পূর্ণতা প্রাপ্তি ও মৃত্যুর স্বাভাবিক নিয়মের অধীন। তাঁর মতে পরিবর্তন হল, কোন বস্তুর স্বাভাবিক পরিণতি বা লক্ষ্য অর্জনের বিভিন্ন পর্যায়মাত্র।

মধ্যযুগে সকল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মূল হিসেবে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাই প্রাধান্য লাভ করে। পূর্ব নির্ধারিত পন্থায় সব কিছু বিকাশ লাভ করে। মধ্যযুগ পরবর্তী সময়ে এ ধারণা শিথিল হয়ে আসে। বুদ্ধিজীবীগণ নতুন বিশ্বাসে উজ্জীবিত হন।

দার্শনিক কান্ট (Kant) বলেছেন, মানব ইতিহাস তার মৌলিক বৈশিষ্ট অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে প্রগতির পথে বিবর্তিত হচ্ছে। বাধাপ্রাপ্ত না হলে সকল জিনিসই তার স্বাভাবিক রূপে বিকশিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

লিবনিজ (Leibniz) বলেছেন, বর্তমান ভবিষ্যতের স্বপ্নে মহান। প্রকৃতিতে হঠাৎ করে কিছু ঘটতে পারে না। আঠার শতক থেকে চলছে মানব সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে অনুসন্ধান স্পৃহা। হেগেল, স্পেন্সার, কোঁতে (Comte) ও মার্কস প্রমূখ লেখকদের রচনায় মানব সমাজের বিবর্তন ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

নিসবেতের (Nisbet) মতে, সামাজিক বিবর্তন তত্ত্বের ছয়টি প্রস্তাবনা বা ধারণা উল্লেখযোগ্য। পরিবর্তন বিবর্তন ধারার বিভিন্ন পর্যায়মাত্র। এ ছয়টি প্রস্তাবনা নিম্নরূপঃ

১. পরিবর্তন স্বাভাবিক। স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনের মধ্যে যে ব্যবধান তা আপেক্ষিক, অধিকতর স্থিতিশীলতা অর্জনের প্রেক্ষিতেই পরিবর্তন, অর্থপূর্ন হয়ে উঠে।

২. পরিবর্তনের বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যও রয়েছে বিভিন্ন পর্যায় যা ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হয়। লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটেই পরিবর্তন মূল্যবান হয়ে উঠে।

৩. সব কিছুর মধ্যে পরিবর্তন নিহিত। প্রত্যেক সৃষ্ট জিনিস তার অন্তঃনিহিত সত্ত্বা অর্জন করার জন্য ক্ষমতা সম্পন্ন।

৪. পরিবর্তন ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন পর্যায়ে এ ধারা ক্রমান্বয়ে মূর্ত হয়ে উঠে।

৫. পরিবর্তন প্রয়োজনীয়, কেননা সামাজিক বিবর্তনে অগ্রগতির ধারা বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সতত প্রবাহিত।

৬. পরিবর্তন সমরূপ কারণ থেকে উৎসারিত হয়। দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হল পরিবর্তনের অন্যতম মূল কারণ।[২]

সমাজ বিজ্ঞানী Bottomore তাঁর Social Origins of Dictatorship and Democracy গ্রন্থে আধুনিক বিশ্বের পরিবর্তনের তিনটি পথের নির্দেশ দান করেছেন। এগুলো হলো:

১. বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক বিপ্লব

২. উপর থেকে চাপানো ফ্যাসিস্টদের বিপ্লব

৩. কৃষক বিপ্লব

---

[২] Nisbet, Robert A, *Social change and History*, Newyork (Oxford University Press), 1969: p.118

Dhaka University Institutional Repository

Hobhouse বলেন, "By evolution I mean any sort of growth, by social progress, the growth of social life in respect of those qualities to which human beings attach, or can rational attach, value."

সামাজিক প্রগতি মানুষের সমাজ জীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন কল্যাণমুখী পরিবর্তনকে বোঝায়। আর বিবর্তন বলতে বোঝায় যে কোনো পরিবর্তন। Bottomore বলেন, এটা ঠিক পরিষ্কার নয় যে, সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় উন্নয়ন এবং প্রগতির ধারণার মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা যাবে কি-না।

১৯২২ সালে W.F. Ogburn Social Change নামক গ্রন্থে বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তনের মাত্রা বা গতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন, সংস্কৃতি যে গতি বা হারে পরিবর্তন হচ্ছে, অবস্তুগত সংস্কৃতি সে তুলনায় পিছিয়ে আছে। ফলে দেখা দিচ্ছে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে এক ব্যবধান যাকে তিনি বলেছেন Cultural lag.

পরিবর্তন একটি নিরপেক্ষ শব্দ। তাই বিবর্তন, প্রগতি, উন্নয়ন সবই মূলত: পরিবর্তন। অতএব সামাজিক বিবর্তন, সামাজিক প্রগতি বা উন্নয়নসহ সাধারণ অর্থে সামাজিক পরিবর্তন।

সমাজ কাঠামোর বা সামাজিক সংগঠনের মধ্যে সংঘঠিত রদ বদলই সামাজিক পরিবর্তন। যেহেতু সমাজের ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া (Reciprocal relation or interaction) তাই সমাজ পরিবর্তনের অর্থ বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যকার উপাদান বা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তন।

অগাস্ট কোঁতের মতে, মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক উন্নতির ফলে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। বুদ্ধিভিত্তিক স্তরগুলো হলো:

- ধর্মতাত্ত্রিক (Theological)
- দার্শনিক বা অধিবিদ্যাগত (Metaphysical) এবং
- দৃষ্টবাদী (Positive)

তাঁর মতে, মানব সমাজ ইতিমধ্যে ধর্মতাত্ত্রিক-সামরিক ও দার্শনিক আইনগত স্তর দুটি অতিক্রম করে দৃষ্টবাদী বিজ্ঞানভিত্তিক স্তরে পৌছেছে।

Dhaka University Institutional Repository

স্পেন্সারের মতে, সামাজিক পরিবর্তনে মানব মন বা বুদ্ধিমত্তার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কসের মতে, সমাজ পরিবর্তনে দুটি উপাদান মুখ্য যথা-প্রযুক্তি বা উৎপাদন শক্তির উন্নতি এবং সামাজিক শ্রেণী সমূহের মধ্যে সম্পর্ক। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন এলে সরকার, ধর্ম, পরিবার ইত্যাদিতে পরিবর্তন আসে। তাঁর মতে অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে সমাজের মৌল কাঠামো। যার মধ্যে পরিবর্তন এলে সমাজের অধিকার কাঠামোতে অর্থাৎ ঐসব সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আসে। মার্কসের মতে, সমাজ পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো পুঁজিপতিদের তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা।

প্রবাদ আছে, "History repeats itself অর্থাৎ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ প্রবাদের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের চক্রাকার ধারণা প্রতিধ্বনিত।"

Spengler তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Decline of the west-এ সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে প্রাচীন মিসর, গ্রীক, রোমান ও অন্যান্য সভ্যতার উত্থান ও পতনের ধারা বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, সব সভ্যতাই উত্থান, পতন, বিকাশ ও লয় প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়।

প্যারেটো বলেন, প্রতিটি সমাজে এমন লোক রয়েছে যারা গতানুগতিক বা ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা অনুসরণ করতে চায়, অপর পক্ষে সমাজে এমন লোকও রয়েছে যারা পরিকল্পনা গ্রহণ করে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য পূরণ করতে শক্তির ব্যবহার করে এবং এরা পরিবর্তন আকাঙ্খী। Pareto এদের বলেছেন Speculators বা পরিকল্পনাকারী। এরা প্রগতিশীল।

Chapin তাঁর Culture Change নামক গ্রন্থে বলেন, সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গ একই গতি ও ধারায় সমাজ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু নানা করণে সব অঙ্গ একই গতি বা ধারায় এগুতে পারে না বিধায় সমাজে অসঙ্গতি দেখা দেয়।

সরোকীন (Sorokin) বলেন, একটি নির্দিষ্ট দিকে বা ধারায় সমাজ ও সভ্যতা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এগিয়ে যায় যা রেখাভিত্তিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

Sorokin তাঁর Social and Cultural Dynamics গ্রন্থে সভ্যতার তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন। সভ্যতার এই স্তরগুলো চক্রাকারে আবর্তন করে বলেও মত প্রকাশ করেন। স্তরগুলো হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

- আদর্শবাদী (Ideational)
- আদর্শভিত্তিক (Idealestic)
- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (Sensate)

যার প্রতিটা ক্ষেত্রে রয়েছে নিজস্ব মূল্যবোধ এবং জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী।

টয়েনবী সামাজিক পরিবর্তনের চক্রাকার মতবাদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, সভ্যতা তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে চলে। উত্থান, বৃদ্ধি এবং অবনতি।

W. D. Klallis তাঁর Culture and progress নামক গ্রন্থে বলেন, প্রাচীনকালে প্রাচ্য দেশে সমাজ পরিবর্তন বলতে সামাজিক অধ:পতন বা সামাজিক দুর্গতিকেই মনে করা হত। প্রাচ্য দেশের মানুষ বিশ্বাস করত যে, মানুষ এক সময় স্বর্ণযুগে বসবাস করতো এবং পর্যায়ক্রমে মানুষের অধ:পতন শুরু হয়।

প্রাচীন যুগে সমাজ পরিবর্তনের চক্রাকারে আবর্তনমূলক মতবাদের মূল সুর হচ্ছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সমাজ কতিপয় পর্যায় অতিক্রম করে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।

Newell Le Pay Sim তাঁর The problems of social change নামক গ্রন্থে এ ধারণার ইঙ্গিত দেন যে, মানুষ আদিম অবস্থা থেকে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে উচ্চতর পর্যায়ে।

চতুর্দশ শতকে ইবনে খালদুন বলেন, সমাজ পরিবর্তনের ধারা হয় উত্থান, উন্নতি ও অবনতি।

Gerth ও Mills Character and Social Structure এ সামাজিক অনুষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের কথা বলেছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রম বিভাগের উদ্ভব, পরিবারের কাঠামো পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তিত হয়। সমাজের অতীত ও বর্তমান অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সামাজিক পরিবর্তনের হার বা মাত্রা নির্ণয় করা যেতে পারে। ব্যক্তির ভূমিকা ও কার্যাবলী এবং বস্তুগত উপাদান ও আদর্শের আপেক্ষিক প্রভাবের কারণে সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনের জন্য দায়ী কারণ বা উপাদান খুঁজতে গিয়ে M. Ginsberg এগুলোর নাম উল্লেখ করেন। যথা:-

১. ব্যক্তির সচেতন উদ্দেশ্য ও তার সিদ্ধান্ত

২. ব্যক্তির ভূমিকা ও কার্যাবলী (যা পারিপার্শ্বিক অন্যান্য উপাদান দ্বারা প্রভাবিত)

৩. কাঠামোগত পরিবর্তন বা উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন আনে

৪. বাহ্যিক প্রভাব যেমন-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বা যুদ্ধ জয়

৫. প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব (হিটলার, লেনিন, মাওসেতুং) বা গোষ্ঠীর প্রভাব

৬. বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক উপাদানের ঘাত প্রতিঘাতে কোনো বিশেষ সামাজিক শক্তি যেমন-বিপ্লব

৭. ঔপনিবেশিক শাসন ও তাদের প্রভাব

৮. গোষ্ঠীর কোনো বিশেষ সাধারণ ইচ্ছার উন্মেষ। যেমন-জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠী বা উন্নতির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনগোষ্ঠী।

ক্রিয়াবাদীদের মতে, প্রতিটি সমাজ একদিকে যেমন-পরিবর্তিত হচ্ছে অন্যদিকে সমাজগুলো তাদের অবস্থা ও নিজস্ব ভাবধারা বেশ খানিকটা বজায় রেখেছে। সমাজের দুটো বৈশিষ্ট্য : Change and Continuity দুটি প্রক্রিয়াই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। Continuity শক্তি নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা পদ্ধতি তথা সামাজীকরণের মাধ্যমে চলতে থাকে। আর Change বা পরিবর্তন তো স্বাভাবিক ধর্ম যা অনেক উপাদান দ্বারাই সংঘঠিত হচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনের আরো অনেক উপাদানের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জ্ঞানের বিকাশ ও সামাজিক দ্বন্দ্ব। জ্ঞানের বিকাশ সব সমাজে এক রকম নয় বলে সব সমাজে পরিবর্তন একই গতিতে সম্পন্ন হয় না। সামাজিক দ্বন্দ্ব পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। আন্তঃগোষ্ঠী, আন্তঃসমাজ, আন্তঃরাষ্ট্র, আন্তঃবংশ মর্যাদা ইত্যাদি দ্বন্দ্বের ফলে সমাজে পরিবর্তন সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের অভ্যন্তরীণ উপাদান বা সামাজিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সামাজিক পরিবর্তন হতে পারে। আবার কোনো সমাজ বাইরের কোনো সমাজের প্রভাবে ও পরিবর্তত হতে পারে। উন্নয়নকামী দেশগুলোতে ইদানিং যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা প্রায় ক্ষেত্রেই বাইরের প্রভাবের ফল।

বৃহত্তর ও মহত্তর লক্ষ্যের পথে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হলেই সমাজ তার আপন গতিতে বিবর্তিত হবে ও বিশিষ্ট সত্ত্বা অর্জন করবে। পরিবর্তনের এ ধারার উপর ভিত্তি করেই হেনরী মেইন (Sir Henry Maine) দু'ধরনের সমাজের কথা বলেছেন- একটি কুল ভিত্তিক সমাজ, যার ভিত্তিমূলে রয়েছে সনাতন মর্যাদাবোধ (Status) অন্যটি হল পেশা ভিত্তিক সমাজ যার ভিত্তিমূল হল চুক্তি।[৩]

তাঁর মতে, প্রগতির অব্যাহত ধারায় কুলভিত্তিক সমাজ যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও চুক্তিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হয়।

ম্যাক্স ওয়েবার বলেছেন, যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল কর্তৃত্ব প্রাচীন সমাজকে পরিচালিত করে কিন্তু আধুনিক সমাজ পরিচালিত হয় যুক্তিবাদী ও আইনভিত্তিক কর্তৃত্বের দ্বারা। (Rational legal authority)।

জে. গাউল্ড (J. Gould) ও ডব্লিউ এল কলব (W. L. Kolb) সম্পাদিত A Dictionary of Social Science পুস্তকে সামাজিক পরিবর্তনের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।[৪]

"সামাজিক পরিবর্তন বলতে কোনো সমাজের সামাজিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস বা কলাকৌশলের পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে পৃথক এমন কোনো পরিলক্ষিত অবস্থাকেই বোঝায়, যতদূর তাহা (ক) আইন প্রনয়নগত বা নিয়ন্ত্রণগত অন্যান্য প্রকাশ্য ব্যবস্থারই ফল; অথবা (খ) সামাজিক অস্তিত্বের কোনো নির্দিষ্ট উপকাঠামোতে বা প্রধান ক্ষেত্রে বা প্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশে সাধিত কোনো পরিবর্তনের পরিণতি অথবা (গ) কোনো সমাজে বিদ্যমান প্রত্যাশা পূরণ বা প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে সুব্যবস্থিতভাবে সংশ্লিষ্ট রীতি অনুসারে অনুসৃত সামাজিক কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ামূলক ফলাফল।"

---

[৩] Maine, Sir Henry, *Ancient Law*, London (Murry), 1861, p.70

[৪] Gould, Julius & Kolb, klillam L (eds.), *A Dictonary of the social sciences*, NY (The Free press), 1964, p.69

Dhaka University Institutional Repository

এম. জিন্সবার্গ (M. Ginsberg) সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোতে অর্থাৎ কোনো সমাজের আয়তন, ইহার অংশগ্রহণের গঠনরীতি বা ভারসাম্য বা সংগঠন ধরনের মধ্যে সাধিত কোনো পরিবর্তনকেই বুঝিয়েছেন।

International Encyclopedia on the Social Science গ্রন্থে ডব্লিউ-ই-মুর, সামাজিক পরিবর্তনের এইরূপ অর্থ করেছেন "সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোগুলোতে (অর্থাৎ সামাজিক কার্যকলাপের ধরনের ক্ষেত্রে) সাধিত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং আদর্শ (আচরণবিধি), মূল্যবোধ ও কৃষ্টিগত সৃষ্টি ও প্রতীকসমূহের মধ্যে রূপায়িত এইরূপ কাঠামোসমূহের পরিণতি ও প্রকাশকেই বোঝানো হয়।"

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রেঁনেসা। ত্রয়োদশ শতকের এই ঘটনা পুরো বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল। রেঁনেসা শুধু ইউরোপে নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল।

সমাজ বিজ্ঞানীগণ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন-প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সংস্কার ও বিপ্লব, যান্ত্রিক প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব, ব্যক্তির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য অনেক ঘটনাই ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী জুড়ে ছিল নানা রকম সংঘাত-সংঘর্ষ, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়। দু' দুটো বিশ্ব যুদ্ধ গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করেছিল। বিংশ শতাব্দীতেই এই অঞ্চলে হয়েছে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন। ঔপনিবেশিক শক্তি এ উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধ বা ধ্বংসাত্মক কাজের পাশাপাশি অনেক গঠনমুলক কাজও হয়েছে এই শতকে। এই শতকেই মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে UNO, UNESCO. মানুষ এই শতকেই উৎকর্ষের চরম শিখরে আরোহন করেছে।

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রযুক্তিগত যে পরিবর্তন সাধিত হয় পুরো মানব সভ্যতার ইতিহাসেও তা হয়নি। সেই সাথে এসেছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বেশিরভাগ দেশ যখন ঔপনিবেশিকত্বল মুক্ত হয়, তখন এসব দেশের সামনে প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তন।

পরিবর্তনের গতি ও পদ্ধতির উপর পরিবর্তনের প্রবণতা ও রক্ষণশীলতা নির্ভর করে।

উপরের আলোচনা থেকে ধারণা করতে পারি যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। সনাতন ঐতিহ্যের পাশাপাশি আধুনিক সংস্কৃতির ও বিকাশ ঘটছে। গড়ে উঠেছে এক মিশ্র সংস্কৃতি। গ্রামীণ পরিবর্তনে কতিপয় উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেমন: যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন, গণমাধ্যমের প্রসার, নগরায়ন, শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক গতিশীলতা এবং বেসরকারি সংস্থা। গ্রামের জনগণ পূর্বের তুলনায় অনেক সচেতন। বর্তমানে তাদের জীবনযাপন ও চিন্তা চেতনায় বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আর্শীবাদে গ্রামীণ জীবনকে করেছে স্বাচ্ছন্দময়। বর্তমানে গ্রামে কৃষিই একমাত্র পেশা নয়। সময়ের বিবর্তনে গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়। পূর্বে ভূমি মালিকরা ছিল ক্ষমতার শীর্ষে। বর্তমানে অপ্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব ও সমভাবে কর্তৃত্ব করছে। পুরনো রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর স্থলে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো প্রবর্তিত হয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ ছাড়া দেশের কাঙ্খিত পরিবর্তন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের গ্রামসমূহে রাজনীতির ছত্রছায়ায় পরিবর্তনমূলক অনেক কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। এদেশের গ্রামীণ পর্যায়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন সর্বদাই পরিবর্তনশীল। গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক জীবনে ব্যবসায়ী পুঁজি মালিক এবং মধ্যপ্রাচ্য ও দেশের বাইরে অন্যান্য স্থানে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী একটি নতুন শ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষণীয়। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের পাশাপাশি এসেছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন। বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজে আধুনিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ : গ্রাম

গ্রাম বা গ্রামীণ (Rural) কথাটি বহুল প্রচলিত হলেও প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। ম্যাক্স ওয়েবারের ভাষায় ভারতবর্ষ গ্রামের দেশ (India has been a country of village)।

লর্ড মেটকাফ এর মতে 'গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলো এক একটা ক্ষুদে প্রজাতন্ত্র-সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছু গ্রামেই আছে এবং বহি:বিশ্বের সাথে বলতে গেলে কোনো সম্পর্ক নেই। নশ্বর জগতে গ্রামগুলো যেন অবিনশ্বর। রাজবংশের পর রাজবংশের পতন ঘটেছে। বিপ্লবের পর বিপ্লব ঘটে গেছে। হিন্দু, পাঠান, মোঘল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজ পর্যায়ক্রমে প্রভূত্ব করছে কিন্তু গ্রামীণ সম্প্রদায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিভিন্ন দিকে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এই পার্থক্যের মাত্রা সম্পর্কে অস্পষ্টতা বিদ্যমান। কেউ কেউ নগরের প্রভাবমুক্ত সমাজকে গ্রামীণ সমাজ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে কোনো সভ্য জনপদই নগর জীবনের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। গ্রাম ও শহরের প্রচলিত পার্থক্য জনসংখ্যার ঘনত্ব ও আকৃতিগত পার্থক্য। এ হিসেবে গ্রাম এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব কম ও আকৃতি ছোট। বস্তুত গ্রামীণ সমাজ সেটাকেই বলা যাবে যেখানে মানুষের বেশির ভাগ শ্রমজীবী ও কাঁচামাল উৎপাদনে নিয়োজিত এবং মাথাপিছু অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ জমির প্রয়োজন হয়।

কয়েকটি পরিবার মিলে একটি বাড়ি এবং কয়েকটি বাড়ি নিয়ে একটি গ্রাম। গ্রামের আয়তনের কোনো নিদৃষ্টতা নেই। ছোট বড় বিভিন্ন আয়তনের গ্রাম হতে পারে। প্রচলিত ধারণা অনুসারে মাটি ও লতাপাতায় নির্মিত কুটিরে গ্রামবাসীর বসতি। কিন্তু বর্তমানে গ্রামে পাকা, আধা পাকা, টিনের ও মাটির ঘর লক্ষ্য করা যায়। বসতিগুলোকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীর জমি। গ্রামের প্রধান অর্থনৈতিক কর্ম কৃষিকর্ম। তবে গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিল্পকর্ম, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি গ্রামেই তৈরি হয়। গ্রামগুলো মোটামুটি সয়ম্ভর।

গ্রামের একজন প্রধান থাকে। গ্রাম প্রধানকে সাহায্য করার জন্য পূর্বে গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল। পঞ্চায়েত ছিল নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান গ্রামবাসীদের মধ্যে জমিবিলি বন্দোবস্ত করতো, রাজস্ব আদায় করতো, সামাজিক সমস্যার সুরাহা করতো, অপরাধের সালিশী করতো।

বৃটিশ ভারতের ইংরেজ আমলা এলফিল স্টোনের ভাষায়, 'গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলো রাষ্ট্রের এক একটি ক্ষুদে সংস্করণ।'

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ চিরকালই কৃষি প্রধান। সমাজ ছিল কৃষি নির্ভর। গ্রামগুলোও ছিল ছোট ছোট। চারপাশে চাষের ক্ষেত মাঝে গ্রাম, কাছাকাছি থাকে অনেকগুলো ঘরবাড়ি। এইসব গ্রামে থাকতো একাধিক পাড়া বা পাটক। সাধারণত: একই বৃত্তিতে নিয়োজিত লোকদের নিয়ে গড়ে ওঠত একটি পাড়া। সরল কৃষিনির্ভর সমাজের যেটুকু প্রয়োজন তা গ্রামেই উৎপাদিত হতো। হাজার বছর আগে যে যন্ত্র ও পদ্ধতিতে উৎপাদন হতো-আজো তা আমাদের একই রয়ে গেছে।

বাড়ির পিছনে পাশে বাঁশ ঝাড়, আম, জাম, সুপারি, নারিকেল, মহুয়া প্রভৃতি ফলের গাছ, সামনে চলাচলের রাস্তা। পাড়া ছড়িয়ে চাষের ক্ষেত। আল দিয়ে টুকরো টুকরো করে আলাদা করা।

কথায় আছে 'God made the country and man made the town'। মূলত বাংলাদেশের ঐশ্বর্য-ঐতিহ্য সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এদেশের প্রাণের স্পন্দন আবহমান কালের গ্রামবাংলাকে ঘিরে। গ্রামকে বাদ দিয়ে এদেশকে কল্পনা করা যায় না। আমাদের গ্রামগুলো মায়ের আঁচলের মতোই শান্ত, স্নিগ্ধ ও মায়াময়। বাংলা পল্লী সবুজের সমাহারে আচ্ছাদিত। কবি ও শিল্পী মনে পল্লীর নিসর্গ দোলা দিয়েছে কোমলে, শ্যামলে স্নিগ্ধতায়।

একই বংশে জাত সন্তান সন্ততি এবং তাদের বংশধরকে নিয়ে কয়েকটি পরিবারের ছোট একটি উপনিবেশ। এই হল গ্রামের স্বাভাবিক রূপ। কালক্রমে এ অবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন জাতের ও শ্রেণীর মানুষের বসতি রয়েছে গ্রামে। বাংলাদেশে প্রতিটি গ্রাম একরূপ নয়। একটির সাথে অন্যটির পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য স্বত্ত্বেও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যেমন-অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সনাতন পেশা, জন্ম ও মৃত্যুর হার উচ্চ, জনসংখ্যার ঘনত্ব কম, মাথাপিছু আয় নিম্ন, গতানুগতিক সামাজিক সম্পর্ক, জ্ঞাতী-গোষ্ঠীর আত্মীয়তার প্রাধান্য, অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, গতানুগতিক নের্তৃত্ব, বিশেষীকৃত কাঠামোর অভাব, সামাজিক গতিশীলতার অভাব, শিক্ষার হার নিম্ন, ধর্মের প্রাধান্য ও ধর্মীয় গোঁড়ামী, আধুনিক বিনোদনের অভাব এবং রাজনীতি বিমুখতা।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ : রাজনীতি

ক্ষমতা হলো রাজনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। রাজনীতি বলতে ক্ষমতা অর্জনে প্রচেষ্টা, ক্ষমতা অর্জন এবং ক্ষমতার ব্যবহারকে বোঝায়। এটি কোনো Tangible জিনিস নয়। এটি এক প্রকার সম্পর্ক (Relationship) কেউ ক্ষমতা দখল করে থাকলে, কেউ ক্ষমতা দাবি করবে এবং অন্যরা সেই দাবির প্রতি সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান করবে। রাজনীতি থেকে সরকারকে কখনো বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

'ক্ষমতা'র উৎস দ্বারা রাজনীতির ধরণ বিবেচিত হয়। 'জনসম্মতি' ও 'জনগণ' ক্ষমতার উৎস হলে তাকে গণতান্ত্রিক রাজনীতি বলা হয়। এ রাজনীতি গোটা দেশের মানুষকে স্পর্শ করে।

যে কোনো প্লাটফর্মে প্রভাব বিস্তার করতে হলে রাজনীতি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো উপায়। সরকারি কর্মকর্তাদেরকে নির্বাচিত নেতাদের (মন্ত্রী) পরামর্শক ও নির্বাহকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও প্রশাসন পারস্পরিক সম্পূরকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। *এ প্রসঙ্গে 'Paul H. Appleby বলেন, 'The difference between the politician-one who is publicly associated with party responsibility as well as with governmental responsibility and the civil service administrator exists primarily in the party tie of the former. Both are engaged in governmental work and therefore in politics.' রাজনৈতিক বিষয় কার্যকলাপ ও রীতিনীতি বিশেষত কোনো সরকার বা অন্যান্য গোষ্ঠীর ভিতর ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর বা দলের মধ্যে বিদ্যমান প্রতিযোগিতাকে রাজনীতি বলা যায়। সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার বা বজায় রাখার অথবা সরকারি নীতি পরিচালনা বা প্রভাবিত করার বিদ্যা ও কলাকৌশল অথবা শাসন পরিচালনা করা।*

২.৪ : রাজনীতিবিদ

যে ব্যক্তি শাসনকার্যে ও কলা কৌশলে রাষ্ট্রের ভিতরে পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধনে এবং সরকারি নীতি প্রণয়নে পারদর্শী তাকে রাজনীতিবিদ বলে। মূলত যে ব্যক্তি সরকারি বিষয়াদি পরিচালনার সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত, যে ব্যক্তি রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। মন্দার্থে যে ব্যক্তি দলীয় বিষয়াদি পরিচালনা করে বা জনগণের আবেগ অনুভূতি কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ : রাজনৈতিক দুর্নীতি

ব্যক্তিগত লাভ, পদোন্নতি ও মর্যাদার জন্য অথবা গোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদানের জন্য আইন ও ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যক্তিগত লাভ, ক্ষমতা ও মর্যাদা অর্জনের জন্য সরকারি কর্তব্যে অবহেলা। অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের মতে, 'সততার অভাবই হল দুর্নীতি'।

২.৬ : রাজনৈতিক কর্তৃত্ব

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে কর্তৃত্ব হলো ক্ষমতা ও বৈধতার সমন্বয় সাধন। বৈধতা বলতে বোঝায় নাগরিকদের মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ক্ষমতা প্রয়োগের স্বীকৃতি। এস. এম. লিপসেটের ভাষায়- প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সমাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

এলান আর বল বলেন, শাসকের অনুমোদনের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, শাসন করার অধিকারের স্বীকৃতিই হলো রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।

ভ্যাহরেনডর্ফের মতে কর্তৃত্ব হচ্ছে ক্ষমতা প্রয়োগ (Superordination) এবং অধীনতার (Subordination) এর বৈধ সম্পর্ক।

২.৭ : সিদ্ধান্তগ্রহণ ও রাজনীতি

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাজনীতি প্রসঙ্গে ***Seekler Hudson*** *বলেন, সরকারি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বহু ব্যক্তির কাজ। একজন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াতে অনেক ব্যক্তির অবদান থাকে। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ বিশেষ।* ***Decision making in government is a plural activity. One individual may pronaunce the decision but many contribute to the process of making the decision. It is a part of the political system'.***

কোনো দেশে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৃষিগত পরিবেশের ভিতর এর প্রশাসন যন্ত্র কাজ করে, সে প্রশাসনের আদর্শ বা দর্শন সে পরিবেশকে উপেক্ষা করতে পারে না। পরিবেশের সাথে প্রশাসনযন্ত্রকে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ হচ্ছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একজন প্রশাসককে দেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। *এ প্রসঙ্গে*

Dhaka University Institutional Repository

Paul H. Appleby বলেন, 'Every government employee is engaged in political work, Government and politics are synonymous, although not identical terms."

গণতান্ত্রিক দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে প্রশাসন ব্যবস্থা যত বেশি গণতান্ত্রিক তা তত রাজনৈতিক। গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। কারণ *Paul H. Appleby বলেন, In a democracy more selfish interests, more ideas, ideologies and ideals of more people must be more consistantly taken into account than in a government, not systematically accountable to a whole people.*

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। দেশের জনসাধারণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

রাজনীতিবিদগণ রাষ্ট্রপতি হিসেবে, মন্ত্রী হিসেবে, সংসদ সদস্য হিসেবে এবং চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তাগণ আইনের খসড়া প্রণয়নকারী হিসেবে, মন্ত্রীদের সাহায্যকারীরূপে, সিভিল সার্ভিসের সদস্যরূপে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের সভ্যরূপে প্রতিনিধি হিসেবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এ প্রসঙ্গে *IRA SHARKANSKY বলেন, "It (decision making process) joins public administrators to numerous other actors who have a stake in policy, these include officials in other branches of government, private citizens, interest groups, political parties and somtimes the spokesmen of foreign government."*

২.৮ : ক্ষমতা

ম্যাকস ভেবার এভাবে ক্ষমতাকে সজ্ঞায়িত করেছেন, 'ক্ষমতা হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশে কোনো ব্যক্তির আপন সংকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা-তা সে সম্ভাব্যতার ভিত্তি যাই হোক না কেন; ভেবার (১৯৪৭ : ১৫২)। ক্ষমতা বলতে আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতার

Dhaka University Institutional Repository

কথাই বলছি। লাসওয়েল মনেকরেন, মানুষ তখনই ক্ষমতাবান হয় যখন সে সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকার অর্জন করে।[৫]

ভেবার আরো বলেন, 'কোনো ব্যক্তির সব বোধগম্য গুণাবলী এবং বোধগম্য সামাজিক পরিবেশের যৌগিক সমন্বয় তাকে এমন একটি অবস্থায় নিয়ে যায় যেখানে কোনো বিশেষ পরিবেশের উপর সে তার ইচ্ছাকে প্রয়োগ করতে পারে'।[৬]

ওয়েভার বলেন, power is the probability that one action within a social relationship will be in a position to carryout his own will despite resistance, regardless of the basis on which this probability nests.[৭]

তার মতে, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির বাধা পাওয়া সত্তেও যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি তার নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হন তাহলে বুঝতে হবে এ ব্যক্তি বা গোষ্ঠি ক্ষমতাবান।

মানুষের কিছু আচরণ হলো মানবিক সম্পদ যা ক্ষমতাবান ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে (নিকোলাস ১৯৬৯ : ৩০০-৩০১)।

ক্ষমতা (Power) ও কর্তৃত্বের (Authority) মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, কর্তৃত্ব বৈধ (Legitimate), রীতিসিদ্ধ (Formal), আইনগত (Legal), ন্যায়সঙ্গত (Rightful), সমর্থিত ও স্বীকৃত (Approval) ক্ষমতা। কর্তৃত্ব হচ্ছে ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ (Institutional counterpart)।

২.৯ : ক্ষমতাবন্টন ও নেতৃত্ব

নেতৃত্ব সামাজিক গুণ। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। সুসংহত ও পরিকল্পিত কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকশিত হয়। প্রায় সকল গ্রামেই এক বা একাধিক গ্রাম প্রধান থাকেন (মোড়ল/মাতবর)। এছাড়াও রয়েছে নেতৃস্থানীয় বুঝবান ব্যক্তিসমূহ। যারা গ্রাম কমিটির সদস্য। পারিবারিক ঐতিহ্য, বংশ মর্যাদা, বয়স, সম্পদ (জমি বাটকা), জনপ্রিয়তা, শিক্ষা প্রভৃতি গ্রামীণ ক্ষমতার উৎস।

---

[৫] Laswell, H. & Kaplan, K, *Power and Society: A Framework for social Enoviry*, New Haven, (Coon.) 1950. P.40
[৬] প্রাগুক্ত : ১৫৩
[৭] Weber. M. *The Theory of Social and Economic organization*. Glencoe. 1960.p.152

Dhaka University Institutional Repository

এইচ ও ডানেল এর মতে, "সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে প্ররোচিত ও উদ্যোগী করার কাজকেই নেতৃত্ব বলা হয়।"

গ্রামে সম্পদ অসমভাবে বন্টিত। তাই দেখা যায় ক্ষমতাও অসমভাবে বন্টিত এমন পরিবারও রয়েছে যারা অধিক সম্পদের অধিকারি হয়েও ক্ষমতা ব্যবহার করেন না। কেউ যদি একই সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা চেয়ারম্যান হন এবং মাতবর হন তবে অন্যান্য সাধারণ মাতবরের তুলনায় ঐ ব্যক্তি অধিকভর ক্ষমতাধর হবেন। এ ক্ষেত্রে তার ক্ষমতার উৎস হচ্ছে জনপ্রিয়তা, অফিসিয়াল মর্যাদা এবং সম্পদ।

কিম্বল ইয়ং এর মতে, "নেতৃত্ব হলো ব্যক্তির সেই গুণাবলী, যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মধারা প্রভাবিত করে এবং অন্য সবার উপর আধিপত্য বিস্তার করে।"

এলভিন ডব্লিউ গুল্ডনার এর মতে, "নেতৃত্ব ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলী যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষদিকে ধাবিত করে।"

নেতৃত্ব হলো কোনো ব্যক্তি বা দলের সেই কাম্যগুণ বা গুণাবলী, যা সমাজের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের উদ্দীপ্ত করে।

গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর আওতায় নের্তৃত্ব ও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি নিয়ে বার্ট্রোসি, উভ, জাইদী, মাশরেক, জাহাঙ্গীর, জামান, আরেফিন বর্মন প্রমুখ তাত্ত্বিক ও গবেষকগণ ব্যাপক আলোকপাত করেছেন। ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করে ভূ-স্বামী, অভিজাত শ্রেণী এবং তারাই নের্তৃত্ব প্রদান করে থাকেন। ইদানিংকালে গ্রামীণ নের্তৃত্ব ও ক্ষমতায় কতিপয় নতুন উপাদান লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জনশক্তি, স্বার্থ গোষ্ঠীর আবির্ভাব, রাজনৈতিক সম্পর্ক দলীয় সংহতি, পেশাগত সংহতি ইত্যাদি। বিতরণ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত প্রভাবের যে ভূমিকা তার ফলে স্তরভিত্তিক গতিশীলতায় যে জটিলতা সৃষ্টি হয়, তার প্রতিফলন ঘটে ক্ষমতার প্রেক্ষিতে শ্রেণীবিন্যাস সম্পাদনে।

গ্রামীণ নের্তৃত্বকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব। আনুষ্ঠানিক নের্তৃত্বের মধ্যে রয়েছে মসজিদ কমিটি, মাদ্রাসা কমিটি, বাজার কমিটি, হাট কমিটি, ক্লাব, স্কুলের

Dhaka University Institutional Repository

ম্যানেজিং কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদ। এদের বৈশিষ্ট হলো, এরা শিক্ষিত, বিত্তশালী, ভূমির মালিক, বুদ্ধিমান, কৌশলী, আধুনিকমনস্ক, উদারবাদী ও রাজনীতি সচেতন।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের নেতৃত্বের ধরণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, অনানুষ্ঠানিক বা সনাতন নেতৃত্ব। এ ধরনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এরা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাধর। এরা গ্রামীণ ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করেন। এরা নিজেরা ও অনেক সময় দ্বন্দ কলহে জড়িয়ে পড়েন। এরা অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল, স্বল্পশিক্ষিত, ধর্মপরায়ন, বয়স্ক এবং পরিবর্তন বিরোধী। এরা অধিকাংশই অগাধ জমির মালিক এবং এরা সনাতন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে।

অপ্রথা সিদ্ধ নেতৃত্ব এবং গ্রাম্য টাউট গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তারা গ্রামে দরিদ্র লোকদের ঋণ প্রদান ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণ সাধারণতঃ ধর্মভীরু ও ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ফলে সহজেই প্রভাবশালী। ব্যক্তিবর্গ গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে গ্রাম্য টাউটরা গ্রামীণ জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।

এশিয়া ও আফ্রিকার সমাজে রাজনৈতিক সংস্থার ভিত্তিমূলে রীতিসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মুখ্য নয়। অনিয়মিত সম্পর্কই অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এসব সমাজে বিতরণের ধারা ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক। বরং ক্ষমতাব্যাঞ্জক অনেক ক্ষেত্রেই রীতিসিদ্ধ ও আইনগত দিক অপেক্ষা ক্ষমতার বাহ্যিক প্রকাশই অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

২.১০ : স্থানীয় সরকার

ঋগবেদ এর মতে 'স্থানীয় সরকার বাংলার গ্রামগুলোর মতোই পুরাতন। এটি সব সময়ই একরূপ নয়। স্বাধীন স্থানীয় শাসকের উদ্ভব, কেন্দ্রে ক্ষমতার উত্থান-পতন, কেন্দ্র গ্রাম সম্পর্ক, বৈশ্বিক পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে গ্রামীণ সমাজে স্থানীয় সরকার বিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই গ্রাম বাংলার স্থানীয় সরকার কর সংগ্রহ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে আসছে। কেন্দ্রে ক্ষমতায় পালাবদল, কেন্দ্রের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রভৃতি স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী ও প্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘ স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন এভাবে, স্থানীয় সরকার কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের আইন সভার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজনৈতিক বিভক্তিকরণ নির্দেশ করে, কর আরোপ এবং শ্রমিক নিয়োগসহ স্থানীয় বিষয় সমূহের উপর যাহাদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। এই সংসদ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত অথবা স্থানীয়ভাবে এই সরকার পরিচালিত হয় বলিয়া ইহার মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খার সর্বাধিক প্রতিফলন ঘটে।[৮]

২.১১ : গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ক্রমবিকাশ

১৭৯৩ : লর্ড মেয়োর গ্রাম চৌকিদারী আইনের মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত ৫ সদস্যের বাধ্যতামুলক পঞ্চায়েত গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

১৮৮০ : চৌকিদারী আইনের অধীনে প্রতি গ্রামে বা কয়েক গ্রাম মিলে ১টি করে পঞ্চায়েত ছিল।

১৮৮৫ : বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের দ্বারা ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়।

১৯১৯ : গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়।

১৯৫৯ : ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন।

১৯৭২ : রাষ্ট্রপ্রধান এক নির্দেশ জারি করে প্রচলিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বাতিল ঘোষণা করেন এবং পঞ্চায়েত প্রথা চালু করেন।

১৯৭৩ : জুন মাসে সংসদ কর্তৃক চূড়ান্ত হয়ে পঞ্চায়েতগুলো ইউনিয়ন পরিষদ নামে নির্ধারিত হয়।

১৯৭৬ : স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়।

১৯৭৭ : নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা নির্বাচিত হন।

১৯৮০ : স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স সংশোধনের মাধ্যমে গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৮১ : থানাসমূহকে মান উন্নয়ন করে উপজেলা নামকরণ করা হয়।

১৯৯২ : ২৬শে জানুয়ারী উপজেলা বাতিল বিল পাশ করা হয়।

---

[৮] Journal of Local Administration overseas, July, 1962, p.1535-48.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামীণ রাজনীতির ধারণা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও আচার অনুষ্ঠানকে গ্রামীণ রাজনীতি বলা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ও গ্রামীণ রাজনীতি বলে অভিহিত করা হয়। গ্রামীণ রাজনীতিকে Village Politices আখ্যা দিয়ে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়। নেতিবাচক অর্থে Village Politices কে ফন্দিবাজ, চতুরতা, কুটকৌশল ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়।

৩.১ : গ্রামীণ রাজনীতি

গ্রামের সাধারণ মানুষ রাজনীতি সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়। তারা স্থানীয় রাজনীতির ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহী কিন্তু জাতীয় রাজনীতির ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নয়। বরং তারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে। বিদ্যমান গ্রামীণ রাজনীতিকে প্রকৃত অর্থে রাজনীতি না বলে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক বা কার্যাদি বা সমাজ জীবনের আন্তঃক্রিয়া বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতি বলতে যা বোঝায় তা গ্রামীণ রাজনীতিতে পরিলক্ষিত হয় না। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সাথে এই জনগোষ্ঠীর তেমন সম্পর্ক নেই। কারণ জাতীয় রাজনীতি ও জাতীয় নীতিমালা তাদেরকে যেমন স্পর্শ করে না। স্থানীয় রাজনীতির প্রতি আগ্রহের কারণ হলো স্থানীয় কর্তৃত্ব ও নের্তৃত্ব প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। স্থানীয়ভাবে বরাদ্দকৃত সম্পদের বিলি বন্টন এবং সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় নেতৃত্বের উপর বর্তায়। এ কারণে স্থানীয় রাজনীতি জনগণকে আকৃষ্ট করে।

গ্রামের বেশির ভাগ মানুষের সামাজিক কার্যাদি ও আন্তঃক্রিয়া অরাজনৈতিক প্রকৃতির। তবে তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এজন্য তাদেরকে মৌসুমী অংশগ্রাহক বলা হয়। স্থানীয় রাজনীতি তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। স্থানীয় এলিটরা বিপুল জনগণকে গতিশীল করে থাকে। গ্রামীণ সমাজে এলিট শ্রেণীর অনেকেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। স্থানীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করার মত সম্পদ এবং সামর্থ দুটোই তাদের রয়েছে। এমনকি তারা জাতীয় রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে থাকে।

গ্রামীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীর জীবনেও রাজনীতি পূর্ণকালীন পেশা নয় বরং খন্ডকালীন পেশা। গ্রামীণ জনগণও কখনো কখনো রাজনৈতিক হয়ে উঠে। যেমন-নির্বাচন ও ব্যাপক গণআন্দোলন। তবে রাজনীতি তাদের জীবনের খুব কম অংশই জুড়ে থাকে। গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর শহরের সাথে যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। ফলে এই শ্রেণীটি

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ও রাজনীতিতে সক্রিয়। তবে এরা গ্রামীণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে না। গ্রামের বিপুল সংখ্যক মানুষই গ্রামীণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। গ্রামের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত সংকীর্ণ প্রকৃতির।

গ্রামীণ রাজনীতি মূলত সীমিত সম্পদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সীমিত সম্পদের কে কতটুকু পাবে তা নির্ধারণে রাজনীতি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। রাজনীতি সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের একটি উত্তম উপায়। তাই দেখা যায়, সমাজের প্রভাবশালী ও সচেতন ব্যক্তিবর্গই রাজনীতির সাথে জড়িত থাকে। গ্রামের ব্যাপক সংখ্যাধিক্য মানুষ রাজনীতি বিমুখ।

সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সমাজে প্রভাব বিস্তার, প্রতিশোধ স্পৃহা, জনকল্যাণ, রাজনীতিকে ক্রীড়া হিসেবে গ্রহণ ইত্যাদি কারণেও গ্রামীণ জনগণ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়। গ্রামীণ যে সকল এলিট রাজনীতির সাথে জড়িত তারা বেশিরভাগই ক্ষমতাসীন দলের সাথে জড়িত কিংবা জড়িত হতে প্রয়াসী। নিজেদের পদ মর্যাদা রক্ষা ও বাড়তি কিছু অর্জন করা যা সরকারি দলের সাথে জড়িত থেকেই সাধারণত সম্ভব হয়। দেখা যায়, সরকার বদলের সাথে সাথে বেশিরভাগ গ্রামীণ এলিটের দলীয় অবস্থানও বদলে যায়। এরা আসলে কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল নয়। প্রতিটি সরকারের প্রতি সমর্থন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কারণ গ্রামীণ জনগণ রক্ষণশীল প্রকৃতির। তারা রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না।

রাজনীতি গ্রামের মানুষকে খুব সামান্য কিছুই দিতে পারে। গ্রামে রাজনীতি তেমনটা আকর্ষণীয় বিষয় নয় কারণ রাজনীতি থেকে সামান্য কিছুই লাভ করা যায়। এরূপ সীমিত বরাদ্দের উপরও শহরের কিংবা উপশহরের লোকেরা ভাগ বসায়। শহরে রাজনীতির সাথে চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সুবিধাদি, বিভিন্ন ধরনের ঋণ সুবিধাসহ আর্থিক সুবিধা জড়িত। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে প্রাত্যাহিক জীবনের ব্যস্ততা গ্রামীণ মানুষকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

গ্রামীণ সমাজে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা ও গভীরতা উভয়ই নিম্ন। শহর এলাকার তুলনায় অংশগ্রহণের সকল ক্ষেত্রেই গ্রাম এলাকার জনগণ পিছিয়ে রয়েছে। এমনকি মৌসুমী অংশগ্রাহক হিসেবে ও গ্রামীণ জনগণের অংশগ্রহণ যথেষ্ট নয়। অবস্থানগত কারণে গ্রাম এলাকায় রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা কম। গ্রামীণ সমাজের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও জনগণের মনস্তাত্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রামীণ রাজনীতির

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্টসমূহ হলো-শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা, সচেতনতার অভাব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুপস্থিতি, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ঐতিহ্যের অভাব, গতানুগতিক পেশা, নৈরাশ্যবাদী মনোভাব, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনীতি গৌণ এবং পোষক পোষ্য সম্পর্ক।

৩.২ : স্থানীয় সরকার :

স্থানীয় সরকারের ধারণা দুটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণ নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানামুখী প্রয়োজন মিটাতে হলে প্রত্যক স্থানীয় সম্প্রদায়কে আত্মশাসনের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। বস্তুত স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই স্থানীয় সরকারের উদ্ভব।

বিশাল আয়তন রাষ্ট্র ও বিপুল জনসংখ্যার পক্ষে জাতীয় সরকারের সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। স্থানীয় সরকার এরূপ প্রতিবন্ধকতা দূর করে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া নাগরিকগণ যে প্রশাসনিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

লর্ড ব্রাইসের মতে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গণতন্ত্রের সর্বোত্তম শিক্ষাকেন্দ্র এবং উহার অনুশীলন গণতন্ত্রের সাফল্যের সর্বাপেক্ষা বড় গ্যারান্টি। ..... the best school of democracy and the best guarantee for its success is the practice of local self Government.[১]

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সচেতনতা ও অংশগ্রহণ নাগরিকদিগকে তাদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে এবং নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করে। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরশীলতার মনোভাব জাগরিত করে, স্থানীয় নের্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে এবং জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা জাগরিত করে।

D. Tocqueville বলেন ------ a nation may establish a system of free Government, but without the spirit of municipal institutions it can not have the spirit of liberty.[২]

আধুনিক কল্যাণমুলক রাষ্ট্রে সরকারের কার্যাবলী ব্যাপক ও জটিল হওয়াতে কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষে সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কেন্দ্র

---

[১] Bryce, Lord Jamce, *Modern democracrs*, 1922, Vol-1, p.13

[২] Tocqueville, Alexis De, *Democracy in America*, Vol-I, (Vintage), 1945, p.605.

Dhaka University Institutional Repository

থেকে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হয়। স্থানীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে স্থানীয় জনগণই ভালোভাবে অবহিত। স্থানীয় শাসনভার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হলে তারা স্থানীয় চাহিদা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে এবং সেই মতে সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী হবে।

পৃথিবীর সকল স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হচ্ছে সে দেশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি। কারণ এ পর্যায়েই দেশের জনগণ বিপুলভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে থাকে। ইংল্যান্ডে কাউন্টি সিস্টেম বহু পুরাতন স্থানীয় নির্বাচিত সরকার সংস্থা। এখানকার কাউন্টি কর্তৃপক্ষকে জাতীয় তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা আছে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নিমিত্ত স্থানীয় কমিশন রয়েছে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে কাউন্টি কাউন্সিলের কার্যাবলী বহুবিধ এবং গুরুত্বপূর্ণ সেই তুলনায় এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ শুধু বাতুলতা নয় নিরর্থকও বটে। চীনের কমিউন ব্যবস্থাও অভূতপূর্ব। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশটির গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রশাসনের সর্বনিম্নস্তর কমিউন করে থাকে। উৎপাদন, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি 'উৎপাদক ব্রিগেড' এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এটাই সেখানকার কমিউন পদ্ধতির ভিত্তি।[৩]

পৃথিবীর সর্বত্রই আজ প্রশাসন মানেই সর্বোচ্চ বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন। অখন্ড রাশিয়ায় যে ব্যবস্থা চালু ছিল, যার বদৌলতে রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তা হল একটি বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন।

ভারতের পশ্চিম বাংলাতে সরকার একটি দীর্ঘকালীন স্থিতিশীল সরকার; সেই সরকারের স্থিতির পেছনে মূল কারণ হলো সেখানকার বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থা, যার নাম হলো পঞ্চায়েত।

স্থানীয় সরকারের অর্থ হলো সুষ্ঠভাবে কার্য পরিচালনার জন্য গোটা এলাকাকে বিভক্ত করে যে শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়, তাকে স্থানীয় সরকার বলে।

---

[৩] আসাদুজ্জামান, মোঃ, *প্রচলিত প্রশাসন কাঠামো ও সিস্টেমের রূপান্তর প্রেক্ষিত : বাংলাদেশ*, ঢাকা (কাঁশবন প্রকাশনা), ১৯৯৯, পৃ.১৫-১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক ই. এম. হ্যাজল্যাক বলেন, If some local body has it in its power to government in a different manner from the other bodies, there we have local government.[৪] অর্থাৎ স্থানীয় সরকার সেই সব কার্যাবলী করে থাকে যেগুলো বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ এবং এলাকাটি সমগ্র দেশের তুলনায় ক্ষুদ্র।

স্থানীয় সরকার হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত এমন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যা স্থানীয় বিষয়াবলী দেখাশুনা করে থাকে এবং স্থানীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট কর্তৃত্বের অধিকারী।

J. Clark এর মতে ..... that part of the Government of a nation of a state deals mainly with such matters as concern the inhabitants which should be administered by the local authorities subordinate to the central Government.[৫]

অর্থাৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং স্বীয় প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়।

গ্রামীণ পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বলে স্বীকৃত আজকের ইউনিয়ন পরিষদ যদিও ব্রিটিশ আমলে এবং ব্রিটিশ আদলে গড়া তথাপি এর সূচনা হয়েছে প্রাচীন কালে। ঋগবেদ এর মতে, স্থানীয় সরকার গ্রামগুলোর মতোই পুরাতন। তবে এর আকৃতি, প্রকৃতি সবসময়ই একরূপ ছিল না। কেন্দ্রে ক্ষমতার উত্থান-পতন, বৈশ্বিক পরিবর্তন, কেন্দ্র গ্রাম সম্পর্ক, স্বাধীন স্থানীয় শাসকের উদ্ভব প্রভৃতি কারণে গ্রামীণ সমাজে স্থানীয় সরকার বিবর্তিত হয়েছে। কখনো মহা সভা, কখনো হেডম্যান, কখনো পঞ্চায়েত, কখনো ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ স্থানীয় সরকার বলে পরিগণিত হয়েছে। স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট নিম্নরূপ:

১. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা বৈধ কর্তৃত্বের অধীন।

২. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার জন্য গঠিত একটি সংস্থা।

৩. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো করধার্যকরণ ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংগঠন, যার নিজস্ব কার্যাবলী ব্যবস্থাপনা করার অধিকার থাকে।

৪. এ সরকার জাতীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ এবং অধিনস্ত।

---

[৪] Hasluck, EL, *Local Government in England*, Cambridge (SmniWcynUP pcWyy), 1948, P.6

[৫] J.Clark, *Out of lines of Local Government of United Kingdom*, London (Sir ISSAC pitman and sons. ltd.). 1960. p.1

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ : প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদ

বাংলাদেশের প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। গ্রামীণ এলাকায় জনকল্যাণ ও দায়িত্বশীল সরকারের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য তৃণমুল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের সাথে গ্রামীণ মানুষের সরাসরি সম্পর্ক ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের সবচেয়ে নিকটতম নির্বাচিত প্রশাসনিক কাঠামো।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রবর্তনের কথা বলেন। এ উদ্দেশ্যে পূর্বের ইউনিয়ন কাউন্সিল বাতিল করা হয়। যুক্তি দেখানো হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল পাকিস্তান আমলে সৃষ্ট, তাতে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফল ঘটে না। পরিবর্তিত আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন ও অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন স্থানীয় সরকার প্রয়োজন। সরকার জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনার জন্য গ্রামীণ পর্যায়ে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত গঠন করেন। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ইউনিয়ন কাউন্সিলের পরিবর্তিত নাম। ইউনিয়ন পঞ্চয়েতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও দলীয় ব্যক্তিদের প্রাধান্য ছিল। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে গ্রামীণ পর্যায়ে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে স্থানীয় পরিষদ সৃষ্টির কথা বলা হয়। ১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন জাতীয় সংসদে পাশকৃত আইনে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতকে বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং গ্রামীণ পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদই একমাত্র ইউনিট, যা সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্বশাসনের দাবি রাখে।[৬] কারণ চেয়ারম্যান এবং সদস্যবর্গ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের উন্নয়ন যাতে দেশের ৮৫% লোকের জীবনমান উন্নয়ন করা যায়।

থানা এবং জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা নেই। ইউনিয়ন পরিষদকে ঘিরে গ্রামীণ রাজনীতি আবর্তিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম স্বায়ত্বশাসনের একক এবং গ্রামের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। গ্রামীণ পরিবর্তন তথা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম। এ

---

[৬] Mahatab, Najmunnesa, *Local Government in France and Bangladesh: A descriptive analysis of executive Action*, Dacca (Univerisly Pess Ltd.), 1978, p.16

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে:-

১. কৃষি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন
২. গবাদি পশু ও মৎস্য চাষ
৩. রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত
৪. পরিবার পরিকল্পনা সেবা দান
৫. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা।

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন স্কুল শিক্ষক এবং চিকিৎসকগণ ও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর অংশীদার। বিবাহ ও জন্মমৃত্যুর রেজিস্ট্রেশন, নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট প্রদান, ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা, কৃষকদের বীজ ও সার বিতরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণকে সাহায্য, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি কাজ করে থাকেন।

গ্রামীণ জনগণ ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নমুলক কর্মে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে। এতে স্থানীয় শ্রম ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়। পরিচিত পরিবেশে কাজ করার ফলে জনসাধারণ দেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ হবেন এবং সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে গ্রামীণ সমস্যার সমাধান হবে। তাই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকা জরুরী। কারণ এর মাধ্যমেই গ্রামীণ রাজনীতি পরিচালিত হয়। দেখা যায় গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। গ্রামীণ এলিট শ্রেণীই রাজনীতিতে জড়িত থাকেন এবং তারাই গ্রামের অন্য নাগরিকদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরিচালিত করে থাকেন।

গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক জোটবদ্ধতায় বিশেষ বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। শহরে কিংবা উন্নত সমাজে রাজনৈতিক জোটবদ্ধতার সিদ্ধান্ত সাধারণত ব্যক্তিগত বিষয় বলে গণ্য হয়। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় জোট বদ্ধতার বিষয়টি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। গ্রাম এলাকায় ব্যক্তি সিদ্ধান্তের তেমন মূল্য নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ জনগণ বিভিন্ন গোষ্ঠী, পাড়া, বিশেষ ব্যক্তি, সমাজ ইত্যাদি দলে বিভক্ত। সাধারণত: একই গোষ্ঠী বা সমাজের লোকেরা একই দলকে সমর্থন করে এবং ভোট প্রদান করে। ফলে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা সমাজ দ্বারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়, যা স্থানীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রশাসনের সর্বনিম্নস্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় একটি ইউনিয়ন। ইউনিয়ন পরিষদ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৭ সালে এর নাম ছিল ইউনিয়ন বোর্ড, ১৯৫৯ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং সর্বশেষ স্বাধীনতার পর ইউনিয়ন পরিষদ নামে অভিহিত করা হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ইউনিয়ন পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ইউনিয়ন বোর্ড। ১৯১৯ সালের স্থানীয় সরকারি আইনের আওতায় ইউনিয়ন বোর্ডগুলো গঠিত হত। ১৮৮০ সালের চৌকিদারী আইনে প্রতি গ্রামে বা কয়েক গ্রাম মিলে ১টি করে পঞ্চায়েত ছিল। ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল লোকাল সেলফ গর্ভনমেন্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতি জেলায় জেলা বোর্ড এবং মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড গঠনের নিয়ম ছিল। তখন থেকে জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং গ্রাম পর্যায়ে পঞ্চায়েত স্থানীয় বিষয়াদি দেখাশুনার কাজ করে আসছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালের স্থানীয় সরকার আইনের আওতায় সর্বপ্রথম গ্রাম পর্যায়ের পঞ্চায়েত প্রথা ভেঙ্গে দিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হলো। ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হবার পর ১৯৩৮ সালে মহকুমা পর্যায়ের লোকাল বোর্ড বিলোপ হল এবং গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জেলা বোর্ডের কাজের ভার ইউনিয়ন বোর্ডকে দেয়া হয়।

ইউনিয়ন বোর্ডগুলো স্থানীয় বিষয় যেমন- শান্তিরক্ষা, চৌকিদারী ব্যবস্থাপনা তথা ছোটখাট বিবাদ মীমাংসার কাজ করতো। জেলা বোর্ডের একটি অধীনস্থ সংগঠন হিসেবে গ্রাম উন্নয়নের সব কাজ ইউনিয়ন বোর্ডকে করতে হতো এবং কখনো কখনো সরকার প্রদত্ত খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র বন্টন করতো। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে স্কুল পরিচালনা ও এ কাজের অর্ন্তভুক্ত ছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যরা সার্বজনীন বয়স্ক ভোটে ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হত। ইউনিয়ন প্রশাসনে সভাপতির যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। ১৯৫৮ সালের এক সাময়িক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যখন জেনারেল আয়ুব খান দেশের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নেন তখন এসব ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। তিনি পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করেন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙে দেন। এ প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন ও জেলা বোর্ড ভেঙে দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ : গ্রামীণ রাজনীতির ক্ষমতা কাঠামো

সাধারণত কাজ করার সামর্থকে ক্ষমতা বলে। রাজনীতির ক্ষমতা কাঠামো জানার আগে ক্ষমতা বলতে কী বোঝায় তা জানা প্রয়োজন। (When we speak of power, we mean man's control over the minds and actions of other men.) উন্নয়ন ও ক্ষমতার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। দেখা যায় যে শ্রেণীর হাতে সম্পদ বেশি থাকে তাদের হাতেই সমাজের যাবতীয় ক্ষমতা থাকে। ক্ষমতার বৈশিষ্ট হলো-কর্তৃত্ব, প্রভাব, শক্তি প্রয়োগ এবং সহিংসতা।

লাসওয়েল এর মতে, মানুষ তখনই ক্ষমতাবান হয়, যখন সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অর্জন করেন। আপাত দৃষ্টিতে যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তিনি একটি ক্ষমতা কাঠামোর অর্ন্তনিহিত শক্তির প্রতিনিধি। ভেতরকার দ্বান্দ্বিক অবস্থান এই সজ্ঞায় ফুটে উঠে না।[৭] আর. এইচ. টোনি বলেন, ক্ষমতা হচ্ছে একান্তই অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্যের একটি পরিসীমা, যার মাধ্যমে ক্ষমতাবান ব্যক্তি তার ইচ্ছানুসারে যে কোনো কার্য সম্পাদনে সক্ষম (Power is the capacities of an individual or group of individuals, to modify the conduct of other individuals or group in the manner which he desires.[৮]

পোলানতজা বলেছেন, ... the concept of power is related to that precise type of social relation which is a field inside which precisely because of the existence of classes, the capacity of one class to realize its own interests through its practice is in opposition to the capacity and interests of other classes. This determines a specefic relation of domination and subordination of class practices, which is exactly characterized as a relation of power.

ওয়েভার বলেন, Power is the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carryout his own will despite resistance, regardless of the basis on which this probability rests.[৯] যদি কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপের বাধা পাওয়া স্বত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হন, তাহলে বুঝতে হবে এ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষমতাবান। ওয়েভারের সংজ্ঞায় সমাজের নায়কদের 'আদেশ প্রদান ও বাস্তবায়নের উপর

---

৭ রহমান, আতিউর, *গ্রামীণ মানুষের দৃষ্টিতে ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপ* হমান, সমাজ নিরীক্ষণ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ১৯৮৮, ঢাকা; পৃ-৪৬
৮ Tawney, R.H, *Equality*, London (Allen Land), 1952, p.230
৯ Weber, M. *The theory of Social and Economic Organization*, Glencoe, 1960, p.152

Dhaka University Institutional Repository

বেশি জোর দেয়া হয়েছে। একটি কর্তৃত্ববাদী সংগঠনের কারো নির্দেশ মান্য করার এই ব্যাপারটি আসলে বৈধতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে শ্রেণী হিসেবে সমাজের অধিবাসীদের দেওয়া হয়নি।[১০]

হামজা আলাভী বলেন, Rival Factions of factions leades fight for control over resources, power and status as available within the existing framework of society rather than for changes in the social structure.

ক্ষমতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সোয়ার্জেন বার্গার (George Schwarzenberger) তাঁর Power Politices নামক বইতে বলেছেন "শক্তি হলো একজনের ইচ্ছাকে অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা এবং যদি সেটা না মানতে চায় তখন তাদের উপর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সামর্থ। Power is the capacity to impose ones will anothers by reliance on-effective sanctions in case of non-compliance.[১১]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, ক্ষমতা হচ্ছে প্রতিরোধ স্বত্ত্বেও একজন ব্যক্তির ইচ্ছা বাস্তবায়নের সামর্থ কিংবা ক্ষমতা। রয়েছে কর্তৃত্বের অধিকারী ও কর্তৃত্ব মেনে চলতে অনুগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার সম্পর্ক এবং নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের প্রশ্ন।

ক্ষমতা সম্পর্কে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন অধ্যাপক মরগেনথু (Hans J. Morgenthaw)। তাঁর মতে, শক্তির লড়াই স্থান-কাল নির্বিশেষে সার্বজনীন এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত অনস্বীকার্য বাস্তব ঘটনা (The Struggle for Power is universal in time and space and is an undeniable fact of experience).[১২]

ক্ষমতার সাধারণ ব্যাখ্যা হলো মানুষ ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ধনী অভিজাত শ্রেণী ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করে আসছে। ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থানকারী এসব অভিজাত এলিট গোষ্ঠী ক্ষমতা কাঠামোর অবস্থান টিকিয়ে রাখা ও অধিক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠীকে নিজেদের অনুকূলে বিভিন্ন উপদলে ইচ্ছাকৃতভাবে ও সুকৌশলে বিভক্ত করে রাখে। এর কারণ ক্ষমতা ও সম্পত্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

---

[১০] রহমান প্রাগুক্ত,পৃ: ৪৬

[১১] গৌরিপদ ভট্টাচার্য, আ. সম্পর্ক প.বঙ্গরাজ্য পুস্তক পর্ষদ-১৯৭৫, পৃ-৬৯

[১২] Hans Morgenthau: *A Realist Theory of International Politics*, op. cit. p. 30-31

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য দিক গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা কর্তৃক অধিকতর ক্ষমতা তৈরি করার সামর্থ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে গ্রাম্য টাউটরা গ্রামের মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে অপ্রথাসিদ্ধ লোকেরা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, এখানে একটি বিশেষ প্রভাবশালী সংখ্যালঘু শ্রেণীই রাজনৈতিক ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী। কিন্তু জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি এরা নন। তাদের নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন ব্যবস্থা দুঃস্থ, অসহায় বিপন্ন জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের সার্বিক অবস্থায় ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন আনয়নেও ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশের ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিষয়টি সুস্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হয়েছে। They were never truely representative, because the richer and influencial classes manage to win the election. The election system failed to recognized the authoritarian nature of traditional power structure and no provision was made protected the politically weak, depressed and exploited class.

তথাকথিত এ জনপ্রতিনিধিরা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান বা স্বার্থের পরিপন্থী পরিবর্তন মানতে নারাজ।

একাতবদ্ধ হয়ে থাকার প্রবণতা গ্রামীণ সমাজের কাঠামোগত একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পরিবর্তনশীলতা বা আধুনিকীকরণের যান্ত্রিক বস্তুবাদী স্রোত গ্রামীণ সমাজের অবিভাজ্যতার এ দেয়ালটিকে আঘাত করে চলেছে। ফলে সনাতন সমাজের দলীয় সংহতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আধুনিকীকরণ ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতার উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে প্রভুত্ববাদী ব্যবস্থা সমতা নয় বরং অসমতাই তৈরি করে। গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় মাতব্বর, জোতদার, মোড়ল এ জাতীয় এলিট গোষ্ঠীর লোকেরাই ভোগ করে ক্ষমতায় থাকা এবং এর ব্যবহারের আনন্দ।

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ১: ক্ষমতার পিরামিড

উৎস : Ross. Murry G & Hendry, Charles E. New understading of leadership, Association press, Newyork, 1966

গ্রামীণ রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণে ১৯৮৪ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৬৩% ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের গড়গপড়তা জমির পরিমাণ ১৯ একর। প্রভাবশালী গ্রামীণ এই এলিট চক্রের সাথে সরকারের চমৎকার একটি সম্পর্ক থাকে। ফলে সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থ যদিও গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার কথা তথাপি তা মূলত গ্রামীণ এলিটদের বিত্তের পাহাড় গড়ার পেছনেই ব্যয় হয়। অর্থ আত্মসাতের সুযোগটি কাজে লাগায় এই এলিট চক্র। কারণ এরাই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্র বিন্দু এবং সম্পদ বরাদ্দের বিষয়টি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও এদের হাতে ন্যস্ত।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য প্রাধান্যশীল শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা গ্রামীণ ক্ষমতার উপর কাঠামোগত একটি বিশেষ দিক। অপ্রিয় সত্য হলো এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শক্তিটি জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে প্রযাসী না হয়ে বরং বিজিত এলাকায় সরকারের সমর্থন তৈরির রাজনৈতিক যন্ত্রে পরিণত হয়। পরিবর্তনের এই যুগে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সকল অংশে পরিবর্তন ঘটছে না বরং একটি বিশেষ শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার এই বিশেষ শ্রেণীকে ব্যবহার এর মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদিরা অধিকতর শক্তিশালী অবস্থানে উন্নীত হচ্ছে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় গ্রামের দরিদ্র জনগণ ইদানিংকালে দালাল, জোতদার, মোড়ল, পৃষ্ঠপোষক, সুবিধাবাদী গ্রামীণ এলিট গোষ্ঠীকে পাশ কাটিয়ে তাদের নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে সম্পদ তৈরি করে। এই সাংগঠনিক কাঠামো তাদের মধ্যে আদর্শগত সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরশীলতার মাত্রা কমিয়ে দেয়। কিন্তু গ্রামীণ জনগণের সকল অংশকে এ প্রচেষ্টায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গ Robert Macnamara বলেছেন, In the developing countries with the lowest incomes such as Bangladesh, even a program for small farms and for the urban informal sector would leave out the poorest 25.38 percent of the population those most at risk.

অনেক লেখকই বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রেণী কাঠামোর ছবি একেছেন পিরামিড আকারে। পিরামিডের ভূমিতে রয়েছে নিম্ন শ্রেণীগুলো আর শীর্ষে রয়েছে উচ্চতম শ্রেণী। নিচু থেকে যত উপরে উঠা যায় শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা তত কমতে থাকে। যাদের রয়েছে সর্বাধিক সম্পদ, সম্মান, কর্তৃত্ব অথবা ক্ষমতা তারাই শীর্ষে অবস্থান করে এবং এরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম। তারাই সমাজে সর্বাধিক আর তাদের স্থান পিরামিডের নিম্নস্তরে।

সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ

সমষ্টির উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলীতে যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং সমষ্টির সমস্যাবলীর বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি জোরালো বক্তব্য রাখেন তারা সাধারণত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি বা সমষ্টির স্বার্থে নিজস্ব মতামতে সমর্থন তৈরির ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ।

মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ

যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো তারাও জনগণের উপর প্রভাব বিস্তারে ক্ষমতা রাখেন। তারা প্রয়োজনে জনগণকে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। সমাজে যারা শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত, সরকারি অফিস আদালতের সঙ্গে যুক্ত তারা সমাজে মর্যাদার আসনে আসীন।

৩.৫ : গ্রামীণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব

দলাদলি, কোন্দল সমাজের এ বৈশিষ্টগুলো গ্রামীণ সমাজে পুর্নমাত্রায় বিরাজমান। এ দলাদলির মূল ভিত্তি হচ্ছে গ্রামীণ এলিট গোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মাত্রা নিয়ে পারস্পরিক বিরোধ। কোন্দলপূর্ণ এ রাজনীতি গ্রামীণ সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ফলে এক শ্রেণীভিত্তিক ঐকানুভূতি ও শ্রেণী সচেতনতা বাধাগ্রস্ত হয়। গ্রাম্য মোড়ল, টাউট ও পৃষ্ঠপোষক শ্রেণী

Dhaka University Institutional Repository

সন্তাশ্রন লাভ করে এবং আন্ত:দলীয় কোন্দলকে কাজে লাগিয়ে অধিক শক্তিশালী অবস্থানে উন্নীত হয় অথচ সমাজ পরিবর্তনে তাদের কোনো আগ্রহ নেই।

অনেক সময় স্থানীয় প্রশাসন দলীয় রাজনৈতিক কোন্দলের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। ফলে কোন্দলে লিপ্ত ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর ক্ষমতা কাঠামোর ক্ষেত্রে নবতর পরিবর্তন সূচিত হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যমান গ্রামীণ ক্ষমতাতে সরকার কর্তৃক যে কোনো উন্নয়ন কর্মসূচিই শুরু করা হোক না কেন তা মূলত: গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দরিদ্র, অসুবিধাগ্রস্ত বা বিপন্ন অংশের উপর এলিট গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণকেই সুদৃঢ় করে।

গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে স্বার্থকামী গোষ্ঠী। এরা এখনো জমিকে সনাতন শক্তির ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। ইউনিয়ন পরিষদকে এই এলিট চক্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

Ramkrishna Mukarjee বলেন, It seems difficult to dealy that a limited number of landed elite use the organization of union porished as the base of the village power structure and their contact with the bureaucracy as an additional means to social control.[১৩]

গ্রামীণ এলিট চক্র দরিদ্র বিপন্ন জনগণের একটি বিশাল অংশকে পরনির্ভরশীল করার মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভর উন্নয়নের প্রয়াসকে ধুলিস্যাৎ করে দিচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র, ভূমিহীন জনগণের বৃহত্তর অংশের জন্য ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন বা উন্নয়নে আধুনিকীকরণ উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। আধুনিকীকরণের লক্ষ্য হলো গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ক্ষেত্রে সীমিত পরিবর্তন আনয়ন। কিন্তু এই আধুনিকীকরণ রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল ও অভাবনীয় মুনাফা লোভী পৃষ্ঠপোষক মক্কেল সম্পর্কের উপাদানগুলোকে সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করে অথচ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বা উন্নয়নে যার ভূমিকা একেবারেই গৌণ।

সাম্প্রতিককালে গ্রামীণ নের্তৃত্ব ও ক্ষমতার কতিপয় নতুন উপাদান লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জনশক্তি, স্বার্থগোষ্ঠীর আর্বিভাব, রাজনৈতিক সম্পর্ক, দলীয় সংহতি, পেশাগত সংহতি

---

[১৩] Mukarjee, Ramkrishna, *Six villages of Bengal*, Bombay (Popular prokashana), 1971, p.138

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর আওতায় নের্তৃত্ব ও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি নিয়ে বাট্রোসি, উভ, জাইদী, মাশরেক, জাহাঙ্গীর, জামান, আরেফিন, বর্মন প্রমুখ তাত্ত্বিক ও গবেষকগণ গ্রামীণ নের্তৃত্ব ও ক্ষমতার যে উপাদানগুলো চিহ্নিত করেছেন তা হলো ভূমির মালিকানা, পারিবারিক ঐতিহ্য আনুষ্ঠানিক কাঠামোতে নের্তৃত্ব, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ, ব্যক্তিগত গুণাবলী, কর্মের উপায় নিয়ন্ত্রণ, অর্থ ঋণদানের ক্ষমতা, কৃষি ও অকৃষি খাতের সমন্বয়, গ্রামীণ নের্তৃত্ব, তথ্য প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক, ধর্ম, পেশাগত গতিশীলতা, শহরের সঙ্গে যোগাযোগ, সন্ত্রাস সৃষ্টির সামর্থ্য, এনজিও কর্মকাণ্ড, সমবায়ী কর্মকাণ্ড বিচারে দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা প্রভৃতি।

প্রকৃত পক্ষে এখনো গ্রামীণ নের্তৃত্বের প্রধান উপাদান ভূমি। ভূমি মালিকরাই মূলত সবচেয়ে ক্ষমতাধর নেতা। এদের সঙ্গে চাষীদের এক প্রকার পোষক পোষ্য সম্পর্ক। ভূমি থেকে অর্জিত অর্থ বিভিন্ন অকৃষিখাতে ব্যয় করে মুনাফা লাভ করে। আবার তারা নগদ অর্থের মালিক হওয়ায় তারাই মহাজন হিসেবে কাজ করে। ঋণদাতা ও গ্রহিতার মধ্যে এক ধরনের আনুগত্যের সম্পর্ক তৈরি হয়। ভূ-স্বামীরা গণ্যমান্য ব্যক্তি হওয়ায় প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। ফলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভোটের আশায় ও সমর্থনের প্রত্যাশায় ভূ-স্বামীদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে। রাজনৈতিক নেতা, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের সাথে গ্রামীণ ভূ-স্বামীদেরই ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলে ভূ-স্বামীরা ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রে অবস্থান করে।

৩.৬ : গ্রামীণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব

উন্নয়নমুলক কর্মসূচির সঠিক ও সফল বাস্তবায়ন অনেকাংশে সকল স্তরের কার্যকরী নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল। দিন দিন গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতা কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে। পূর্বে গ্রামের মানুষ তার সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর মুখাপেক্ষী হতো বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বিধিবদ্ধ সংস্থা গড়ে উঠার ফলে গ্রামের মোড়ল মাতব্বর সর্দারদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের নেতৃবৃন্দ তৈরি হওয়ায় গ্রামের জনসাধারণের উপর প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকারের নেতৃবৃন্দ গ্রামের জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। যেমন-ধর্মীয় নেতা, মসজিদের ইমাম, স্কুলের শিক্ষক গ্রামীণ জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও আরো এক ধরনের অর্ধশিক্ষিত লোক আছেন, যারা স্থানীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। অফিসের নিয়মাবলী ও কার্যকলাপ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখে তারা সমাজে টাউট বলে পরিচিত।[১৪] গ্রামীণ সমাজে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কারণে পুরানো ধাঁচের ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটছে।

গ্রামীণ সমাজে নেতৃত্ব দানকারী দুটি গ্রুপ দেখা যায়। যারা আনুষ্ঠানিক কাঠামো সমূহে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তারা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক গ্রামীণ নেতা। যেমন-স্কুল কমিটি, বাজার কমিটি, মাদ্রাসা কমিটি, ক্লাব, মসজিদ কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদ প্রভৃতি। এদের বৈশিষ্ট হলো এরা শিক্ষিত ও সচেতন, আধুনিক মনস্ক, রাজনীতি সচেতন, উদারপন্থী, বুদ্ধিমান, বিত্তশালী, কৌশলী ও ভূ-সম্পত্তির মালিক।

অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছেন গ্রামীণ মোড়ল, মাতব্বর, সর্দার, জোতদার ও ঐতিহ্যবাহী পরিবারের প্রধান। এক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা অধিকাংশই উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এদের ভূমিকার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো এরা গ্রামীণ সমাজের দ্বন্দ্ব কলহ মিটিয়ে থাকেন। কখনো কখনো পাড়া বা মহল্লার মধ্যে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে থাকেন। অনানুষ্ঠানিক নেতাগণ অনেক সময় নিজেরাও দ্বন্দ্ব কলহের জন্ম দিয়ে থাকেন। সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা, বয়স, টাকা পয়সা, ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে এরা গ্রামীণ সমাজে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। এদের বৈশিষ্ট হলো এরা অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল, বয়োজ্যেষ্ঠ, ধার্মিক, স্বল্পশিক্ষিত ও পরিবর্তন বিরোধী। এরা সাধারণত প্রচুর জমির মালিক এবং ঐতিহ্য ও মুল্যবোধের ধারক ও বাহক।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কারণে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। সরকার সবসময়ই কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এ লক্ষ্যেও কৃষি ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। একজন কৃষককে ঋণ গ্রহণ করতে হলে তাকে অবশ্যই ইউনিয়ন পরিষদের দ্বারস্থ হতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে কৃষকদের যোগাযোগ করিয়ে দেবার দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদ নের্তৃত্ব দিয়ে থাকে।

থানার ওসি গ্রাম পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি। তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারলে গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করা যায়। ইউনিয়ন পরিষদ নের্তৃবৃন্দের সাথে স্থানীয় পুলিশ

---

[১৪] রহমান, আতিউর, *গ্রামীণ মানুষের দৃষ্টিতে ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপ*, সমাজ নিরীক্ষণ, ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ.৪৫

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে যেমন-পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী অফিসারদের সঙ্গেও ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃত্বের সুসম্পর্ক লক্ষণীয়। শেকড় পর্যায়ে তহশীলদাররাও নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাবানদের মতামতের গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

গ্রামীণ নেতৃত্ব সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে থাকে। গ্রামীণ নের্তৃত্বের সাথে সরকার ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে গ্রামীণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহায়কের ভূমিকা পালন করে। ধর্মের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ গ্রামীণ পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ, গ্রামীণ লোকজন ধর্মপরায়ন। ধর্ম অনেক সময় উন্নয়ন কর্মসূচি ও পরিবার পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের সাহায্যার্থে যে অর্থ সাহায্য ও বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় তা গ্রামীণ রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দের মাধ্যমেই বিলি বন্টন করা হয়। সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নের্তৃবৃন্দ গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে সঠিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করতে গ্রামের উন্নয়নে তথা পরিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ সাধারণ জনগণ তাদের যে কোনো সমস্যার বিষয়ে কিংবা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হন। এক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দ প্রযোজনীয় পরামর্শ দিয়ে জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গ্রামের অন্যান্য জনগণের তুলনায় শিক্ষিত ও সচেতন। তাঁরা নিজেদের গুণাবলী দ্বারা গ্রামের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করে থাকেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন-স্কুল-কলেজ, ক্লাব, মাদ্রাসা নির্মাণ ও পরিচালনা করে গ্রাম উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেন।

৩.৭ : গ্রামীণ পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিবর্তনশীলতা

গত তিন দশকে বাংলাদেশে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘঠিত হয়েছে। গ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর গ্রামের প্রাচীন রাজনৈতিক কাঠামোর স্থলে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো প্রবর্তিত হয়েছে। গ্রামের নব্য এলিটদের দুর্নীতি,

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়তোষণ এবং স্বজনপ্রীতি দ্বারা গ্রামের সাধারণ জনগণের শোষণ বেড়ে গিয়েছে। গ্রাম উন্নয়নের নামে বিধিসিদ্ধ স্থানীয় প্রশাসনে নির্বাচিত প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, সংসদ সদস্য, এদের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ করে গ্রাম এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন যথা-রাস্তাঘাট, হাটবাজার, স্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্য সেবা, আত্মকর্মসংস্থান প্রভৃতি দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়। যার অধিকাংশই জনপ্রতিনিধিদের খেয়ালখুশী মত বাস্তবায়িত হয়। আবার দেখা যায় নির্বাচনকে সামনে রেখে গ্রামে অনেক উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যার অধিকাংশই আলোর মুখ দেখে না।

উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে গ্রাম এলাকায় উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় যা চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এসব প্রকল্পের কাজ পরিচালনার জন্য সরকার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। অনেক সময় এই অর্থের সিংহভাগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ সম্মিলিতভাবে আত্মসাৎ করে। দুঃস্থভাতা, ভিজিএফ কার্ড, ত্রাণ সামগ্রি, প্রকল্পের টাকা ও অন্যান্য অনুদান আত্মসাৎ করে এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে দেয় অর্থ আত্মসাৎ করে গ্রামের কিছু টাউট, ঘাটপার ও ফটকা শ্রেণী নব্য ধনী হয়ে উঠে। তাদের পক্ষ অবলম্বন করে যে কোনো ব্যক্তি তাদের কৃপা লাভ করতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায়, গ্রামের কোনো বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে গ্রামের মোড়ল, মাতব্বর কিংবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বারগণ বিরোধপূর্ণ দুই পক্ষ থেকে ঘুষ গ্রহণ করে বিরোধ জিইয়ে রেখে লাভবান হবার ঘটনা।

গ্রামের রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন প্রকার সামাজিক শক্তি দায়ী। অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক উভয় প্রকার উৎস দ্বারা গ্রামের ক্ষমতা আবর্তিত হয়। এ উভয় শক্তি দ্বারা গ্রামীণ রাজনীতি প্রভাবিত হয়। অভ্যন্তরীন উৎসের মধ্যে রয়েছে সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, বংশ মর্যাদা, জনসেবা, সামাজিক মর্যাদা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি।

বাহ্যিক উৎসের মধ্যে রয়েছে সমাজে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ স্তরের ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক, প্রভাব বিস্তারকারীদের আনুগত্য এবং রাজনৈতিক দল। এসব কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতাধর হতে সাহায্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে গ্রামে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে নের্তৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রাচীন বংশ মর্যাদাভিত্তিক এলিট ব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছে। তার পরিবর্তে আধুনিক, শিক্ষিত ও গতিশীল নের্তৃত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

পরিবর্তিত এ ধরনের নেতৃত্ব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে একজন গবেষক মন্তব্য করেছেন The newly emerged land owners do not belong to the old landed aristocracy..... they would like to be identified as an enterpreneur belonging to white collar Occupational groups having some background of modern education and new style of life. আরেকীন গ্রামীণ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, পূর্বে গ্রামীণ নেতাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কেউ কোনো প্রশ্ন করতো না। কিন্তু বর্তমানে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

৩.৮ : গ্রামীণ রাজনৈতিক নেতৃত্বে পরিবর্তনের ধরণ

সাম্প্রতিককালে গ্রামীণ সমাজে নের্তৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে কতিপয় পরিবর্তনশীল প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

- সনাতন ও বয়স্ক নেতৃত্বের স্থলে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে। অল্প বয়স্ক নেতৃত্ব শিক্ষিত ও গতিশীল এবং সমাজের পরিবর্তনশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রবীণ নেতৃবৃন্দ সনাতন মূল্যবোধ ধারণ করে এবং পরিবর্তন বিরোধী।
- শিক্ষা গ্রামীণ নেতৃত্বে স্থান পাবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমান নেতৃত্ব কাঠামোতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণ স্থান পাচ্ছে।
- বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে চিরাচরিতভাবে সর্দার, তালুকদার, মহাজন, জোতদার, মাতব্বর, মোড়ল ইত্যাদি ক্ষমতা চর্চা করতো। কিন্তু বর্তমানে বংশগত ও গোষ্ঠী মর্যাদাভিত্তিক নেতৃত্ব কাঠামোতে ভাঙন ধরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

- অকৃষি কর্মসংস্থান ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ফলে সনাতনী ভূমি মালিকানার আধিপত্য হ্রাস পেয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি, ঠিকাদারী ইত্যাদি পেশা এখন গ্রামীণ সমাজে নেতৃত্ব প্রদানের মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

- পূর্বে ধর্মীয় নেতাগণ গ্রামীণ সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃত্বের বিকাশ হওয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে।

- নগরায়নের প্রসার ও শহরের সাথে গ্রামের যোগাযোগ সহজতর হওয়ার ফলে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতেও শহরের কিছু কিছু প্রভাব পড়ছে। শহরের সাথে সম্পৃক্ততা আছে এমন ব্যক্তিবর্গ বর্তমানে গ্রামীণ নেতৃত্বে আসীন হচ্ছেন। শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেও অনেকে গ্রামীণ সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছে।

- এনজিও কার্যক্রমের প্রসারের ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নের্তৃত্বে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সচেতনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ নেতৃত্ব কাঠামোতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। গ্রামীণ সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এনজিওরা প্রভাব বিস্তার করছে এবং এনজিও নেতা ও কর্মীরা গ্রামীণ সমাজে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হচ্ছে।

- গ্রাম পর্যায়ে দলীয় কার্যক্রমের প্রসার স্থানীয় নেতৃত্বের দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে সহজতর করে তুলেছে। গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশ নেতাই রাজনৈতিকভাবে কোনো না কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত।

- গ্রামীণ রাজনীতির সাথে সন্ত্রাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান গ্রামীণ রাজনীতি বহুমুখী। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেখা যায় অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং এরা প্রায় সকলেই কমবেশি শক্তিশালী। ফলে নির্বাচনে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ভোট আদায় কিংবা রক্তারক্তি ব্যাপারও ঘটায়।

- গ্রামীণ একজন নেতা একাধারে ভূ-স্বামী, সমবায় প্রধান, ধনী, টাউট, ঠিকাদার, শিক্ষক, সবকিছু। এখন প্রতিটি নেতাকেই চ্যালেঞ্জ করার মত একাধিক নেতা রয়েছে।

- গ্রামীণ রাজনীতি বর্তমানে সত্যিকার অর্থে সরকার দলীয় রাজনীতি। বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা পাওয়া ও ক্ষমতা চর্চা করার প্রত্যাশায় গ্রামীণ নেতারা সরকারের সমর্থক হয়। ইউনিয়ন

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের সদস্যরা বেশি অনুদান ও উন্নয়নের জন্য সম্পূর্ণভাবে সরকারের সমর্থক হয়ে থাকে। অপ্রাতিষ্ঠানিক নেতারা বিভিন্নভাবে সরকারি সমর্থন ও সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করে।

- গ্রামে তরুণ নের্তৃত্বের প্রসারের ফলে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমাজ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে এ পরিবর্তনের গতি বেশ দ্রুত। ফলে গ্রামীণ সমাজে মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, সমাজের রীতিনীতি, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এ পরিবর্তন শীলতার ফলে গতানুগতিক নেতৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে আধুনিক নেতৃত্ব স্থান দখল করছে।

নারী নের্তৃত্ব বিকাশ লাভ করছে। ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্য থাকায় নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীরা অধিকার ও মর্যাদা আদায়ে সচেষ্ট।

নের্তৃত্ব কাঠামোতে পরিবর্তনের কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে সামাজিক পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার, নগরের প্রভাব, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি, পোষক-পোষ্য সম্পর্ক হ্রাস, কৃষির আধুনিকীকরণ, এনজিও কার্যক্রমের প্রসার, জাতীয় রাজনীতির প্রসার এবং অকৃষি অর্থনীতির বিস্তার।

৩.৯ : ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ

বলা হয়ে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ স্বায়ত্ত্বশাসিত। সংবিধানে স্থানীয় সরকারের কথা বলা হলেও এর রূপরেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা নেই। তাই স্থানীয় সরকারকে অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হয়। আমাদের স্থানীয় সরকার মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্ট।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো পরিচালিত হচ্ছে মূলত ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (Local govt. ordinance, 1976-xc 1976) ১৯৭৬ সালের গ্রাম্য আদালত অধ্যাদেশ ও ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৯৩ সালের স্থানীয় সরকার এবং ১৯৯৩ সালের পৌরসভা সম্পর্কিত আইনের বলে। এছাড়াও ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত আইনসমূহদ্বারা। এসব অধ্যাদেশ ও আনুসঙ্গিক বিধিবিধান সরকার প্রণয়ন করেন।[১৫]

[১৫] আহমেদ, ড. তোফায়েল, *ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পরবর্তী কাজ*, ১ জানুয়ারী, ২০০৩, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনবোধে সরকার তাদের পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর কর্মক্ষেত্র, পরিধি ও ক্ষমতা হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারেন।

ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে রয়েছে-

- তহবিল ও বিশেষ তহবিল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ
- টোল, খাজনা, ফি ও রেন্ট এর পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায়
- বাজেট প্রণয়ন ও মঞ্জুরী
- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচন ইত্যাদি

ইউনিয়ন পরিষদ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্ন ধরনের আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ ও সার্কুলারের ভিত্তিতে তৈরি আইনগত কাঠামোর মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এই কাঠামো অযাচিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংগঠনরূপে পরিচালিত হওয়া থেকে বিরত রাখে। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ ব্যয়ের স্বাধীনতা ও পরিষদের নেই। সরকার থানা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ বরাদ্দ করেন। ইউনিয়ন পরিষদে প্রায়ই জনবল সংকট পরিলক্ষিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা নেই। কর্মচারীগণ কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক নিয়োগ লাভ করেন।

৩.১০ : প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ

ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহুমুখী। যদিও বলা হয় ইউনিয়ণ পরিষদ স্বায়ত্তশাসিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ইউনিয়ণ পরিষদ কোনো কাজ করতে পারে না।

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কেন্দ্রিয় বরাদ্দ থাকে থানা পর্যায়ে। ইউনিয়ন পরিষদকে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য থানা নির্বাহী কর্মকর্তার উপর নির্ভর করতে হয়।
- প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্যগণের ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা সংকুচিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

- কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন পরিষদের গৃহিত সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারেন।
- সরকার হতে প্রাপ্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ তদারকি ও তত্ত্বাবধান করতে পারে।
- কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন পরিষদকে যে কোনো কাজের নির্দেশ দিতে পারে।
- উন্নয়নমুলক প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিয়ণ পরিষদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। জেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার কর্মকর্তা, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউনিয়ণ পরিষদের উপর কর্তৃত্ব করেন।
- ইউপি সদস্যদের অব্যহতি প্রদানের ক্ষমতা রাখে।

৩.১১ : গ্রাম সরকার

জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গ্রাম সরকার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। গ্রামে ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রিক ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হচ্ছে গ্রাম সরকার। গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের ধারণা বেশ প্রাচীন। অনেক আগে থেকেই এ উপমহাদেশে গ্রাম সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ১৮৩০ সালে চালর্স মেটকাফ এ অঞ্চলের গ্রামগুলোকে Little Republic হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৬] সুলতানী ও মোঘল শাসনামলেও গ্রাম সরকার কাঠামো ছিল এবং গ্রাম সরকার পরিচালনা ব্যবস্থা ছিল সুন্দর। জনৈক ইংরেজ লেখক প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা এভাবে তুলে ধরেছেন--- a wonderful land whose richness and abundance neither war, partilence nor oppression could destory.[১৭]

ব্রিটিশ শাসনামলে ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রিক ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। ইংরেজদের শোষণ ও বঞ্চনা গ্রাম সরকার কাঠামোর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। পাকিস্তান আমলেও এর মন্থরতা পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৪ সালে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর উদ্যোগে কুমিল্লার 'সবুজ' নামে সর্বপ্রথম গ্রাম পুর্নগঠন কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে তাদের এই উদ্যোগ দেশের বিভিন্ন

---

[১৬] Alderfer, H, *Local Government in development countries*, New york; MC Grow, Hill, 1974, p.233

[১৭] Ahmed, Nafis, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, (Oxford university press), 1964, p.75

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রাজশাহীতে 'অগ্রণী', বরিশাল 'সোনালী', নোয়াখালী 'সুজলা', ঢাকায় 'স্বনির্ভর' ইত্যাদি নামে ছড়িয়ে পড়ে।[১৮]

১৯৮০ সালের ১০ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাভারে স্বনির্ভর গ্রাম উদ্বোধন করে এর যাত্রা শুরু করেন। ১৯৮০ সালের ৩০ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তিনি সমগ্র দেশে গ্রাম সরকার গঠনের জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।[১৯] এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় গ্রাম সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করেন।

জিয়াউর রহমানের 'গ্রাম সরকার' পূর্ববর্তী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাথে মিল রয়েছে। জনগণকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই গ্রাম সরকার প্রবর্তিত হয়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় জনগণকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। ভূমির মালিকানা ছিল পঞ্চায়েতের হাতে। কৃষি কাঠামোতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। গ্রাম সরকার ভূমি মালিকানা স্বীকার করেই তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল।

Peter J. Bertocci গ্রাম সরকার সম্পর্কে বলেছেন .... Individuals representing functional and interest groups in each local community do attempt, for the first time in East Bengals modern history, to establish politico-administrative entities at the village level.[২০]

পরিকল্পনা কমিশন ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম সরকারকে ১৯৮০-'৮৫ সাল পর্যন্ত গ্রামের মানুষের উন্নয়নে ইহাকে স্থানীয় সম্ভাবনার যোগসূত্র হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন- Decentralization development activities will become imperative.

গ্রাম সরকারের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়া মূলতঃ গ্রামের মানুষকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

---

[১৮] Masood. Ali Shikah.*Sense and sensibility of a swanirvar Gram Sarkar Format for Rural Development Administrative Science review*. Dhaka, (NIPA), 1971,Vol-IX, No-2 p. 86

[১৯] চাষী, মাহবুব আলম, *স্বনির্ভর গ্রাম সরকার*, ঢাকা (দৈনিক দেশ), ১২ জানুয়ারী, ১৯৮১, পৃ. ৫

[২০] Bertocci, peter, J, *Bangladesh in the Early 1980s: Practorian Polities in an Intermediate Regime*. Asian Survey, Vol, XXII, No-10, 1982, p-123

Dhaka University Institutional Repository

অর্জন ছিল তার অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যেই ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে গ্রাম সরকারের কমিটি গঠনের উদ্যোগও তিনি নিয়েছিলেন।

তৃণমুল পর্যায়ে গ্রামীণ জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা ও তাদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদে পুনরায় গ্রাম সরকার আইন ২০০৩ আইন পাশ করেছে। এই আইনের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভুক্ত ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি গ্রাম সরকার গঠিত হয়।

৩.১২ : গ্রাম সরকারের গঠন

গ্রাম সরকারের একজন প্রধান, একজন উপদেষ্টা এবং ১০টি শ্রেণী বা ক্যাটাগরির ১৩ জন সদস্য থাকবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি গ্রাম সরকারের পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবেন।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাধারণ নির্বাচিত সদস্য পদাধিকার বলে গ্রাম সরকার প্রধান হিসেবে অভিষিক্ত হবেন এবং তিনটি সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত সংরক্ষিত মহিলা আসন থেকে নির্বাচিত মহিলা সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকার অধীন, তিনি গ্রাম সরকারেরই উপদেষ্টা হিসেবে গণ্য হবেন।

রেখাচিত্র ২ : গ্রাম সরকার কাঠামো

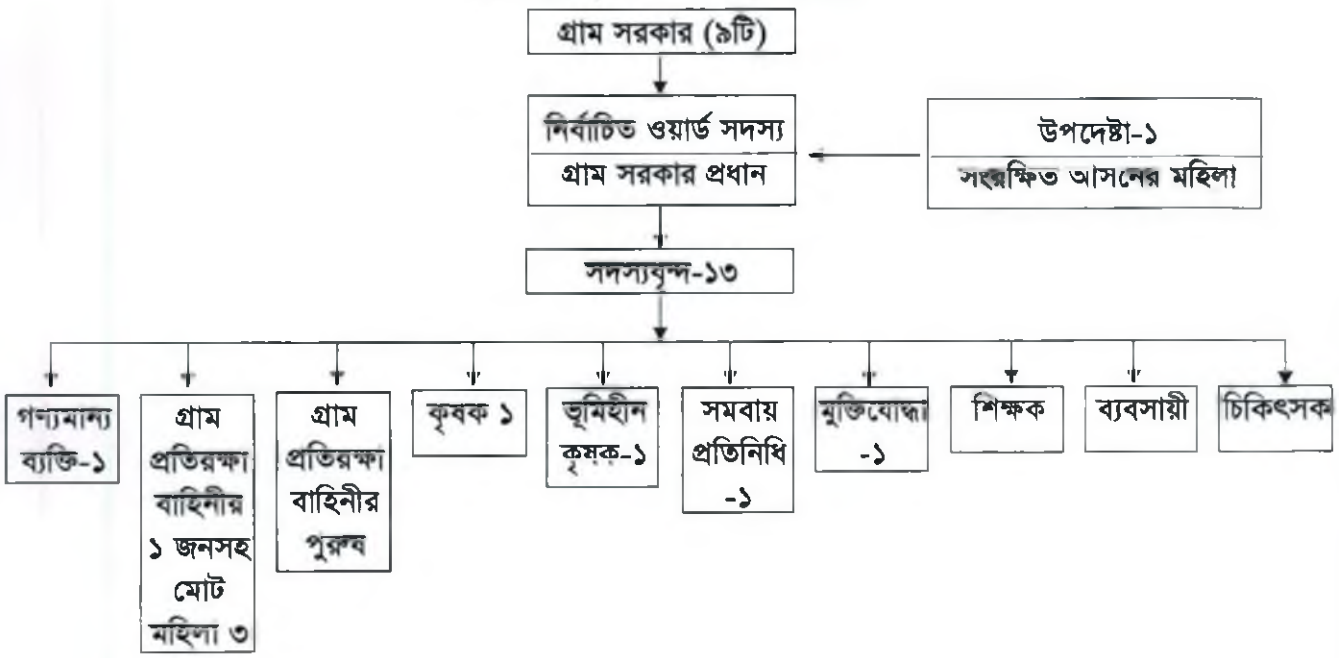

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৩ : ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকার

ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকার দুটো প্রতিষ্ঠানেরই গ্রামের আর্থ সামাজিক পরিবর্তনে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনাগুলো গ্রামের আপামর জনসাধারণের কল্যাণের জন্য প্রণীত হয়েছে।

গ্রাম সরকার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ যেন বিকল বা দুর্বল না হয়ে বরং আরো শক্তিশালী স্থানীয় সরকার হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গ্রাম সরকার হচ্ছে অনেকটা অংশগ্রহণমুলক গণতন্ত্রকে একটু এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা। গ্রাম সরকার কোনো মূল স্তর নয়, এটাকে একটা হাফ স্তর হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।[২১]

৩.১৪ : গ্রামীণ পরিবর্তনে এনজিও

তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকৌশল সরকারের পাশাপাশি এনজিও ও গ্রহণ করে থাকে। প্রায় সকল এনজিওই সরকারের সাথে নিবন্ধকৃত এবং দেশে বিদ্যমান আইনগত কাঠামোর মধ্যে থেকেই তারা কাজ করে। সাধারণভাবে বাংলাদেশে এনজিওদের ভূমিকা গঠনমূলক।

এনজিও বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের সংগঠন, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, যা রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ নয়, যার লক্ষ্যের সাথে সরকারের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মিল কিংবা অমিল থাকতে পারে।

স্বাধীনতার পর থেকে বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের সাহায্যার্থে কাজ করছিল। প্রথম দিকে তাদের কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত ছিল ত্রাণ এবং পুনর্বাসন ক্ষেত্রে পরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে। সম্প্রতি এই ধরনের অনেক সংগঠন আয় সৃষ্টিকারী কাজ কর্মের উপর জোর দিচ্ছে। যাতে দরিদ্র্য জনগণ স্বাবলম্বী এবং আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।[২২]

বেসরকারি সংস্থাগুলো কৃষি হস্তশিল্প, গ্রামীণ শিল্প, আত্মকর্মসংস্থান, অবকাঠামো এবং অন্যান্য উন্নয়নমুলক ক্ষেত্রে আয় সৃষ্টিকারী বহু ধরনের কাজের সঙ্গে তারা প্রশংসনীয়ভাবে যুক্ত রয়েছে। এই

---

[২১] ইউনুস, ড. মুহাম্মদ, *গ্রাম সরকার নিয়ে কিছু কথা*, ঢাকা (প্রথম আলো) ৪ নভেম্বর, ২০০৩, পৃ. ৫

[২২] সিদ্দিকী, কামাল, *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা, (ডানা প্রকাশনী) ১৯৮৫, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের কাজের সহায়তা করার জন্য অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য কেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণের উপরও জোর দেয়।[২৩]

জাতিসংঘের ১৯৬০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে ২৮৮ (X) ধারার বলা হয়েছে, কোনো আর্ন্তজাতিক সংস্থা যদি আন্তঃ সরকারের শর্তাধীনে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে সেটা একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্যাড্রন বলেন, এনজিও হতে পারে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা ও বণিক সমিতি, যুব সংগঠন, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, প্রধান নাগরিক সমিতি, ভ্রমণকারী দল, প্রাইভেট ফাউন্ডেশন, রাজনৈতিক দল, অর্থযোগানকারী ও উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থা এবং বেসরকারি প্রকৃতির অন্য যে কোনো সংগঠন।[২৪]

Bangladesh Development Dialogue Journal of SID Bangladesh chapter এ উল্লেখ করা হয়েছে ... We have defined the term NGO as an association of persons formed voluntary through personal initiatives of a few committed persons dedicated to the design, study and implementation of development projects at the grassroots level. They work outside government structures but operate with in the legal frame work of the country. They are involved in direct action oriented projects, sometimes combined with study and research, their target population are primarily the rural poor.[২৫]

সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, যখন কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন দেশী বা বিদেশী কিংবা উভয় উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একেবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করে তখন সেই ব্যক্তি বা সংগঠনের কাজকে "স্বেচ্ছামূলক কাজ" এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে "স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা" বা সংক্ষেপে এনজিও নামে আখ্যায়িত করা হয়।

---

[২৩] সিদ্দিকী, প্রগুক্ত, পৃ. ৮৪

[২৪] Padron, Mario. *Non-Governmental Development organizations*. Development Aid to Development Cooperation, Vol. 15, Supplement, 1987, Oxford. p.70

[২৫] Huda, Dr. Kawja. Shamsul. *The Role of NGOs in Development in Bangladesh Development*. Bangladesh Development Dialogue Journal, SID, Bangladesh Chapter, Dhaka, 1 June 1984, p. 27.

Dhaka University Institutional Repository

এনজিওগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গরিব ও দুঃস্থ লোকদের আর্থ সামাজিক উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। তারা লক্ষ্য দলকে নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে সচেতন করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও তারা যাতে উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও এ সকল প্রতিষ্ঠান এমন কিছু উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যার সুফল সমাজের সকল শ্রেণী ভোগ করতে পারে। এনজিওগুলো বয়স, লিঙ্গ, পেশা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন লক্ষ্য দলের মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এ সকল সংস্থা মনে করে দরিদ্র জনগণের প্রয়োজন হচ্ছে কারিগরি ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ, নিজস্ব সংগঠন ও প্রয়োজনীয় মূলধন। যার মাধ্যমে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে এবং নিজেদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে।

এনজিওর প্রকারভেদ

বাংলাদেশের উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ডে যে সকল এনজিও কাজ করছে, তাদেরকে ৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়--

১. Donar Agencies
২. International Action NGOs
৩. National Action NGOs
৪. Local Action NGOs
৫. Service NGOs.[২৬]

এনজিওগুলোর বৈশিষ্ট

১. এনজিওদের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল প্রকার সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। এনজিওগুলোর নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তাদেরকে কাজ করতে হয়।
২. এনজিওগুলো বিদেশী সংস্থা হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে। ফলে অনেক সময় অনিশ্চয়তার মধ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়।

[২৬] Huda, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

৩. বড় এনজিওগুলোর পর্যাপ্ত সম্পদ ও বিপুল কর্মী বাহিনী নিয়ে একটি ছোট এলাকায় তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত রাখে। ফলে তাদের কর্মকান্ডের সুফল খুব অল্প সময়েই নজড়ে পরে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সকল এলাকায় সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না। কারণ, এতে প্রচুর জনবল ও অর্থের প্রয়োজন।

৪. এনজিওদের নিজেদের মধ্যে কিংবা সরকারের বিভাগসমূহের উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় থাকে না। ফলে দেখা যায় একই এলাকায় উভয়ে কর্মসূচি পরিচালনা করে। এতে অর্থের অপচয় হয় যথেষ্ট।

এনজিওগুলোর উদ্দেশ্য

এনজিওগুলো বেশ কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের সকল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। যেমন-

১. যে সকল বৈষম্য মানুষের অধিকার হতে বঞ্চিত করে, তা সমাজ হতে দূর করা।

২. দরিদ্র ও অসহায় লোকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা।

৩. নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করা।

৪. মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

৫. উন্নয়ন কর্মসূচির সুফল যাতে সমাজের সকল শ্রেণী ভোগ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা।

৬. মহাজনদের উপর নির্ভরশীলতা কমানো।

৭. অব্যাহত মানব সম্পদের জন্য আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮. গ্রামীণ জনগণকে সহজ ঋণদানের ব্যবস্থা করে বিকল্প ব্যাংকিং পদ্ধতি পরিচালনা করা।

৯. একটি এলাকায় উন্নতি করে অন্য এলাকায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

১০.পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করা।

১১.উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ডে বস্তুগত সহায়তা দান।

১২.সার্বিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য টার্গেট গ্রুপের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

এ সকল কর্মসূচি ছাড়াও লক্ষ্য দলকে বাস্তবমুখী জ্ঞানদানে ভূমিকা পালন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবিজ্ঞানীরা উন্নয়ন বা প্রগতির কতগুলো মাপকাঠি ব্যবহার করেন এবং তা দিয়ে কোনো দেশের উন্নতি পরিমাপ করেন। সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপ করতে দেখা হয় যে-

১. সামাজিক সংহতি দৃঢ়তর হচ্ছে কি-না
২. সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ বা শাখা প্রশাখার মধ্যে দক্ষতা ও কর্ম দক্ষতার উন্নতি ঘটছে কি না
৩. সমাজের বিভিন্ন অংশের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা বিরাজ করছে কি-না।

এছাড়াও সামাজিক প্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্যগতমান, জনসাধারণের জন্য আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সুবিধে, সকলের মঙ্গলের জন্য উৎসাহিত ধরনের বণ্টন ও ব্যবহার, প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ এবং বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর প্রয়োগের ফলে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের মঙ্গলার্থে প্রয়োগ বিবেচনা করা হয়।[২৭]

৩.১৫ : এনজিওগুলোর কার্যাবলী

এনজিও সমূহের দারিদ্র্যমোচন কর্মসূচীর সাধারণ কার্যক্রম হচ্ছে: সচেতনতা, গ্রুপ গঠন, কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণ, উৎপাদনের নতুন কৌশলের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, কর্মসংস্থান, সুবিধাজনক বর্গা ব্যবস্থা লাভ, খাসপুকুর ও জমির উপর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা লাভ এবং গ্রামীণ দরিদ্র্যদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি প্রধান।[২৮]

ক. ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি : উন্নয়নের একটি কৌশল হল দরিদ্র ও অসহায় লোকদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দাসত্বের অভিশাপ মুক্ত করা। এ লক্ষ্যে এনজিওগুলো কাজ করে থাকে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই ঋণের পরিমাণ ৪০০ থেকে ১০,০০০ টাকা। আর গ্রুপভিত্তিক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ৩,০০০ থেকে ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত। এনজিওগুলো ঋণের উপর ৫% থেকে ২০% পর্যন্ত সুদ নিয়ে থাকে।[২৯]

খ. স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিঃ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে এদেশে এনজিওগুলো অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। গ্রামের জনগণ অসচেতন ফলে তারা নানা প্রকার রোগে

---

[২৭] নাজমুল করিম, সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ, ১৯৯৪ পৃ. ৯৬
[২৮] সান্যাল, ১৯৯০ : পৃ: ২৭
[২৯] রশিদ, হারুন-অর, *বাংলাদেশ এনজিও*, ঢাকা, (প্রগতি প্রকাশনা), ১৯৯৬, পৃ. ২০-২১

Dhaka University Institutional Repository

আক্রান্ত হয়। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ গ্রহণ থেকে গ্রামীণ মানুষ বঞ্চিত। ফলে বিভিন্ন সময় নানা প্রকার রোগবালাই মহামারী আকারে দেখা দেয়। জনগণের দুর্বল স্বাস্থ্য ও অসুস্থ্যতা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্তরায়। ফলে তাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও পরিচালিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-

১. মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন
২. প্রসূতি ও মাতৃসেবা কেন্দ্র পরিচালনা
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি
৪. হাসপাতাল ও ক্লিনিক পরিচালনা
৫. টিকাদান কার্যক্রম
৬. এইডস বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি
৭. চক্ষু শিবির ও অন্ধত্ব নিবারণ কার্যক্রম
৮. জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রি বিতরণ
৯. ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরণ
১০. পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম
১১. অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা
১২. গলগণ্ড ও কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধে কার্যক্রম
১৩. খাবার স্যালাইন তৈরি
১৪. ঔষধ ও পথ্য বিতরণ।[৩০]

স্বাস্থ্যের অধিকার মৌলিক অধিকার। কিন্তু এদেশের বেশিরভাগ মানুষ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। সরকারের একার পক্ষে সকল জনগণকে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করা দুরুহ কাজ। তাই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে।

গ. সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম : অশিক্ষা ব্যক্তিতো বটেই রাষ্ট্রের জন্যও ক্ষতিকর। এই বিবেচনাবোধ থেকেই এনজিওগুলো সরকারের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে।

---

[৩০] রশীদ, প্রগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রম : বাংলাদেশে এনজিওগুলো মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এদেশের নারী ও শিশুরা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণী। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নানা ধরনের অত্যাচার ও বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এনজিওগুলো কাজ করে থাকে। যাতে বৈষম্যের হাত থেকে মহিলারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

ঙ. গ্রাম ও শহর উন্নয়ন : গ্রাম ও শহরের পরিবর্তনের জন্য এনজিওগুলো কাজ করে থাকে। এসব কাজের লক্ষ্য অধিক সংখ্যক মানুষকে সর্বোচ্চ সুবিধা দেয়া। গ্রামে দারিদ্র্যতা প্রকট আকার ধারণ করায় শহরের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এসব বিবেচনায় এনজিওগুলো গ্রাম ও শহরের পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

১. মানব সম্পদ উন্নয়ন
২. উপার্জনমুখী নানা কার্যক্রম গ্রহণ
৩. কর্মসংস্থান
৪. বস্তি উন্নয়ন
৫. খালকাটা ও পুকুর সংস্কার
৬. গুচ্ছগ্রাম সৃজন
৭. ভূমিহীনদের পুনর্বাসন
৮. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি
৯. সড়ক, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার
১০. ভূমি সংস্কার কার্যক্রম।[৩১]

চ. পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদন

অত্যাধিক জনসংখ্যা ও অন্যান্য আরো অনেক কারণে বাংলাদেশে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই পরিবেশ রক্ষা ও ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন-

১. সামাজিক বনায়ন
২. পরিবেশগত কৃষি কার্যক্রম
৩. জীবিকা নির্বাহের অনুমোদনযোগ্য প্রকল্প ইত্যাদি।

---

[৩১] রশীদ, প্রগুক্ত, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

যদিও অসংখ্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি সংস্থা ও এনজিও কর্তৃক এদেশে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসনকল্পে বহুবিধ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে তবুও এ কথা সত্যি যে, দারিদ্য বিমোচন ও বিত্তহীনদের আর্থ সামাজিক অবস্থার বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি, দরিদ্র জনগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা আরো খারাপ আকার ধারণ করছে। সরকারি, বেসরকারি সব উদ্যোগই আসলে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট উদ্যোক্তাগণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন সাহায্যের আশায়, ভালো বেতন, গাড়ি ও ভালো বাড়ি পাওয়ার আশায়। তাই উন্নয়নের পরিবর্তে উৎপাদন সম্পর্কে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই গড়ে উঠেছে। ফলে বেকারত্ব ও ভূমিহীন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩২] এমতাবস্থায় এনজিওগুলোর কাজ করার সাথে সাথে যদি গ্রাম পর্যায়ে নেতৃত্বের গুণগতমান বৃদ্ধি করা যায়, তবেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব।

সারণী ৩: বর্তমানে নিবন্ধনকৃত এনজিওর সংখ্যা (২০০৪)

এনজিও	সংখ্যা
দেশি	১৬৯১
বিদেশি	১৮৪
সর্বমোট	১৮৭৫

Source: NGO Affairs Bureau, Prime Ministers Office.

এনজিও এ্যাপ্রোচ তুলনামূলক বিচারে অনেকটা ত্রুটিমুক্ত উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, আদর্শে উজ্জীবিত এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাল বেতন পাওয়া মাঠ কর্মীদের সাহায্যে স্বল্প সময়ে কম খরচে এনজিওগুলো যে প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, তা সম্পন্ন করতে সরকারি সংস্থাগুলো অক্ষম। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এনজিও উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সাফল্যের দাবিদার।

[৩২] অমীক, *গ্রাম উন্নয়ন চাই আদর্শবাদ*, ঢাকা, (দৈনিক সংবাদ), ১৬ জুন ১৯৮৬, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় ইউনিয়ন পরিষদের যে স্বায়ত্বশাসিত রূপ দেখতে পাই, তা এক দিনে সৃষ্টি হয়নি। হয়েছে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে। প্রশাসনের এ স্তরটির সাথে গ্রামীণ মানুষের যোগাযোগ সবচেয়ে বেশি। গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট শ্রেণী এ স্তরে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে এবং তাদের ঘিরেই গ্রাম স্তরে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আবর্তিত হয়। তাই এ সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনার দাবি রাখে। পূর্বের স্থানীয় সরকারগুলো পর্যালোচনা করলে তাদের কাজের ধারা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারব। এ স্তরের প্রশাসন নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, কলহ ও অভ্যন্তরীন সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতো। গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গ্রামবাসীদের মধ্যকার ছোটখাট বিরোধের মীমাংসা করত।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তনকে আমরা নিম্নোক্ত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। যথা:-

- প্রাচীণ ও মধ্যযুগ
- মুঘল যুগ
- ব্রিটিশ যুগ
- পাকিস্তান আমল
- বাংলাদেশ

৪.১ : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

উপমহাদেশে আধুনিক স্থানীয় সরকার কাঠামো বৃটিশদের সৃষ্ট, তথাপি প্রাচীন ও মধ্যযুগেও এ অঞ্চলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভিডিস্ট আমল (১৫০০-১৫০০ বি.সি.) ও ম্যুর শাসনামলেও স্থানীয় প্রশাসন শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ছিল, গুপ্ত শাসনামলে শহর ও গ্রামগুলো ভুক্তি, মণ্ডল, বিসহে, বিথি এবং গ্রামে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি স্তরে একজন করে শাসক থাকতেন এবং তারা স্বয়ং রাজা কর্তৃক নিয়োগ লাভ করতেন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌র (১৩৪২) শাসনামলে প্রশাসনিক বিভাগ ছিল আবসা, ইসবা, শহর, ইকলিশ। এসবের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল।[১] পরবর্তীতে স্থানীয় সংস্থা হিসেবে গ্রাম পঞ্চয়েত চালু হয়, যা সেই সময়

[১] Bhogle, S.K, *Local Government and Administration in India,* Aurengabad (parmal prakashan). Aurengabad, p.8-15

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয় হয়েছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ এই গ্রামগুলোকে স্যার চার্লস্ মেটকাফ Little Republic বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২] সে সময় গ্রামগুলো আধুনিক রাষ্ট্রের মতো সর্বসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত গ্রাম সভা তথা গ্রাম প্রধান কর্তৃক পরিচালিত হত। প্রতিটি গ্রামই তার নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বশাসিত। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হতো এবং নিজস্ব চাহিদা পূরণে সক্ষম ছিল। বলা বাহুল্য, গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গই নেতৃত্ব লাভ করতেন। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে (মোর্য), গুপ্ত, পাল ও সেন এবং সুলতানী আমলেও এ ধারা বজায় ছিল। গ্রাম সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণে থেকে গ্রামগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রতিরক্ষামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতো।

৪.২ : মুঘলযুগ

১৫৭৬ খ্রি. এ উপমহাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সুবে বাংলা নাম ধারণ করে। গ্রাম এলাকার উন্নয়নে তেমন নজর দেয়নি। কাজের সুবির্ধার্থে শাসন ব্যবস্থাকে সুবা, সরকার পরগানা এবং মাহালে বিভক্ত করেন।[৩] মুঘলদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছিল এ অঞ্চল থেকে ভিন্ন। মুঘল শাসকগণ ছিলেন ভিনদেশী। তারা সুদীর্ঘকাল গ্রামীণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করেননি।[৪] মুঘল শাসন ছিল মূলত: শহরকেন্দ্রিক। এই সময়ে কর প্রশাসন ও কর দাতাদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রামের মাতব্বরদের গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে পঞ্চায়েত পদ্ধতির গুরত্ব কমে আসতে থাকে।[৫] মুঘল আমলে প্রতিটি গ্রামে একজন গ্রাম প্রধান নিযুক্ত করতেন। তিনি গ্রাম ও কেন্দ্রিয় সরকারের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখতেন। মুঘল শাসন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রমুখী, তারা স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব স্থানীয় নেতৃত্বের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৬] রাজস্ব আদায়ের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন পঞ্চায়েত তথা গ্রাম প্রধানের হাতে। রাজস্ব আদায় ও প্রেরণের জন্য শাসকবর্গের কাছে সে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সমগ্র শাসন ব্যবস্থাকে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করা হয়:-

---

[২] Alderfer, H. *Local Government in development countries*, Newyork (MC Graw, Hill), 1974, p. 293
[৩] Quareshis, I. H, *Administration of the Mughal Empire*, Karachi(The university of Karachi), 1966, p. 227
[৪] Nijam, S.R,*Local Government*, New Delhi(S. Chand and Co.), 1975, p. 216
[৫] খান, মোঃ মহব্বত, *বাংলাদেশে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের রাজস্বশাসন : একটি মূল্যায়ন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪৪, অক্টোবর ১৯৯২, পৃ. ৩
[৬] Sarkar Sir jadunath, *Mughal administration*, Calcutta (Sarkar and Sons Ltd.), 1952, p.10

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪: মুঘল আমলে বাংলার প্রশাসন

সময়সীমা	এলাকা	প্রশাসন
১৫৭৫-১৬২৮ খ্রি:	সুবা সরকার পরগনা থানা (খ) মৌজা মাহাল	সুবেদার/নাজিম ফৌজদার শিকদার (ক) থানাদার চৌকিদার মহালিক (মালিক)

উৎস: মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান (সম্পা:) বাংলাদেশের লোক প্রশাসন সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২ পৃষ্ঠা : ২৪)।

মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে সমগ্র বাংলাকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগণায় বিভক্ত করা হয়। উল্লেখ্য ৫/৭টি গ্রাম নিয়ে একটি পরগনা গঠিত হতো। পরগণাগুলো গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রণ করতো এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের ও প্রশাসনিক আমর্ত্যদের সমন্বয়ে গড়া এই পরগনা নিয়োগ দিত। নিয়ন্ত্রিতভাবে হলেও মুঘল আমলে পঞ্চায়েতের উপর গ্রাম প্রশাসনের কর্তৃত্ব অর্পন করা হয়েছিল। প্রত্যেক গ্রামেই পরিষদ বা পঞ্চায়েত ছিল। পঞ্চায়েতগুলো সাধারনত: গ্রামের শিক্ষা, সেচ ব্যবস্থা, রিলিফ বণ্টন এবং গ্রামবাসীদের নৈতিক চরিত্রের তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

গ্রামীক, গ্রামপাল, মোড়ল প্রভৃতি নামে অভিহিত পঞ্চায়েত সদস্যরাই গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। তবে তাদের ক্ষমতা, নিযোগ, কার্যক্রম বিভিন্ন সময়ে কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকলেও এইসব সদস্যরাই গ্রাম প্রশাসনের বহুবিধ কাজকর্ম পরিচালনা করতো। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কিছুটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ছিল। পঞ্চায়েতের সদস্য ছিল মূলত: স্থানীয় এলিট, ভূ-স্বামী, হিন্দু, উচ্চ বংশীয় কায়স্থ।

৪.৩ : ব্রিটিশযুগ

পূর্বে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ গ্রাম হতে কর আদায় করতেন। ইংরেজগণ তাদের এ দায়িত্ব খর্ব করে এদেশে এক শ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি করেন।[৭] স্থানীয় এলাকার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এই জমিদার শ্রেণীর উপর অর্পিত হয়। এই জমিদার শ্রেণী গ্রামে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত

[৭] Tarchand, *History of the freedom Movement in India*, New Delhi (Ministry of Information), 1961, p.294-295

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ১৭৯৩ এর অধীনে স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব পালনে জমিদাররা ব্যর্থ হন।[৮] কর আদায় ব্যতীত তারা অন্য কোনো কাজ করেনি। সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৭ পরবর্তীকালে জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ গ্রাম বাংলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হতে থাকে, বৃটিশরা এর কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হন এবং ১৮৭০ সালের Annual Bengal Administration Report তারই ফল। বৃটিশগণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে বেংগল চৌকিদারী আইন ১৮৭০ জারী করা হয়। চৌকিদারী পঞ্চায়েত গ্রামবাসীর দ্বারা নির্বাচিত কিংবা মনোনীত ছিলেন না। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণই পঞ্চায়েতের সদস্যদের নিয়োগ করতেন। দুর্বল মনোনয়ন পদ্ধতির কারণে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়।[৯]

লর্ড রিপন ১৮৮২ সালে সর্বপ্রথম এদেশে প্রকৃত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার গঠনের কথা বলেছেন। তিনি প্রশাসনের ক্ষমতা হ্রাস ও তৃণমুল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায় ---- If Local government to have any vitality, then it should evolve out of local circumatances: if that had to be artificially, at least that should be planned in detail by local administrators and not be imposed ready-made by central government.[১০]

লর্ড রিপন স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনকে গুরুত্ব দেন। মূলতঃ লর্ড রিপনের রেগুলেশনের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী স্থানীয় সরকার আইন পাশ করা হয়।

১৮৮৫ সালের আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠন করা হয় ইউনিয়ন কমিটি। ১৯১৯ সালে গ্রাম স্বায়ত্বশাসন আইনে দু' স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। যথাঃ ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড।

---

[৮] Chaudhury, Muzaffar Ahmed, *District Board in Bengal and East Pakistan Administrative Science Review*, Vol-II, No-4, December 1968, p. 48

[৯] Gopal, S, *The Vice Royalty of Lord Ripon 1880-1884*, London, (Oxford University press), 1953 p. 106

[১০] Ibid, p. 43

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ : পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও বৃটিশ আমলে প্রণীত বিধান অনুসারে দেশের সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার পরিচালিত হতে থাকে। ইউনিয়ন বোর্ডের মনোনয়ন প্রথা বাতিল করে সকল সদস্যকে নির্বাচিত হতে হত। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলেও নামে বেনামে পূর্বতন জমিদার, ভূ-স্বামীদের দখলেই বেশির ভাগ জমির মালিকানা থেকে যায় (Kashem: 1994. Vol-6)। ফলে গ্রামীণ এলাকায় জমিদার, জোতদার ও মহাজনদেরই প্রভাব থেকে যায়।

১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ-১৮' নামে সমগ্র দেশে এক নতুন শাসন প্রবর্তন করেন। এই শাসন ব্যবস্থা মৌলিক গণতন্ত্র নামে পরিচিতি লাভ করে। আয়ুব খানের মতে, দেশে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তার ভিত্তি গ্রাম।

জনগণকে রাজনীতি সচেতন এবং রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি চালু করা হয়। বিশেষত গ্রামীণ জনগণ যেমন- রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয় তেমনি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তারা বেশ অজ্ঞ।

The basic Democracies system was designed to accomplish multiple politcal activities. It was expacted to mobilize the mass of the people especially in rural areas, for development activities and to give them a sense of active participation in local affairs.[১১]

সারণী ৫: Structure of the Basic Democracies

Participator Institutions	Chairman	Members
Divisional Councial	Commissioner	Half elected half Official
District Council	Deputy Commissioner	Half elected half Official
Thana Council or Municipal Committee	Sub Divisional Officer	Half Union Councial/ Chairman half Official
Union Councilor Committee	Elected by Members	Elected by Universal adult Franchise

Source: Rounaq Jahan, Pakistan: Failure in National integration (Dhaka: University press ltd. 1977).

[১১] Jahan, Rounaq. *Future in National integration*, Pakistan. (Dhaka University press ltd.). 1977. p. 111

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ : বাংলাদেশ

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের ৭নং আদেশ দ্বারা মৌলিক গণতন্ত্র রদ করা হয়। স্থানীয় কাউন্সিল ভেঙে দেওয়ার পেছনে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, ঐসব পাকিস্তান আমলের সৃষ্টি এবং স্বাধীনতাত্তোরকালে পূর্বের পরিষদ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে না। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিস্তারিত আইন পাশ হয় (The Bangladesh Gazeette 1973)। উক্ত আইন বলে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ রাখা হয়। ১৯৭৬ সালে ২০ নভেম্বর স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন অধ্যাদেশ জারী করা হয়। অধ্যাদেশ অনুসারে গ্রাম স্বায়ত্বশাসনের স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রেখাচিত্র ৩ : বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার কাঠামো

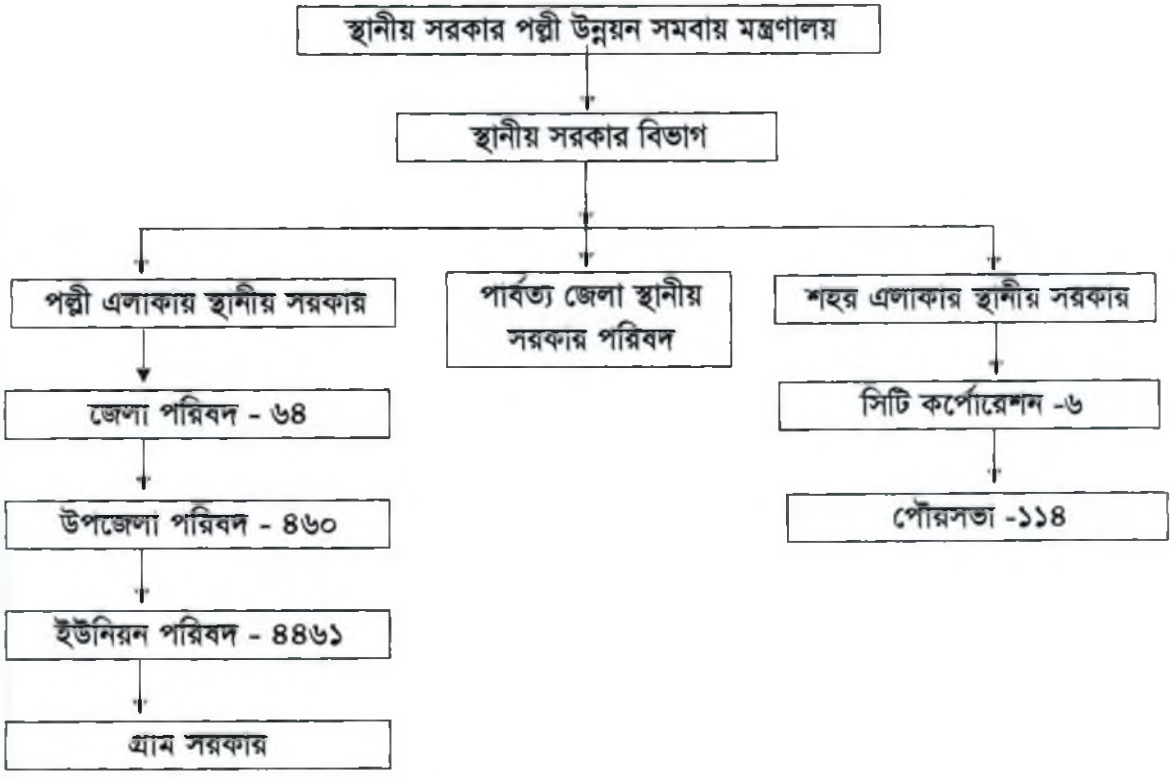

সূত্রঃ রফিকুল ইসলাম, নারীর রাজনীতি এবং স্থানীয় সরকার, রূপান্তর, ২০০২, খুলনা।

১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর বর্তমান সরকার একজন মন্ত্রীকে প্রধান করে লোকাল গভর্নমেন্ট স্ট্র্যাকচার রিভিউ কমিশন নামে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিশনকে দায়িত্ব দেয়। একটি স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠন করার জন্য কমিশনের সুপারিশক্রমে সরকার উপজেলাকে থানায় পরিবর্তিত

Dhaka University Institutional Repository

করে একজন থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ ব্যবস্থা চালু করা হয়। এছাড়া কমিশনের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালের ১৩ জুলাই ইউনিয়ন পরিষদ বিল পাশ করা হয়।

১৯৯৭ সালে ওয়ার্ড পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ সর্বনিম্ন পর্যায়ে গঠিত হয়। গ্রাম পরিষদকে ১৪ ধরনের কাজ দেওয়া হয়। গ্রাম পরিষদকে সরকার প্রয়োজনমতো অনুদান দেবে এই নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৯৩ ও ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধনী আইন ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ৩৮টি নাগরিক কর্মদায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। বাস্তবক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সীমিত। ১৩ সদস্যের ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত তিন মহিলা সদস্যের প্রতিনিধিত্বশীলতার মধ্যে দিয়ে কিছুটা নারী পুরুষ ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়াস বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কার এক লক্ষণীয় সাফল্য।

ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক সমস্যা একটি বড় সমস্যা। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে একে কাজ করতে হয়। যতদিন দেশে জাতীয় সরকার জন্ম না নেবে, ততদিন স্থানীয় সরকার তার সঠিক ভূমিকা পালনে সফল হবে না। তাই সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরির কাজ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই শুরু করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ইউনিয়ন পরিষদে সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত সৎ ও বিবেকবান মানুষ। তবেই বাংলার আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বয়করণ

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গ্রামীণ রাজনীতি বলা হয়। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতি বলতে যা বুঝায় তা গ্রামীণ রাজনীতিতে পরিলক্ষিত হয় না। বিদ্যমান গ্রামীণ রাজনীতিকে গ্রামীণ মানুষের সম্পর্ক বা কার্যাদি বা সমাজ জীবনের আন্ত:ক্রিয়া বলা যেতে পারে। তবে স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে সংঘঠিত কর্মকাণ্ড যথার্থই রাজনীতি। তৃণমুল পর্যায়ে রাজনীতিতে প্রবেশের প্রথম সোপান হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

স্বাধীনতার পর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একাধিক আইন, অধ্যাদেশ প্রবর্তন ও সংশোধন করা হয়েছে। সদস্য/সদস্যাদের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি, মনোনীত না কি নির্বাচিত হবেন, আয়ের উৎস সম্পর্কে বিধান ব্যতীত রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা সংযোজিত হয়নি।

সংবিধানের আলোকে গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত সকল সরকারি সংস্থাকে ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভুক্ত করে এদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জনগণের ক্ষমতা জনগণ ব্যবহার করে নিজেদের কল্যাণে শাসন কাজ পরিচালিত করার যে সাংবিধানিক অঙ্গীকার তা বাস্তবায়নে এই পদক্ষেপ অপরিহার্য।

২৫ বছর বয়স্ক যে কোনো ব্যক্তি গ্রামীণ পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক যে রাজনৈতিক কাঠামো ইউনিয়ন পরিষদ এ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে। তাকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের স্থায়ী অধিবাসী ও ভোটার হতে হবে এবং নির্বাচন আইন দ্বারা যোগ্য বলে বিবেচিত হতে হবে। নির্বাচনের পর চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করতে হয়। চেয়ারম্যান পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং পরিষদের নির্বাহী কর্তৃত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে দ্রুতগতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। সমাজ জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনেও পরিবর্তন হয়। সংস্কৃতি সতত পরিবর্তনশীল, এটি কোনো স্থির বিষয় নয়। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে রাস্তা ঘাটের অপ্রতুলতার কারণে গ্রামগুলো এক একটি বিচ্ছিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। শহরের সাথে গ্রামের যোগাযোগ প্রায়ই ছিল না। অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর এবং প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ম্বর।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ : গ্রামের বর্তমান অবস্থা

কালক্রমে গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। বর্তমানে গ্রামে কৃষিই একমাত্র পেশা নয়, আধুনিকতার ছোঁয়া গ্রামেও লেগেছে। রাস্তাঘাট, বিদ্যুতায়ন, রেডিও টেলিভিশনের প্রসার, মোবাইল ফোনের ব্যবহার প্রভৃতি গ্রামীণ জীবনকে করেছে স্বাচ্ছন্দময়। শিক্ষার বিস্তার, সরকারের নেয়া পদক্ষেপের ফলে গ্রাম পর্যায়ে উপবৃত্তি ব্যবস্থার আওতায় নারী শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটেছে। বেড়েছে সচেতনতা। লাঙ্গলের চাষের বদলে কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষি উৎপাদন বাড়িয়েছে অনেক। ফলে গ্রামীণ জীবনে স্বচ্ছলতা এসেছে।

মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের মূল কাঠামো এবং এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে সমাজের ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, ধর্ম বিশ্বাস, সংস্কৃতি সবকিছুই। কোনো সমাজের সংস্কৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর। কী উৎপাদন হয়, কতটুকু উৎপাদিত হয়, কার ভাগে কতটুকু যায় ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে উৎপাদনের প্রধান উপকরণ জমি। এই জমি সমভাবে বণ্টিত নয়। একদিকে রয়েছে বিপুল সম্পত্তির মালিক ভূস্বামী শ্রেণী অপর দিকে রয়েছে সংখ্যাধিক্য ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক। গ্রাম এলাকায় ধনী ব্যক্তিবর্গ অধিকতর শিক্ষিত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন। গ্রামীণ মানুষ পরিবর্তন বিমুখ এবং পরিবর্তনকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না। গ্রামীণ সমাজ এখনো সনাতন ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত। গ্রামীণ জনগণ পরিবর্তন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের উদ্যোক্তা নহে বরং তারা লক্ষ্যবস্তু হিসেবে পরিগণিত। গ্রামীণ জনগণ সাধারণত নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উৎসাহী হয়ে উঠে। গ্রামীণ জনগণ সাধারণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আগ্রহী হন না। রাজনৈতিক এলিটগণের নিকট গ্রামীণ জনগণের ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও আগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, গ্রাম এলাকা হচ্ছে সর্ববৃহত ভোট ব্যাংক। নির্বাচনে জয়লাভ করতে হলে অবশ্যই গ্রামীণ জনগণের কথা ভাবতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রায় প্রতিটি সরকারই গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে নব নব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং কিছু কিছু বাস্তবায়নে প্রবৃত্ত হয়।

গ্রামের ধনীক শ্রেণী ভূমিহীন, গরিব ও মধ্য কৃষকদের জীবনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে নানাবিধ সংকট সৃষ্টি করে। ব্যবসায়িক পুঁজির অপতৎপরতায় ব্যাপকহারে গরীব ও

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য কৃষক শ্রেণী ভূমি হারিয়ে খাদ্য দ্রব্য কিনে খেতে হয়। ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষি পন্যের ক্রেতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অপরদিকে অধিক মুনাফার লোভে চোরাচালানের মাধ্যমে দেশী কৃষিপন্য পাচার করে টাউট বাটপার শ্রেণী মুনাফা তৈরি করে। এর ফলে গ্রামের মেহনতি জনগণের জীবনে বেকারত্ব, অর্ধ বেকারত্বসহ নানা রকম সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এর প্রভাব গিয়ে পড়ছে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল স্তরে।

দরিদ্র, দুঃস্থ জনগণের জন্য গ্রামাঞ্চলে চালু রয়েছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দুঃস্থ জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না বরং তারা কোনো রকমে টিকে থাকতে পারে।

রাজনৈতিক দলগুলো যদি গ্রামের সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়, তাহলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষি সমস্যার সমাধান, কৃষি উপকরণসহ সকল সমস্যার সমাধান। খাস জমি বিতরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন। দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের পরিবর্তে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার দিকে বেশি ঝোঁক।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক শক্তিকে ধন সম্পদ অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত ধনী হবার মানসে নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিতে শুরু করে এর প্রভাব গিয়ে পড়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল স্তরে।

গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়। ব্রিটিশ আমলে ভূমি মালিকরা ছিল ক্ষমতার শীর্ষে। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির পর সেই স্থান দখল করে জোতদার, মহাজন। স্বাধীনতার পর এ অবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন আসতে থাকে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে শীর্ষে অবস্থান করে ব্যবসায়ী ভূমি মালিক শ্রেণী। এরাই ইউনিয়ন ও উপজেলা প্রশাসনের স্তম্ভ।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ স্থানীয় পর্যায়ে আইনানুগ দায়িত্ব পালন করেন। তাদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ : ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রাচীনতম স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। গ্রাম এলাকার উন্নয়নে এ পরিষদ কাজ করে থাকে। পরিষদের কাজকে দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

ক. গৌণ কাজ ও

খ. মৌল কাজ

মৌল কাজের মধ্যে রয়েছে

- গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- কর আদায়
- সরকারি সম্পত্তি অবৈধ দখলমুক্ত করতে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ
- সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান
- অপরাধ দমনে পুলিশকে সহযোগিতা করা
- অপরাধমূলক কার্যকলাপ বন্ধ, বিশৃঙ্খলা রোধ এবং চোরাচালান বন্ধের ব্যবস্থা করা
- গ্রামের জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন
- ছোটখাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করা।

গৌণ কাজের মধ্যে রয়েছে

- রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
- গোরস্থান, শ্মশান প্রভৃতি স্থানের তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ
- বৃক্ষরোপন ও প্রতিপালন
- সরকারি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ
- জনগণের জন্য পানি সরবরাহ, কূপ, নলকূপ, পুকুর ও দীঘি খনন ও সংরক্ষণ
- পাঠাগার স্থাপন, খেলার মাঠ, পার্ক তৈরি
- জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রিকরণ ও গবাদি পশুর বিক্রয় রেজিস্ট্রিকরণ
- বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেবা প্রদান
- অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধকরণ
- মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

Silva পল্লী উন্নয়নের ৭টি নির্দেশক চিহ্নিত করেছেন।

ক. কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

খ. গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব এবং আংশিক বেকারত্বের স্তরে পরিবর্তন

গ. দ্বৈত প্রক্রিয়ায় সম্পদ এবং আয় বন্টন স্তরে পরিবর্তন-

১. বিভিন্ন উপার্জনশীল গোষ্ঠীর আয়স্তরে পরিবর্তন করে

২. ভূমির মালিকানায় পরিবর্তন এনে

ঘ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং আধিপত্যবাদীতা ও ক্ষমতার মাত্রায় নতুন বন্টন নিশ্চিতকরণ

ঙ. স্থানীয় শ্রেণী কাঠামোর গতিশীলতায় পরিবর্তন

চ. কল্যাণমুলক দিক নির্দেশনায় পরিবর্তন

ছ. রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর সদস্যদের মনোভাব, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ব্যবস্থায় পরিবর্তন।[১]

সমাজবিজ্ঞানীরা উন্নয়ন বা প্রগতির কতগুলো মাপকাঠি ব্যবহার করেন এবং তা দিয়ে কোনো দেশের উন্নতি পরিমাপ করেন। সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপ করতে দেখা হয় যে-

১. সামাজিক সংহতি দৃঢ়তর হচ্ছে কি-না

২. সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ বা শাখা প্রশাখার মধ্যে দক্ষতা ও কর্ম দক্ষতার উন্নতি ঘটছে কি না

৩. সমাজের বিভিন্ন অংশের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা বিরাজ করছে কি-না।

এছাড়াও সামাজিক প্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্যগতমান, জনসাধারণের জন্য আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সুবিধা, সকলের মঙ্গলের জন্য উৎসাহিত ধরনের বন্টন ও ব্যবহার,

---

[১] Silva, A.T.M, *Role of Rural organizations in rural Development*, 'In Inayefullah (ed.), Rural Organization and Rural Development Some Asian Experiences, Kualalumpur: ACDA, 1978.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ এবং বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর প্রয়োগের ফলে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের মঙ্গলার্থে প্রয়োগ বিবেচনা করা হয়।[২]

৫.৩ : স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, সংবিধান ও অধ্যাদেশ ১৯৯৩

বাংলাদেশ সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে কতগুলো সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি সন্নিবেশিত আছে। সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে ৪টি অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০) রয়েছে। সেগুলো হলো :

"৯ : রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।

"১১ : প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র। যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে। মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

"৫৯ (১) : আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যক প্রশাসনিক একাংশের শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। (২) : এই সংবিধান ও অন্য কোনো আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত অনুরূপ প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে; (ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা (গ) জনসাধারণের কর্ম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

"৬০ : এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকর দাতাদের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

---

[২] করিম, নাজমুল, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*, ১৯৯৪ পৃ. ১৯৪-১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

আইনের কার্যকারিতা ও বাস্তবায়ন

যদিও বলা হয়ে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ স্বায়ত্তশাসিত। বাস্তবে তা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় আবদ্ধ। ১৯৮৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ আইনে কিছু অসাংবিধানিক ধারা রয়েছে। ১৩ ও ৫৩ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অপসারণ ও পরিষদ বাতিলের ক্ষমতা সরকারি কর্মকর্তাদের রয়েছে। একই আইনে ৬০, ৬১ ও ৬২ ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারি কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।[৩] ফলে দেখা যায় গ্রাম পর্যায়ের রাজনৈতিক, নেতৃত্ব আজ্ঞাবাহী রূপে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের ক্ষমতা চর্চা করতে অনেক সময়ই ব্যর্থ হন।

উপজেলা পরিষদ চালু করার মাধ্যমে "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে" (সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১) সংবিধানের এই ধারাটি বহু বছর ধরে উপেক্ষিত হয়ে আছে। অধ্যাদেশ বলে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাতিল করা যায় না।[৪]

জাতীয় সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করায় স্থানীয় প্রশাসনকে সংকুচিত করা হয়েছে। যা সংবিধান পরিপন্থী, সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানে স্থানীয় উন্নয়ন কাজে তাদের অংশগ্রহণের কোনো বিধান রাখা হয়নি কিংবা অন্য কোনো ক্ষমতা ও তাদেরকে দেয়া হয়নি।[৫]

স্থানীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ নির্বাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সংসদ সদস্য হয়ে নির্বাহী বিভাগে জড়িত হওয়া 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ' নীতির পরিপন্থী। এই বিবেচনায় সংসদ সদস্যগণ স্থানীয় প্রশাসনে নিজেদের জড়িত করতে পারে না। স্থানীয় উন্নয়নমূলত: নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও কেন্দ্রিয় সরকারের প্রশাসনিক বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব। স্থানীয় উন্নয়নকাজে হস্তক্ষেপ করা সংসদ সদস্যের কাজ নয়।

---

[৩] মজুমদার, ড: বদিউল আলম, *স্থানীয় সরকার বিষয়ে গৃহিত অনেক সরকারি পদক্ষেপ সংবিধানের পরিপন্থী*, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২০০২, পৃ- ৫

[৪] রহমান, আতিউর, *গ্রামীণ মানুষের দৃষ্টিতে ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপ*, সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮, পৃ. ১৩৮

[৫] মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আমলাদের কাছে আজ্ঞাবহ করা এবং এগুলোর উপর সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা কোনোভাবেই সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

৫.৪ : গ্রামীণ পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব

১৯৭৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী ক্ষমতায়নে প্রথম ধাপ রচিত হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের দুটি করে নারী সদস্যপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নে দ্বিতীয় ধাপ রচিত হয়। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে নারীর জন্য ৩টি করে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৩ সালের পরে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৯৭ সালে গৃহিত Local Government (Union parishad) second amendment (act, 1997).

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধিদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের ৩টি (এক তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন বিধান করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা কাঠামোর এ স্তরে পা রেখে নারী সদস্যগণ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন।

নারী উন্নয়নের প্রধান দিক নির্দেশনা এ. এফ. এ বেইজিং প্লাট ফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নের জন্য সরকার ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে (NAP)। এই জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা বা নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে নারীকে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমান অংশীদাররূপে প্রতিষ্ঠা করার একটি অঙ্গীকার।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা ও অ্যাডভোকেসি ভূমিকাকে শক্তিশালী করতে মন্ত্রণালয়ের এ্যালোকেশন অফ বিজনেস সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আর্থ সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করতে সরকার চতুর্থ পঞ্চাবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯১-৯৫) ব্যস্টিক ও সমষ্টিক কাঠামোতে উন্নয়ন নারী এবং জেন্ডার কে সম্পৃক্ত করেছে। বর্তমানে ৪৭টি

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয় উইড ফোকাল পয়েন্ট (WID focal point) নিয়োগ করে সরকার নারী উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি নীতিমালা প্রণয়ন ও সচিবালয়গুলোর সঙ্গে আন্তঃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য নারী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে (সিদ্দিকী, ২০০২)।[৬] সরকার কর্তৃক গৃহিত এ সকল পদেক্ষপ নারী উন্নয়নের পথ প্রসারিত করছে। তবে নারী উন্নয়নের ধারাকে আরো ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সিডও সনদ অনুমোদন করে। সিডও বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৬টি ধারায় নারী পুরুষের সমতা সম্পর্কিত ৩টি ধারা ১৯৮৪ সালের সরকার অনুমোদন দেয়নি। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ধারা ১৩ (ক) ও ১৬-১ (গ) ও (চ) এর উপর থেকে সংরক্ষণ তুলে নেয়। এছাড়া নারীদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছেন। ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ১৯৯৮ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন।

১৮৭০ সালের চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৫ বছর পরেও স্থানীয় সরকারের উচ্চ পদগুলি প্রধানত পুরুষদেরই কতৃত্বাধীন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মহিলাদের ভোটাধিকার ছিলনা।[৭]

স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অতিমাত্রায় পুরষতান্ত্রিক মনোভাব বিদ্যমান থাকায় নারীকে অনেক ক্ষেত্রে কোণঠাসা করে রাখা হয়। মহিলা মেম্বারগণ পুরুষ মেম্বারদের সমকক্ষ হয়েও অনেক কাজের সুযোগ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়। নারী সদস্যগণ কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। মহিলা সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মতোই সকল অধিকার ও সুবিধা ভোগ করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা হয় না। ফলে নারী সদস্যগণ গ্রামীণ পরিবর্তনে যেরূপ ভূমিকা পালন করতে পারতেন, তা হচ্ছে না। নারীগণই নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এক্ষেত্রে নারী সদস্যগণ তাদের নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় দায়িত্ব পালনে সক্ষম হলে নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

---

[৬] সিদ্দিকী, নাজমা, *বিশ্বায়ন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন,* ঢাকা (এশিয়াটিক সোসাইটি), বিংশখণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০০২, পৃ.১০৬-৭

[৭] কাদির, সৈয়দা রওশন, (১৯৯৪), "স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন প্রক্রিয়া:সমস্যা ও সম্ভাবনা" নারী ও রাজনীতি, ঢাকা, (উইমেন ফর উইমেন), পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গ্রামীণ স্তরে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা একটি ইতিবাচক পরিবর্তন।

সারণী ৬: বিভাগভিত্তিক চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনে মহিলা (২০০৩)

ক্রম নং	বিভাগের নাম	চেয়ারম্যান পদে মহিলা		সাধারণ মেম্বার পদে মহিলা	
		প্রতিদ্বন্দ্বিপ্রার্থীর সংখ্যা	বিজয়ী প্রার্থীর সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	বিজয়ী প্রার্থীর সংখ্যা
১.	রাজশাহী	৫০	৪	৩৩৯	৫১
২.	খুলনা	২৯	৩	৩৪	০
৩.	বরিশাল	১৮	৬	৭০	১২
৪.	ঢাকা	১০৩	৭	১৪৪	২১
৫.	সিলেট	২	০	০	০
৬.	চট্টগ্রাম	৩০	২	৩০	১
সর্বমোট		২৩২	২২	৬১৭	৮৫

উৎস্য : নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জনসংযোগ বিভাগ।

সারণীতে দেখা যায়, দেশের ৬টি বিভাগে সংরক্ষিত আসন ছাড়া ও ২৩২ জন নারী চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২২ জন জয়ী হয়। এছাড়া সাধারণ মেম্বার পদে ৬১৭ জনের মধ্যে ৮৫ জন নির্বাচিত হয়। এখানে উল্লেখ্য ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে যে পরিমাণ মহিলা চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ২০০৩ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দ্বিগুণ প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেয়। অর্থাৎ নারীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের ফলে পূর্বের তুলনায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বর্তমানে সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি সাধারণ আসনেও নির্বাচন করছে ও জয়ী হয়ে পরিষদের সদস্য এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

নির্বাচিত নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এরা পারিবারিকভাবে কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ কমিটি, রাজনৈতিক দল, সমবায় সমিতি, এনজিও এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে যুক্ত। এরূপ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা তাদের নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছে। ফলে তাদের দায়িত্ববোধ ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী শিক্ষার অভাব, সরু ও ভাঙ্গা

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তাঘাট, সীমিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বহু বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী নির্যাতন, যৌতুক এবং বিচারের অভাব প্রভৃতি গ্রামীণ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ উক্ত সমস্যা সম্পর্কে অবগত এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী।

গ্রামীণ সমাজ দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। সনাতন ঐতিহ্যের পাশাপাশি আধুনিক, সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটছে। গড়ে উঠেছে এক মিশ্র সংস্কৃতি, গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তনে কতিপয় উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেমন-যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গণমাধ্যমের প্রসার, নগরায়ন, শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক গতিশীলতা এবং এনজিও কর্মকান্ড।

গ্রামীণ সমাজে এনজিও কর্মকান্ডের প্রসারের ফলে গ্রামের মানুষের জীবন-যাপন ও চিন্তা চেতনায় বড় রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এনজিওগুলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়া ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে এনজিওর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, এনজিও কর্মকাণ্ডের দ্বারা গ্রামীণ সমাজে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নে এনজিও অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, বাধা বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়, ব্রাজিলীয় শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরী সর্বপ্রথম নারীর সম অধিকার প্রশ্নে ক্ষমতায়ন শব্দটি ব্যবহার করেন।

ক্ষমতায়ন বলতে কী বুঝায়, Good governance legitimacy and creativity for flourishing private sector transformation of economics to self reliant, endogenous, human center development promotion of community development through self help with an emphasis on the process rather than on the completion of particular projects; a process enabling collective decision making and collective action and popular participation, a concept that has gained popularity within the development agenda.[৮]

ক্ষমতায়ন হলো যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেসব বিরাজিত কাঠামোগত অসমতা নিপীড়ন ও বঞ্চিতদের পশ্চাদপদ অবস্থায় রাখে তা থেকে উত্তরণ। এই প্রচেষ্টা হলো নারীর শক্তি সঞ্চয় করার জন্য।

[৮] Sing, Naresh; Tiji, Vangle, *Empowerment: Towards sustainable Development*, London, (Zed Books Ltd), 1995, p.13

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষকে সহায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য করা। নারী সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী সমাজে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তথা ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিঃসন্দেহে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বাংলাদেশের নারীরা সর্বত্রই অধঃস্তন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থান প্রান্তিক। স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বিশেষভাবে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান এক্ষেত্রে ব্যাপক সংগঠিত বা নারী উন্নয়নে গৃহিত জাতীয় পদক্ষেপ।[১] যদিও নারী পুরুষ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকারসহ (ধারা ৩৬-৩৯) সকল মৌলিক অধিকার সংবিধান প্রদান করেছে। জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধান নারী পুরুষের কোনো পার্থক্য করেনি (৬৬-১২২)।

বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রথম স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। স্থানীয় সরকার স্থানীয় চাহিদা পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যা জাতীয় সরকারের সৃষ্টি। তাই জাতীয় ক্ষেত্রের ন্যায় স্থানীয় পর্যায়েও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বা প্রতিনিধিত্ব খুবই প্রয়োজন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম দ্বার, সেখানে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে সকল বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলো পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা, ধর্মীয় ও সামাজিক পশ্চাদপদতা, শিক্ষায় পশ্চাদপদতা, কাজের প্রকৃতি বুঝতে অসুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, পারিবারিক বাধা এবং পুরুষদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী।

১৮৭০ সালে চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন আনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের উচ্চ পদগুলো প্রধানত পুরুষদেরই দখলে।

---

[১] জলি, নাসিমা আক্তার, ১৯৯৫, পৃ.২৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৭: ১৯৭৩-২০০৩ পর্যন্ত ইউপিতে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানদের অবস্থান

নির্বাচনের সন	ইউনিয়ন	নারী প্রার্থী	নির্বাচিত নারী (চেয়ারম্যান)	নারী চেয়ারম্যান %
১৯৭৩	৪৩৫২	---	১	০.০২
১৯৭৭	৪৩৫২	---	৪	০.০৯
১৯৮৪	৪৪০০	---	৬	০.১৪
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১	০.০২
১৯৯৩	৪০৫০	১১৫	২৪	০.০৭
১৯৯৭	৪৪৬১	১০৩	২২	০.৪৯
২০০৩	৪২২৩	২৩২	২২	৫.৪৩

উৎস্য : নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (জনসংযোগ শাখা) ২০০৪।

উপরের সারণী হতে দেখা যায় ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মোট ৭টি নির্বাচনে নারী চেয়ারম্যানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। নারীরা সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি সাধারণ আসনেও নির্বাচন করছে ও জয়ী হয়ে পরিষদের সদস্য এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

স্বাধীনতার পর জাতীয় নির্বাচনগুলোতে দেখা যায়, সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার খুবই কম। সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে মহিলাদের প্রার্থীতা ছিল ১৯৭৩ সালে শতকরা ০.৩, ১৯৭৯ সালে ০.৯, ১৯৮৬ সালে ১.৩, ১৯৮৮ সালে ০.৭, ১৯৯১ সালে ১.৫ এবং ১৯৯৬ সালে ১.৩৬ এবং ২০০৩ সালে ২%।

সারণী ৮ : ১৯৭৩-২০০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ও শতকরা হার

সাল	নির্বাচনে মোট নারীর প্রার্থীর শতকরা হার	সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীর সংখ্যা	সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা	মোট আসনের বিপরীতে নারী প্রতিনিধিত্বের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	২	০.৭	৩০	৯.৭
১৯৮৬	১.৩	৫	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	১.৩	---	১.৩
১৯৯১	১.৫	৫	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৯	৮	২.৩	৩০	১১.২
২০০১	১.৯	৬	২.০	৪৫	১৪.৮

সূত্র : উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৩১তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৪; পৃষ্ঠা ২১।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইউনিয়ন পরিষদে সংস্কার এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক নারীকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় বা রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হন না। কোনো পুরুষ কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে তারা নির্বাচনে অংশ নেন। মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব বন্টনে রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা পরিষদের সিদ্ধান্তগ্রহণে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে পুরুষদের আধিপত্যমূলক মনোভাব দূর করতে হবে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। এছাড়াও নারীর শিক্ষা সচেতনতা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সকলের আন্তরিকতা একান্ত প্রয়োজন।

৫.৫ : কেস স্টাডি ও মতামত জরিপ

সমাজ গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে কেস স্টাডি পদ্ধতি ইদানিং অত্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি, কেসস্টাডি সমাজ গবেষণার উদঘাটনমূলক, অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনামূলক একটি কৌশল। P. V. Young এর মতে Case study is method of exploring and analysing the life of a social unit be that a person, a family, institution, culture group or ever an entire communnity.[১০]

Mitchell এর ভাষায় In social work and social administration a case is the object of study in the sense that it requries a full description of the client, family or the administration situation. So that all relevant matters, affecting the issue or issues of interest may be discerned. Mitchell (1979:24).

H. Odum কেসস্টাডি সম্পর্কে বলেন The case study method is a technique by which individual factor whether it be an institution or just an episode in the life of an individual or a group is analyzed in its relationship to any other in the group সমাজ গবেষণায় কেসস্টাডির মাধ্যমে গবেষণার ফল আরো সমৃদ্ধ করা যায়।

---

[১০] Young, P. V, *Scientific Social survey and Research*, New Delhi (Prentice-Hall India Ltd.) 1984, p. 247

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডির মাধ্যমি বিভিন্ন ব্যক্তি, দল, সমস্টি, প্রতিষ্ঠান, ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে গভীর ও যথাযথ ধারণা লাভ করা যায়, কোন সমস্যার প্রকৃতি, ব্যাপকতা, গভীরতা, প্রভাব ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

আলোচ্য গবেষণার প্রয়োজনে গ্রামীণ রাজনীতির সুতিকাগার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, জীবনমান, নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হয়। সর্বমোট ১৩ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের সাক্ষাতকার ও জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহের পর সেখান থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে বাছাই করে ৯ জনের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো:--

কেস স্টাডি-১

মোঃ মফিজুল্লাহ মিয়াজী
সাধারণ সদস্য, ওয়ার্ড নং-৭
তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ

অর্থের অভাবে
অনেক কাজ থেকে দূরে থাকতে হয়

১৯৬৬ সালের ১লা জুলাই চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর থানার অর্ন্তগত তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের তরপুরচণ্ডি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মোঃ মফিজুল্লাহ মিয়াজী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী।

তিনি ১৯৮৫ সালে এসএসসি এবং ১৯৮৮ সালে এইচএসসি পাশ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও দুই সন্তানের জনক।

তাঁর মতে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন যেহেতু দলীয় ভিত্তিতে হয় না, তাই তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে তিনি কাজ করতে পারবেন। তবে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদ ও দলীয় প্রভাব মুক্ত নয়। বিরোধী দলের সদস্যদের কাজ তেমন করতে দেয়া হয় না।

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের কাজের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন-রাস্তাঘাট সংস্কার, দরিদ্র ও দুঃস্থদের ভাতা, বিধবা ভাতা, উন্নয়নমুলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে অধিকাংশ উন্নয়নমুলক কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। ফলে জনমনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি-২

মোঃ জামাল হোসেন
সাধারণ সদস্য
ওয়ার্ড নং-৪
তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ

গ্রামগুলোর উন্নয়ন
দেশের সমৃদ্ধির পূর্ব শর্ত

১৯৫০ সালে তৎকালীন কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত মধ্য তরপুরচণ্ডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যা বর্তমানে চাঁদপুর জেলার তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের আওতাভুক্ত। তার পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।

তিনি ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে যুক্ত। তিনি ৫ সন্তানের জনক। ২০ বছর যাবত তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যুক্ত। পরিবারে রাজনৈতিক আবহ বজায় ছিল। ফলে তিনি রাজনীতির প্রতি উৎসাহিত হয়ে উঠেন।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও পরিষদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রাম এলাকার উন্নয়নের জন্যই তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে না হওয়ার কারণে এলাকায় উন্নয়নমুলক অনেক কাজ করা সম্ভব। পরিষদ সদস্যদের কেউ বিরোধী দলের হলে তাকে কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ পর্যায়েও দলীয় রাজনীতি কাজ করছে।

তার মতে বাংলাদেশ যেহেতু গ্রাম প্রধান দেশ। তাই গ্রামগুলোর পরিবর্তন তথা উন্নয়ন হলে দেশ দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তিনি কাজ করতে চান। কাজে কোনো রূপ হস্তক্ষেপ না হলে তাদের যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে এলাকা দ্রুত সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে। তার এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তনে তিনি কাজ করতে চান।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি-৩

মোঃ শফিউল্লাহ খলিফা
সাধারণ সদস্য
ওয়ার্ড নং-৩
তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ

কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় কিংবা আন্তর্জাতিক সাহায্যদাতা সংস্থার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়

মোঃ শফিউল্লাহ খলিফা ১৯৪৫ সালে চাঁদপুর জেলার সদর থানার অর্ন্তগত খৈলসাডুলি গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তিনি বিবাহিত ও ৫ সন্তানের জনক।

রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার পরিবার কিংবা আত্মীয় স্বজনদের কেউ রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। তিনি হঠাৎ নিজেকে রাজনীতিতে জড়িত করেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তান তাকে উৎসাহিত করেন।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জনগণের সেবা করার জন্য নির্বাচন করেছি। এ এলাকা নদী ভাঙ্গণ প্রবণ হওয়াতে অসহায় মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। পরিষদের সদস্য হিসেবে দঃস্থ ও অসহায় মানুষের সেবা করার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্বেও নানাবিধ বাধা-বিপত্তির ফলে তা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। ইউনিয়ন পরিষদের আয় খুবই কম। ফলে কেন্দ্রিয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। ধনী দেশগুলোতে কেন্দ্রিয় সরকার স্থানীয় সরকারের নিকট হাত পাতে। এলাকার উন্নয়নমুলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ইউপি-কে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি-৪

রহিমা বেগম
সংরক্ষিত আসনের সদস্য
ওয়ার্ড নং-২ (৪, ৫ ও ৬)
তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ

ইউপি সদস্য নয়
নারী হিসেবেই দেখা হয়।

রহিমা বেগম ১৯৬৫ সালে চাঁদপুর জেলার মধ্যতরপুরচণ্ডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন মাঝারি কৃষক। তার স্বামী একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

তিনি ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। অল্প বয়সেই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাই পড়ালেখায় ইতি টানতে হয়। তিনি ৩ সন্তানের জননী।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন, গ্রামের মানুষের পাশে থাকার জন্য নির্বাচন করেছি। গ্রামের মেয়েদের জন্য কিছু করতে চাই। বাড়িতে প্রবেশের কোনো ভালো রাস্তা ছিল না। একটি রাস্তা তৈরি করেছি। দুঃস্থ ও বিধবাদের ভাতার বন্দোবস্ত করেছি। কাগজে কলমে নারী সদস্যদের কর্ম পরিধি নির্দিষ্ট করা নাই বলে আমাদের করণীয় সম্পর্ক সঠিকভাবে অবহিত নই। আমাদের চেয়ারম্যানের অজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হয়। এছাড়াও আমাদেরকে পরিষদের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট সম্পর্কেও সবসময় অবহিত করা হয় না।

পরিবারের সদস্যদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে তার কাজের প্রতি। পরিষদের কাজ করতে গিয়ে তিনি ঘর-সংসার পরিচালনা করায় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন না। সংরক্ষিত আসনের সদস্য বলে অনেক সময় বিরূপ পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার অবসান হওয়া উচিত।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন, এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নও সংস্কার করতে চান। এছাড়াও তিনি নারীদের উন্নয়নে অবদান রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি-৫

ফরিদা ইয়াসমিন
সংরক্ষিত আসনের সদস্য
ওয়ার্ড নং ১ (১, ২ ও ৩)
তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ

বৈরী পরিবেশে
কাজ করতে হয়

ফরিদা ইয়াসমিন ১৯৬০ সালে চাঁদপুর জেলার সদর থানার অন্তর্গত গুণরাজদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন কৃষক। তার স্বামী একটি দোকান পরিচালনা করেন।

তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। বিয়ের পর আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি চার সন্তানের জননী।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি। তার স্বামী তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করাই তার লক্ষ্য।

429803

পরিষদ সম্পর্কে তিনি বলেন, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদেরকে প্রচুর কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকুলতার সম্মুখীন হতে হয়। কাগজে কলমে সদস্যদের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। তাই উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঠিক ভাবে কাজ করা যাচ্ছে না।

ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত, পুল-কালভার্ট তৈরি, স্কুল ও মাদ্রাসার সংস্কার, মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করা এবং শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রাম থেকে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সৃষ্টি করা। মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থান এর লক্ষ্যেও কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি-৬

মোঃ আবু তাহের
সাধারণ সদস্য
ওয়ার্ড নং-৫
তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ

জনগণের সেবা করার জন্য
নির্বাচন করেছি

মোঃ আবু তাহের ১৯৫৫ সালে চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর থানার অন্তর্গত তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের তরপুরচণ্ডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এর আগেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এবারই জয়ী হয়েছেন।

তিনি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। বর্তমানে তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি বিবাহিত ও তিন সন্তানের জনক।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি জনগণের সেবা করার জন্য। একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এলাকার পরিবর্তনে অনেক বেশি কাজ করতে পারে। তাই তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং জনগণ তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন।

রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার পরিবার পূর্ব থেকে রাজনীতির সাথে জড়িত। মূলত পরিবারের সদস্যদের উৎসাহে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, গ্রামের স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ উন্নয়ন ও সংস্কার করার পাশাপাশি দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের অবস্থার পরিবর্তনে তিনি কাজ করতে চান। এছাড়াও এলাকাটি নদী তীরবর্তী হওয়াতে প্রায় প্রতিবছরই ভাঙ্গনের মুখে পড়ে। চাঁদপুর ইলিশের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু জেলে সম্প্রদায় জাটকা শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। অথচ জাটকা নিধন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এ বিষয়ে তিনি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছেন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি-৭

মোঃ শাহ আলম ঢালী
সাধারণ সদস্য, ওয়ার্ড নং-২
তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ

এলাকায় কিছু করতে হলে ক্ষমতা প্রয়োজন,
ইউপি সদস্য হিসেবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছি

মোঃ শাহ আলম ঢালী ১৯৬৫ সালে চাঁদপুর জেলার তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের উত্তর গুণরাজদী গ্রামের এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। বর্তমানে তিনি একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত, দুই কন্যা ও ১ পুত্র সন্তানের জনক। রাজনীতিতে জড়িত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরিবার ও আত্মীয় স্বজন রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তার বাবা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনিই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন। এ লক্ষ্যেই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি এবং জনগণ বিপুল ভোটে জয়ী করেছে।

পরিষদ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের উপর অনেক কাজের ভার দেয়া হলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। প্রশাসনিক জটিলতার ভালোভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও রয়েছে স্থানীয় সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপ। প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নেয়া হলেও তা দলীয় লোকদের দ্বারা করানো হয়। বড় বড় কাজে দলীয় লোকদের প্রাধান্য দেখা যায়। এছাড়া বড় কোনো বরাদ্দ ইউনিয়ন পরিষদের হাতে দেয়া হয় না। ফলে কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় না। গ্রামের সত্যিকার পরিবর্তন চাইলে ইউনিয়ন পরিষদকে সরকার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ মুক্ত করে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিতে হবে।

ভবিষ্যত ইচ্ছা সম্পর্কে তিনি বলেন, এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্যও চেষ্টা করবেন। দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করবেন। এছাড়াও এলাকার গুচ্ছ গ্রামের উন্নয়নে কাজ করার কথাও বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি-৮

ফজিলত বেগম
সাধারণ সদস্য
ওয়ার্ড নং-৩ (৭, ৮, ৯)
তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ

ত্রাণ সামগ্রি বিতরণের মধ্যে
কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ রয়েছে

ফজিলত বেগম ১৯৬৮ সালে চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর থানার অন্তর্গত কাশিমবাজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তার পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং ৪ সন্তানের জননী। তার স্বামী একজন চাকুরীজীবী।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রামের পরিবর্তনে কাজ করার জন্য নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। বিশেষত: গ্রামের মহিলাদের উন্নয়নে কাজ করার লক্ষ্যে নির্বাচন করছেন। এলাকার জনগণ নির্বাচন করার জন্য উৎসাহ, উদ্দীপনা যুগিয়েছে। তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় তিনি নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

পরিষদ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইউনিয়নের জন্য কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও কাজ করার সুযোগ খুব কম। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে পরিষদের নিয়মানুযায়ী কাজ করতে পারছেন না। তিনি বলেন, ভিজিএফ কার্ড ও ত্রাণ সামগ্রি বিতরণের মধ্যে তার কর্মকান্ড সীমিত। উন্নয়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। মহিলা সদস্যদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না এবং কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। পরিষদের ক্ষমতা কেবল কাগজ কলমে, বাস্তবে নয়।

কর্মপরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলেন, ওয়ার্ডের উন্নয়ন করার পাশাপাশি দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করতে চান। পরিষদকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার দাবি জানান।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি-৯

মোঃ শহীদ কাজী
চেয়ারম্যান
তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ

প্রশাসনিক জটিলতার কারণে
কাজ করতে অসুবিধা হয়।

মোঃ শহীদ কাজী ১৯৫০ সালে চাঁদপুর জেলার তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের অন্তর্গত তরপুরচণ্ডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা একজন মাঝারি ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। বর্তমানে তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে যুক্ত আছেন। তিনি ৩ পুত্র ও ৪ কন্যা সন্তানের জনক।

রাজনীতিতে জড়িত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছোট বেলা থেকেই এলাকার রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। যদিও তার পরিবারের কেউ রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না, তার নিজস্ব উৎসাহে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি পূর্বেও আর একবার এই পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। পরিষদের সাথে তার নাড়ির সম্পর্ক।

পরিষদ সম্পর্কে তিনি বলেন, পরিষদের হাতে অনেক কাজের দায়িত্ব দেওয়া থাকলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক জটিলতার কারণে যথাযথভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। ইউনিয়নের উন্নয়ন চাইলে পরিষদকে সরকার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিতে হবে।

ভবিষ্যৎ ইচ্ছা সম্পর্কে বলেন, সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি কাজ করতে চান। এজন্য পরিষদকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ মুক্ত করা জরুরী। অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির কথাও তিনি বলেন। আর তাদের যে বেতন ভাতা দেওয়া হয়, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

৫.৬ কেস স্টাডি হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য তারা অত্যন্ত আন্তরিক। তারা নির্বাচিত হয়েও প্রশাসনিক জটিলতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাবে গ্রামীণ পরিবর্তনে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছেন না। নারী সদস্যদের সমস্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ত্রুটিপূর্ণনীতি এবং অপরটি লিঙ্গবৈষম্য।

পুরুষ প্রতিনিধিগণ তাদের কাজ করতে দেন না নারী বলে। অনেক সময় নারীদের বিদ্রুপ করা হয়। পুরুষ শাসিত সমাজ বলে নারীদের অক্ষমতাকে উপহাস করা হয়। উর্ধ্বতন আদেশ সম্পর্কে তাদেরকে সব সময় অবহিত করা হয় না এবং পরিষদের সভায় নারী প্রতিনিধিদের ডাকা হয় না।

নারী সদস্যদের কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি বলে তারা কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এছাড়াও সভায় মহিলা সদস্যদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয় এবং তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাদের মতামত ও স্বাক্ষর অত্যাবশ্যক নয়।

প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে গ্রামের পরিবর্তনে কাজ করতে না পারায় গ্রামবাসী মহিলা সদস্যদের হেয় চোখে দেখে। তাই সরকারিভাবে নারী সদস্যদের কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়া অত্যন্ত জরুরী। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পুরুষদের আধিপত্যমূলক মনোভাব দূর করা যেতে পারে। যা নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে।

দেখা যায় যে, সদস্যদের নিকটাত্মীয় রাজনীতির সাথে জড়িত এবং সে ধারাতেই তারা রাজনীতিতে যোগদানে উৎসাহ পেয়েছেন। আবার কোনো কোনো সদস্য গ্রামের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্যই রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। কারও কারও ক্ষেত্রে রাজনীতি নেশায় পরিণত হয়েছে।

নির্বাচিত হবার পর সদস্যরা দেখতে পাচ্ছেন যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা নির্বাচন করছেন, বাস্তবে অনেকাংশেই সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। তাদের ক্ষমতা কাগজে কলমে, বাস্তবে নয়। সংসদ সদস্য এবং দলের নেতা-উপনেতাগণ তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করে থাকে। এতে অনেক সময় তারা কাজ করার সুযোগ এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। সদস্যদের মতে ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য পরিষদের উপর থেকে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দূর করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদকে প্রকৃত অর্থেই স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে। তবেই ইউনিয়ন পরিষদ তথা গ্রামীণ স্তরের রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ গ্রামের পরিবর্তনে তথা উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৭ : মতামত জরিপ

জনমত জরিপ বিষয়টি বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ বিষয়টি আজকাল খুবই গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ের উপর মতামত জরিপের ফল প্রকাশ করা হচ্ছে।

Duncan Mitchell এর মতে A opinion is a belief or judgement held by a person which may or may not persist for a lengthy period of time.[১১]

বার্নাড হেনেসি এর মতে 'সাধারণ জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উপর কতগুলো লোকের জটিল অগ্রাধিকারমূলক মতামত প্রকাশকে জনমত বলে।'

সাধারণ তথ্যাবলী :

গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকার প্রকৃতি উদঘাটনের জন্য বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর থানার অন্তর্গত তরপুরচন্ডি ইউনিয়নের ৯০ জন ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা হয়। মতামত গ্রহণের জন্য বিশেষ ধরনের প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ৪৭ জন পুরুষ এবং ৪৩ জন মহিলা ছিলেন।

মতামত প্রদানকারীদের প্রধান পেশা :

তরপুরচন্ডি ইউনিয়নের বিভিন্ন পেশার মানুষের মতামত জরিপ করা হয়। ১৭% শিক্ষক তাদের মতামত প্রদান করেন, যার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল পর্যায়ের শিক্ষক ও মাদ্রাসা শিক্ষক রয়েছেন। উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১৭% শিক্ষার্থীর মতামত গৃহিত হয়। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ২০% ছিল ব্যবসায়ী। এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেউ কেউ ছোট খাট ব্যবসায়িক কর্মে নিয়োজিত। এছাড়া ১৭% গৃহবধু, ১০% সরকারি-বেসরকারি চাকুরিজীবী, ১০% অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে এবং বাকি ১০% ছিলেন দিন মজুর।

[১১] Mitchell, G. Duncan, *A new Dictionary of Sociligy*, London (RKP) 1979, p.135

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৯ : মতামত প্রদানকারীদের প্রধান পেশা

পেশা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
শিক্ষকতা	১৫	১৭%
শিক্ষার্থী	১৫	১৭%
ব্যবসা	১৮	২০%
গৃহবধু	১৫	১৭%
চাকুরিজীবী	৯	১০%
অবসরপ্রাপ্ত	৯	১০%
দিনমজুর	৯	১০%
সর্বমোট	৯০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

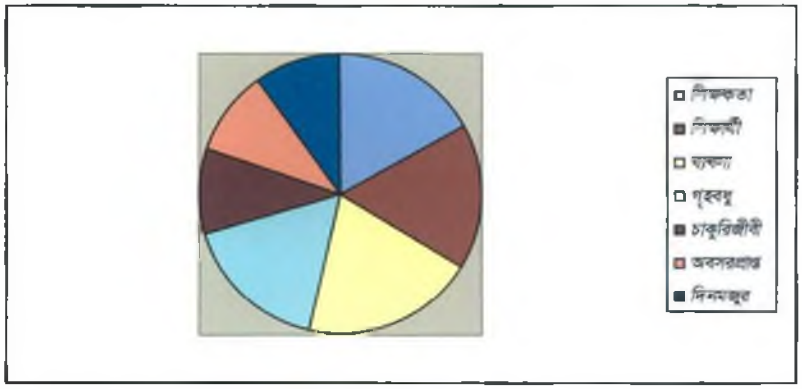

রেখাচিত্র ৪ : পাই চিত্রে তরপুরচণ্ডি গ্রামের উত্তরদাতাদের প্রধান পেশা

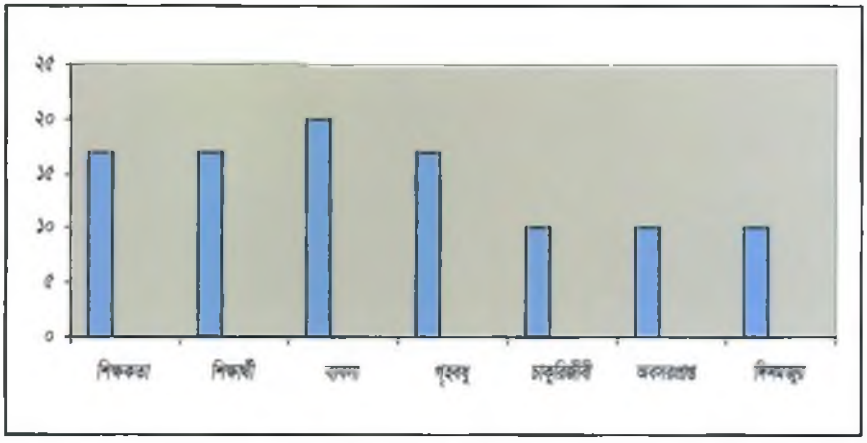

রেখাচিত্র ৫ : বার ডায়াগ্রামে তরপুরচণ্ডি গ্রামের উত্তরদাতাদের প্রধান পেশা

মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা

তরপুরচণ্ডি গ্রামের বিভিন্ন বয়সী ব্যক্তির কাজ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ১৬ থেকে ২৫ বছরের ১৭%, ২৬ থেকে ৩৫ বছরের ২৩%, ৩৬ থেকে ৪৫ বছরের ১৭%, ৪৬ থেকে ৫৫ বছরের ২০% এবং ৫৬ থেকে ৬৫ বছরের ১৭% উত্তরদাতা রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১০ : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

বয়সসীমা	সংখ্যা	শতকরা
১৬-২৫	১৫	১৭%
২৬-৩৫	২১	২৩%
৩৬-৪৫	২১	২৩%
৪৬-৫৫	১৮	২০%
৫৬-৬৫	১৫	১৭%
সর্বমোট	**৯০**	**১০০%**

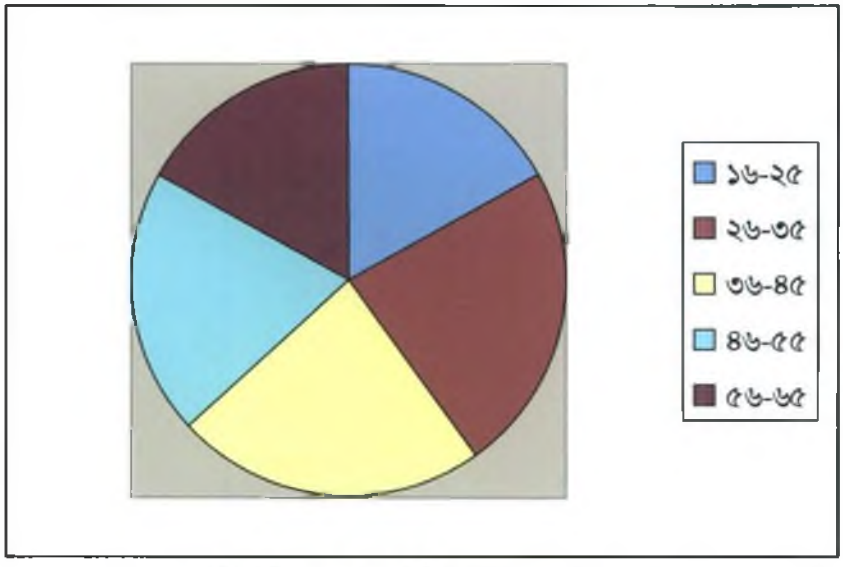

রেখাচিত্র ৬ : পাই চিত্রে তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

মতামত প্রদানকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

তরপুরচণ্ডি গ্রামের মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিরক্ষর ২০% এবং অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ৮০% রয়েছেন। এই অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ১৭%, মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-১০ম) শিক্ষায় শিক্ষিত ১৩%, এসএসসি ২৭%, এইচএসসি ১০%, স্নাতক ৭% এবং স্নাতকোত্তর ৭% রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১১: তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
নিরক্ষর	১৮	২০%
প্রাথমিক শিক্ষা	১৫	১৭%
মাধ্যমিক শিক্ষা (৬ষ্ঠ-১০ম)	১২	১৩%
এসএসসি	২৪	২৭%
এইচএসসি	৯	১০%
স্নাতক	৬	৭%
স্নাতকোত্তর	৬	৭%
সর্বমোট	**৯০**	**১০০**

উৎস : মাঠ জরিপ।

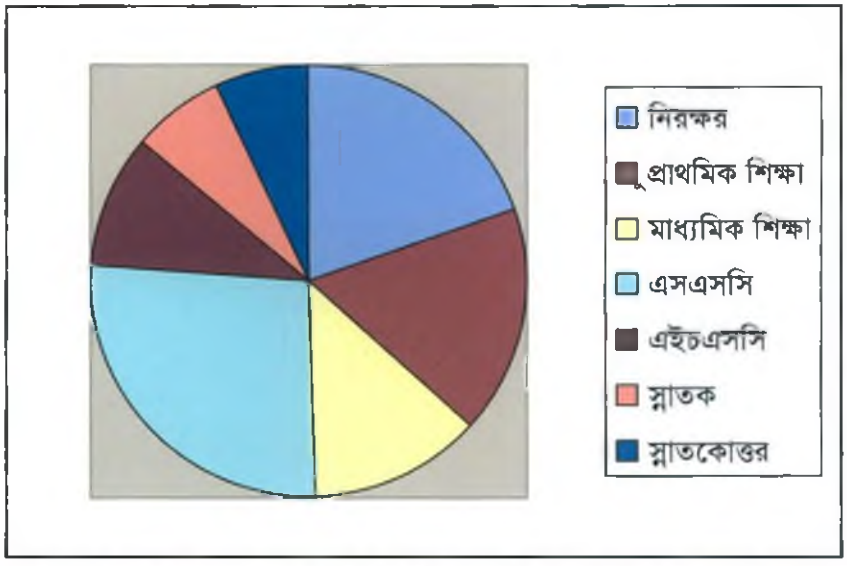

রেখাচিত্র ৭ : পাই চিত্রে তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে পরিচয় আছে কিনা জানতে চাইলে ৯০% উত্তরদাতা তাঁদের সাথে পরিচয় আছে বলে জানিয়েছেন। ১০% উত্তরদাতা বলেছেন চেয়ারম্যান মেম্বারদের সাথে তাদের কোনো পরিচয় নেই।

- ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করা প্রসঙ্গে উত্তরদাতারা নিম্নোক্ত মতমত প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১২: ইউনিয়ন পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের মতামত

মতামতের ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৩০	৩৩%
না	৩৮	৪২%
বুঝতে পারি না	২২	২৫%
সর্বমোট	৯০	১০০%

সারণীতে দেখা যায় যে, তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের ৩৩% উত্তরদাতা মনে করেন পরিষদের সদস্যগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে এবং ৪২% মনে করেন তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে না। ২৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন পরিষদের সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন কিনা তা তারা বুঝতে পারেন না।

পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজ সম্পর্কে

তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের উত্তরদাতারা জানিয়েছেন মহিলা সদস্যরা সাধারণত: সমাজসেবামুলক কাজ করে থাকেন। অপরদিকে পুরুষ সদস্যরা অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ দেখাশোনা করেন। অর্থ সংশ্লিষ্ট কাজে মহিলা সদস্যদের কম সম্পৃক্ততা দেখা যায়।

সারণী ১৩ : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজের ধরন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ	সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কাজ
রাস্তাঘাট ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন	ভিজিডি কর্মসূচি
পানীয় জল ও স্যানিটেশন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা
দারিদ্র্য নিরসন	ত্রাণ সামগ্রি বিতরণ

উৎস : মাঠ জরিপ।

উত্তরদাতাগণ মনে করেন, পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। পুরুষ সদস্যরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং তারা মহিলা সদস্যদের নিজেদের সমপর্যায় মনে করে না। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হয় না। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো মহিলাদের দেয়া হয়। কাজের জন্য মহিলা সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের পেছনে ঘুরতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার পরিবর্তন প্রসঙ্গে

এলাকায় পরিবর্তনমূলক কাজ হয়েছে কি-না এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে ৯% উত্তরদাতা মনে করেন, তাদের এলাকায় কাজ হয়েছে। ৫৮% মনে করেন কোনো কাজ হয়নি। ১১% উত্তরদাতা মনে করেন কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এবং ২২% মনে করেন তারা ঠিক বুঝতে পারছেন না পরিবর্তন হয়েছে কিনা। এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

সারণী ১৪ : উন্নয়ন সম্পর্কে ইউনিয়নবাসীর মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
পরিবর্তন হয়েছে	৮	৯%
পরিবর্তন হয়নি	৫২	৫৮%
মোটামুটি	১০	১১%
বুঝতে পারি না	২০	২২%
মোট	৯০	১০০%

উপরোক্ত সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গ্রামীণ এলাকায় পরিবর্তনমুলক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদ তেমন ভূমিকা রাখছে না।

এলাকার রাজনৈতিক নের্তৃত্বের প্রতি আস্থাশীলতা প্রসঙ্গে তরপুরচণ্ডি গ্রামের উত্তরদাতাদেরকে তাদের ইউনিয়নের রাজনৈতিক নের্তৃত্বের প্রতি আস্থাশীলতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ২৭% উত্তরদাতা নের্তৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন। ৬৩% উত্তরদাতা বলেছেন তাদের কোনো আস্থা নেই। ৩% নিরুত্তর ছিলেন এবং ৭% উত্তরদাতা বলেছেন আস্থাশীলতা সম্পর্কে তারা কিছু বলতে চান না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১৫ : রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীলতা

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২৪	২৭%
না	৫৭	৬৩%
নিরুত্তর	৩	৭%
বলতে চান না	৬	৭%
সর্বমোট	**৯০**	**১০০%**

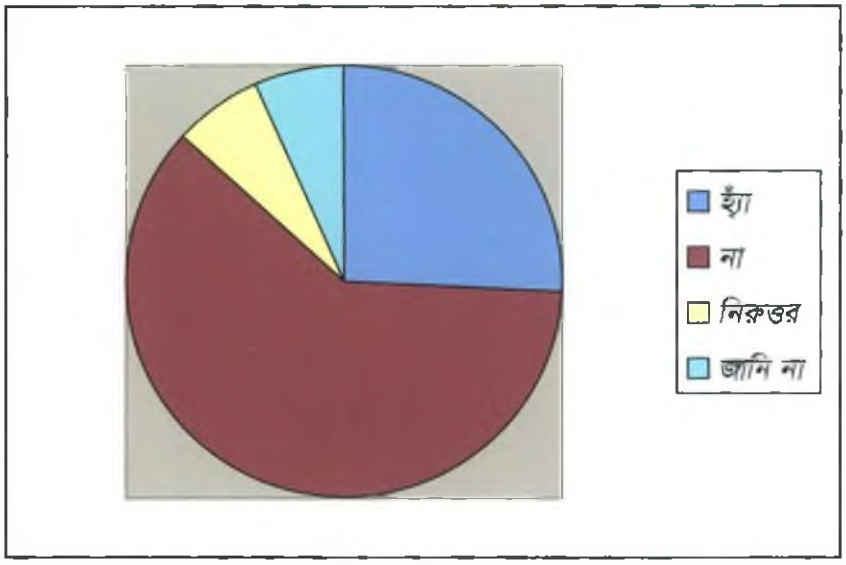

রেখাচিত্র ৮ : পাই চিত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীলতা

সারণী ও পাই চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, অধিকাংশ জনগণই এলাকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

গ্রামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মতামত

গ্রামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতাদের ৩% বলেছেন তারা খুব সমর্থন করেন, ৪৩% বলেছেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মোটামুটি সমর্থন করেন। সমর্থন করেন না বলেছেন ৪০% উত্তরদাতা এবং এ ব্যাপারে কিছু জানেন না বলেছেন ১৩%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১৬ : গ্রামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মতামত

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
খুব সমর্থন	৩	৩%
মোটামুটি সমর্থন	৩৯	৪৩%
সমর্থন নাই	৩৬	৪০%
জানি না	১২	১৩%
সর্বমোট	৯০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গ্রামে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন এবং সমর্থনহীনতা প্রায় কাছাকাছি পর্যায়ে রয়েছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে খুব সমর্থন করেন মাত্র ৩% লোক।

গ্রামীণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রসঙ্গে

সময়ের সাথে সাথে গ্রামীণ রাজনীতিতেও পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন দেখা যায় গ্রামীণ নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও। গ্রাম ঘুরে দেখা গেল, উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা গ্রামে অবস্থান করে না। তারা পরিবার পরিজন নিয়ে শহরে অবস্থান করেন। ফলে গ্রামের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অযোগ্যদের আধিপত্য লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে গ্রামের রাজনীতিতে কারা নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন জানতে চাইলে ১৭% উত্তরদাতা বলেছেন স্বল্প শিক্ষিত ও চতুর ব্যক্তি রাজনীতি করেন। অশিক্ষিত টাউট প্রকৃতির লোকের কথা বলেছেন ৩৩%, স্বল্প শিক্ষিত স্বার্থপর লোক রয়েছেন ২৩% এবং শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি রয়েছেন ২৭%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১৭ : গ্রামে কারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
স্বল্প শিক্ষিত ও চতুর	১৫	১৭%
অশিক্ষিত ও টাউট	৩০	৩৩%
স্বল্প শিক্ষিত ও স্বার্থপর	২১	২৩%
শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান	২৪	২৭%
সর্বমোট	**৯০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ।

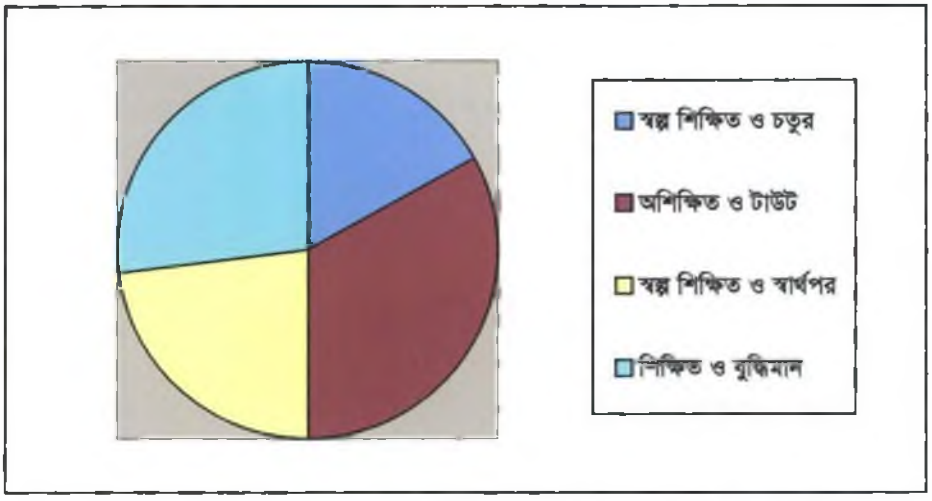

রেখাচিত্র ৯ : পাই চিত্রে গ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব

সরকারি বরাদ্দ সম্পর্কে

৪০% উত্তরদাতা বলেছেন ইউনিয়ন উন্নয়নের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা পর্যাপ্ত। তবে উন্নয়নমুলক কাজ কম হওয়া প্রসঙ্গে তারা দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন। ৬০% উত্তর দাতার মতে সরকারি বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য আরো বেশি অর্থ বরাদ্দ করার কথা বলেছেন। তাদের মতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ আসে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

ভোট প্রদান প্রসঙ্গে:

ভোট দান প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে ৮২% উত্তরদাতা বলেছেন তারা ভোট দেন এবং ১৮% উত্তরদাতা বলেছেন তারা ভোট দান হতে বিরত থাকেন। অপরদিকে ৮০% উত্তরদাতা বলেছেন নিজের ইচ্ছায় ভোট দিয়ে থাকেন এবং ২০% অপরের ইচ্ছায় ভোট দেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১৮ : ভোট দান প্রসঙ্গে উত্তরদাতার মতামত

ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছিলেন কি না	উত্তরদাতার শতকরা সংখ্যা	নিজ ইচ্ছায়	অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে
হ্যাঁ	৮২%	৮০%	২০%
না	১৮%		
মোট	১০০		

উৎস : মাঠ জরিপ।

এনজিও প্রসঙ্গে:

গ্রাম এলাকায় এনজিও কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতাগণ নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন।

সারণী ১৯ : গ্রামে এনজিও কর্মকান্ড

কর্মসূচি	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
ঋণদান	৩২	৩৬%
শিক্ষা বিস্তার	২২	২৪%
পরিবার পরিকল্পনা	১৬	১৮%
স্বাস্থ্য সেবা	৮	৯%
জানি না	১২	১৩%
সর্বমোট	৯০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ।

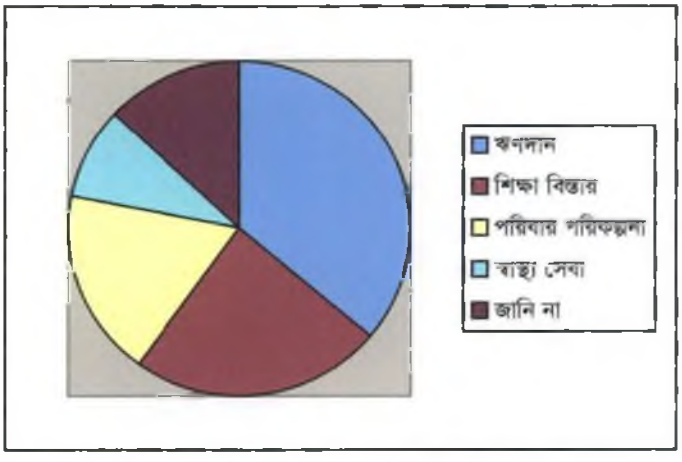

রেখাচিত্র ১০ : পাই চিত্রে গ্রামে এনজিও কর্মকাণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ও পাই চিত্রে দেখা যায়, তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের ৩৬% ঋণদান, শিক্ষা বিস্তার ২৪%, পরিবার পরিকল্পনা ১৮%, স্বাস্থ্য সেবা ৯% এবং এনজিও ১৩%।

নারী নের্তৃত্ব বিকাশে এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারীরা ঋণ কিংবা চাকুরির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চা করছে। গ্রামের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন প্রসঙ্গে এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত।

সারণী ২০: এনজিওদের কর্মকাণ্ডের ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন

পরিবর্তনের ক্ষেত্র	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
আয়বৃদ্ধি	৩৪	৩৮%
শিক্ষা	১৬	১৮%
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	২২	২৪%
পরিবর্তন হচ্ছে না	১৮	২০%
সর্বমোট	৯০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ।

সারণীতে দেখা যায়, ৩৮% উত্তরদাতা বলেছেন, এনজিও কার্যক্রমের ফলে আয় বৃদ্ধি হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ১৮%, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ২৪%, উত্তরদাতা মনে করেন এনজিও কর্মসূচি আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। ২০% উত্তরদাতা মনে করেন কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

৫.৮ : ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য

- ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য জানিয়েছেন তারা নির্বাচনের সময় কোনোরূপ সমস্যার সম্মুখীন হননি।
- পরিষদের সদস্য হিসেবে তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, স্বাস্থ্য সেবা, স্যানিটেশন, শিক্ষা সম্প্রসারণ, রিলিফ বিতরণ, বৃক্ষরোপন কর্মসূচি, বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সমস্যা সমাধান, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন।
- সকল পুরুষ সদস্য বলেছেন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের তাদের কাজে সম্পৃক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- সদস্যদের মতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয়।

- মহিলা সদস্যগণ কোনো প্রকার নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন না। তবে রাতে সভা হলে কিছুটা নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হয়।

- সকল সদস্য মনে করেন স্থানীয় নির্বাচন প্রচলিত পদ্ধতিতেই ভালো।

- সদস্যদের মতে পরিষদকে কার্যকরী করতে হলে একে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। সরকার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ মুক্ত হলেই পরিষদ অনেক ভালোভাবে কাজ করতে পারবে।

- পরিষদ সদস্যদের মতে, যে সব আইনের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত হয়, তা পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। পরিষদের সকল আইন সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। পরিষদের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব সঠিকভাবে বন্টন করে পরিষদ বর্তমানে যে ম্যানুয়াল অনুযায়ী চলছে তা সংশোধন করা প্রয়োজন।

- সকল সদস্য জানিয়েছেন পরিষদের কাজে সংসদ সদস্য হস্তপেক্ষপ করেন। তারা এলাকায় প্রযোজন অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন না। সকল প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে স্থানীয় সংসদ সদস্যের সাথে আলোচনা করে ঠিক করতে হয় এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

- ইউনিয়ন পরিষদের উপর অতি নিয়ন্ত্রণ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক সীমিত অর্থ বরাদ্দ, প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব, ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা কেড়ে নেয়া এমপিদের হস্তক্ষেপ ও ভাতার স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেন।

- পরিষদের আয় বৃদ্ধির জন্য হাট-বাজার, খেয়াঘাট, জলমহাল, জমির ইজারা হতে প্রাপ্ত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের ফান্ডে জমা দেয়ার কথা বলেছেন। এছাড়াও সরকার যেসব অর্থের উৎস ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন, তা ফেরত দেয়ার কথা উল্লেখ করেন।

- নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের কারো কারো রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। পরিবারের সদস্যদের উৎসাহে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

- জয়ী হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, এলাকায় পূর্ব পরিচিতি জয়ী হতে সাহায্য করেছে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তারা পূরণ করতে পারছেন না। নির্বাচনকালীন সময়ে, তারা পারিবারিক ও সামাজিক বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। পাশাপাশি নিরাপত্তার অভাব, প্রয়োজনীয় সাহায্যের অভাব ও অর্থের অভাবের কথা উল্লেখ করেন।

- মহিলা সদস্যরা রিলিফ সামগ্রি বিতরণ, বিভিন্ন প্রকার ভাতা, ভিজিএফ কার্ড বিতরণ ও গ্রামের ছোটখাট বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। এ দায়িত্বের সাথে সাথে পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, টীকা দান কর্মসূচি, হস্তশিল্প ইত্যাদি কমিটিতে তারা অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

- পুরুষ সদস্যদের অতিরিক্ত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নেতিবাচক মন্তব্য, সভায় নোটিশ না পাওয়া, কমিটিতে নাম থাকাসত্ত্বেও ডাক না পাওয়া ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় গ্রামের টাউট শ্রেণীর দ্বারা বিরূপ আচরণের শিকার হন। উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যরা কাজ করার তেমন সুযোগ পান না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজগুলো সাধারণত: পুরুষ সদস্যরাই করে থাকে।

- স্থানীয় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ অনেকেই ভালো চোখে দেখে না।

- মহিলা সদস্যগণ তাদের কাজের পৃথক তালিকা প্রণয়নের কথা বলেছেন। তালিকা প্রণীত হলে তাদের কাজ করতে সুবিধা হবে।

- অর্থের সম বন্টনের বিরোধীতা করেছেন। কারণ একজন নারী তিনটি ওয়ার্ডের প্রতিনিধি। তাকে তিনটি ওয়ার্ডের জন্য কাজ করতে হয়। অথচ প্রত্যেক সদস্যের জন্য একই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, যেখানে অন্য সদস্যরা কেবল একটি ওয়ার্ডের জন্য কাজ করে।

৫.৯ : ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ

সাধারণ তথ্যাবলী : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের মোট ৯জন ওয়ার্ড সদস্য, ৩ জন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও ১ জন চেয়ারম্যান-এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। তাদের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকার স্বরূপ উদঘাটন করার চেষ্টা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ড সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাইমারী পাশ ৪ জন (৩১%), হাই স্কুল পাশ ৮ জন (৬২%), এসএসসি পাশ নাই (০%) এবং এইচএসসি পাশ ১ জন (৮%)।

সারণী ২১ : ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
প্রাইমারী পাশ	৪	৩১%
হাই স্কুল পাশ (৬ষ্ঠ-১০ম)	৮	৬২%
এসএসসি	০	০%
এইচএসসি	১	৮
সর্বমোট	১৩	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ।

ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের পেশা : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ১০ জন (৭৭%) ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছেন। এই ব্যবসায়দিের মধ্যে কেউ কেউ বস্ত্র ব্যবস্থা পরিচালনা করে, কেউ মুদির দোকান পরিচালনা করেন। সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্য গৃহিনী বলে জানিয়েছেন। তারা ব্যক্তিগতভাবে হাঁস-মুরগী, গবাদী পশু পালন করে থাকেন।

ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের মাসিক আয় : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের আয় সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩ জন মাসে ৪,০০০ হাজার টাকার নিচে আয় করেন এবং ৪ জন ৫,০০০-৭,০০০ টাকার মধ্যে আয় করেন। ৬ জন সদস্য ১০,০০০ টাকার নিচে আয় করেন। ৫,০০০-১০,০০০ টাকার আয়কে সন্তোষজনক মনে হলেও এই আয় সীমার মধ্যে কোনো মহিলা সদস্য নেই।

সারণী ২২ : ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের মাসিক আয়

মাসিক আয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
৪,০০০ টাকার নিচে	৩	২৩%
৫,০০০-৭,০০০	৪	৩১%
১০,০০০ এর উপরে	৬	৪৬%
সর্বমোট	১৩	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের বয়স : তরপুরচণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদে ৩০ বৎসরের নিচে কোনো সদস্য নেই। ৩০-৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৭ জন এবং ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৪ জন সদস্য রয়েছেন। ৪১-৫০ বছর সীমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সদস্য আছেন।

সারণী ২৩ : ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের বয়স

বয়স	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
৩০ এর নিচে	০	০%
৩১-৪০	২	১৫%
৪১-৫০	৭	৫৪%
৫১-৬০	৪	৩১%
সর্বমোট	১৩	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ।

স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতা/চর্চা প্রসঙ্গে :

তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের উত্তরদাতাদের মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা চর্চা সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন। মহিলা সদস্যগণ ভালোভাবে ক্ষমতা চর্চা করতে পারেন বলেছেন ২৫% উত্তরদাতা, মোটামুটি চর্চা করেন বলেছেন ৬০% উত্তরদাতা এবং ক্ষমতা চর্চা ভালো নয় বলেছেন ১৫% উত্তরদাতা।

ইউনিয়ন পরিষদের কাজে স্থানীয় সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে :

পরিষদের কাজে স্থানীয় সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতারা বলেন পরিষদের কাজে বিভিন্নভাবে সংসদ সদস্য হস্তক্ষেপ করে থাকেন। ৪৬% উত্তরদাতা বলেছেন পরিষদের কাজে দলীয়করণ করা হয়, টেস্ট রিলিফ বন্টনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা হয় বলেছেন ৪০% এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ১৪%।

গ্রাম সরকার সম্পর্কে ইউনিয়নের লোকজন তেমন কিছু জানেন না জানিয়েছেন এবং গ্রাম সরকার গ্রাম পরিবর্তনে কী অবদান রাখছেন তা তারা বুঝতে পারেন না।

চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের মাসিক সম্মানি প্রসঙ্গে :

Dhaka University Institutional Repository

তরপুরচণ্ডি ইউনিয়নের ৯০% উত্তরদাতা মনে করেন পরিষদের সদস্যদের যে ভাতা দেয়া হয়, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। অবশ্যই ভাতা বাড়ানো উচিত। ১০% উত্তরদাতা মনে করেন পরিষদের সদস্যদের দেয় ভাতা যথেষ্ট।

জরিপের মাধ্যমে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের নারী ও পুরুষ সদস্যদের কাজের ধরণ, গ্রামে তাদের প্রধান পেশা, গ্রামে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারি। সব কাজের পাশাপাশি সরকারি সংগঠনসমূহও ব্যাপক কর্মসূচী পরিচালনা করছে, যা গ্রামীণ জনগণের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫.১০ : ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এলাকার উন্নয়নে রাস্তাঘাট তৈরি ও সংস্কার, পুল, কালভার্ট তৈরি ও মেরামত, সন্ত্রাস দমন, কৃষি সম্প্রসারণ, যৌতুক বিরোধী অভিযান, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।
- চেয়ারম্যান সরকার ও প্রশাসন থেকে আশানুরূপ সাহায্য সহযোগিতা পান বলে জানিয়েছেন। কখনো কখনো অসহযোগিতারও শিকার হন। ফলে জনগণের নিকট বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।
- চেয়ারম্যান বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে, অর্থ দিয়ে এবং কাজ দিয়ে এলাকাবাসীদের সাহায্য করে থাকেন।
- তিনি রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত।
- ইউনিয়ন পরিষদের সভা মাসে একবার হয়। এ সভায় ইউনিয়নের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাপ্তাহিক বৈঠকেও এলাকার ছোটখাট বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করা হয়।
- সরকারিভাবে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তা কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ। ইউনিয়ন পরিষদ সরকার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ মুক্ত হলে পরিষদে তাদের ক্ষমতা চর্চা সহজ হবে এবং যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করতে হলে সরাসরি অর্থ বরাদ্দ, পরিষদ পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা, পরিষদের সাথে থানার সমন্বয়, পরিষদের পছন্দমত প্রকল্প বাছাই ও প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পরিষদের উপর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ মুক্ত করার কথা বলেছেন। ইউনিয়ন পরিষদ অর্থনৈতিকভাবে জাতীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। এই সীমাবদ্ধতাও সরকারকে দূর করতে হবে।
- কেন্দ্রিয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হলে স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বছরে যে বাজেট তৈরি হয় তা দিয়ে জনকল্যাণ সম্ভব নয়। জাতীয় বাজেটে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আরো অধিক অর্থ বরাদ্দ রাখা উচিত।
- যেসব আইনের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিচালিত হয়, সেগুলো সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এছাড়াও পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব আরো সুনির্দিষ্ট করে পরিষদের ম্যানুয়াল নতুন করে তৈরি করতে হবে।
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ করার ক্ষমতা এক ধরনের দুর্বলতা। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা বন্ধ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করে অপসারণ ক্ষমতা রদ করার কথা উল্লেখ করেন।
- পরিষদ সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ জানা যায়, তা সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অনেক সময় দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার অভাব রয়েছে।
- পরিষদের কাজে স্থানীয় সংসদ সদস্য হস্তক্ষেপ করে থাকে। ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য কোনো প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন হলে তার সাথে আলাপ করে ঠিক করতে হবে। এছাড়া সরকারি অনুদান কিভাবে খরচ হবে তাও তিনি ঠিক করেন। অন্যদিকে পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য ভিন্ন দলের হলে সে ক্ষেত্রে অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রাণির শিকার হতে হয়। তবে তার মতে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে সাধারণ জনগণের ধারণা ভালো।

Dhaka University Institutional Repository

- চেয়ারম্যানের মতে পরিষদের হাতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড, খাজনা আদায় ও রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্ব দেয়া হলে পরিষদের আয় বাড়বে এবং এলাকার অনেক সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারি ক্ষমতা প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কর্মকান্ড পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে।
- সরকার কেন্দ্র হতে বরাদ্দকৃত অর্থ সরাসরি পরিষদের কাছে প্রেরণ করলে পরিষদ স্বাধীনভাবে দ্রুততার সহিত এলাকার পরিবর্তনে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। প্রশাসনের হস্ত ক্ষেপ মুক্ত হলে যে কোনো সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব। এতে জনগণের কাছে পরিষদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসনের রাজনীতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ভারতবর্ষে স্থানীয় শাসিত সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান স্থানীয় পর্যায়ের কাঠামো পূর্বের স্থানীয় সরকারের বিবর্তিত ও বিধিবদ্ধ আধুনিক রূপায়ন। স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক চর্চা অধিকতর মূর্ত হয়ে ওঠে। যা শাসন কার্যে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

গ্রামের সাধারণ জনগণ জাতীয় সরকারের তুলনায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সাথে সমধিক পরিচিত। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমেই তাদের স্বার্থ অর্জিত হয়। গণতন্ত্রে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুগঠিত করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখে। ব্রিটিশরা এদেশে স্থানীয় শাসনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই এর লক্ষ্য ছিল। প্রতিটি সরকারই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্রাম উন্নয়নের নানা মুখী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী যতনা উন্নয়নমুখী তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ সর্বনিম্ন প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক একক। বর্তমানে স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর সাথে জাতীয় ক্ষমতা কাঠামোর সম্পৃক্ততা অনেক বেশি। তাই দেখা যায়, জাতীয় রাজনীতির প্রভাব স্থানীয় রাজনীতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

আয়ুব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্রে' গ্রামীণ এলিটদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও প্রিয়ভোষণ দ্বারা পূর্ণ ছিল এবং এদের দ্বারা গ্রামের শোষণ নির্যাতন বেড়ে গিয়েছিল। গ্রাম উন্নয়নের নামে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ দেয়া হত। এতে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতির বীজ রোপিত হয়। প্রকল্পের অর্থ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মেম্বারগণ আত্মসাত করতো। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে দুনীর্তির অনেক অভিযোগ দেখে থাকি। স্থানীয় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে কিছু লোক রাতারাতি ধনী হয়ে উঠে। যাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং দালাল কিংবা ফটকা করবারি।

রাজনীতির যাদু স্পর্শে অনেক কিছু সহজলভ্য হয়ে উঠে। তাই দেখা যায়, গ্রামীণ এলিটদের প্রায় প্রত্যেকেই রাজনীতির সাথে যুক্ত। এদের প্রায় সকলে সরকার দলীয় রাজনীতি করে থাকে। ফলে দেখা যায় সরকার বদলের সাথে সাথে এদেরও চরিত্রের বদল হতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে যদিও গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন ঘটছে। তথাপি গ্রামীণ মানুষকে সেভাবে গতিশীল করে

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত করা যায়নি। গ্রামীণ জীবন বেশির ভাগই অরাজনৈতিক।। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাত্রা সংকীর্ণ প্রকৃতির। গ্রামের রাজনীতিকে মৌসুমী রাজনীতি বলা হয়। গ্রামীণ মানুষদের আলাপ-আলোচনায় রাজনীতি প্রায় নেই বললেই চলে। চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ নিয়ে থাকে।

গ্রাম এলাকা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ভোট ব্যাংক। গ্রামীণ জনগণের সমর্থনে যে কোনো দল তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। এজন্য গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি সরকারই সময় সময় বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

৬.১ : ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

ইউনিয়ন পরিষদ অন্যান্য স্থানীয় সরকারের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়ন পরিষদের উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও এলাকার পরিবর্তনের অনেক দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। যেমন-আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহকে সহায়তা প্রদান ও বিরোধ নিস্পত্তি আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি, বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, যোগাযোগ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্কীম বাস্তবায়ন, স্থানীয় সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহার, ইউনিয়নে সরকারি ও আধা সরকারি উন্নয়ন কর্মকান্ড পর্যালোচনা, রাস্তা, সেতু, খাল, বাঁধ, হাট বাজার এবং টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইনের মতো সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, সব ধরনের শুমারী পরিচালনা করা এবং জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, অন্ধলোক, ভিক্ষুক, দুস্থদের নিবন্ধীকরন।[১]

অধ্যাদেশ আইনের ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজ পরিষদের নামে পরিচালিত হয়। তারপরও পরিষদ গ্রামীণ পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। এর কারণ হলো পরিষদকে যে ধরনের কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার অনেকগুলোই ইউনিয়ন পরিষদের আইনগত কাঠামো,

---

[১] আমিনুজ্জামান, ডঃ সালাউদ্দিন, এম. *বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া ও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার*, ঢাকা,(দৈনিক নয়াদিগন্ত), ২৬ অক্টোবর ২০০৪, পৃ.২৫

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে পড়ে না। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

আমরা জানি একটি ইউনিয়নের সকল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নেই। কিন্তু এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা স্থানীয় উদ্যোগে মোকাবেলা করা সম্ভব। যেমনঃ শিশুর জন্ম নিবন্ধন, বাল্য বিবাহ নিরোধ, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন। এরজন্য প্রয়োজন তৃণমূলে জনগণকে সংগঠিত করে তাদেরকে নের্তৃত্ব দান।[২] আর এসব সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত যোগ্য সদস্যরা।

নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ছাড়া শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে উঠতে পারে না। তাই স্থানীয় শাসন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নির্বাচন আমাদের দেশে সবসময়ই একটি আনন্দ উৎসবের বিষয়। নির্বাচনী হাওয়ার একটা মাদকগুণ রয়েছে। এই মাদকগুণে বা দোষে মানুষ ঐ সময়ের মধ্যে অন্য সব প্রসঙ্গ ভুলে যায়। প্রার্থীগণ খরচের তাল সামলাতে জমিজমা এবং ঘরের টিন পর্যন্ত বিক্রি করেছেন এমন প্রমাণ রয়েছে। নির্বাচন এক সময় শেষ হয়। কিন্তু প্রতিবারের মতো নির্বাচনের ফলাফল কী শুধুই কিছু প্রার্থীর জয় লাভ এবং কিছু প্রার্থীর পরাজয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে? এখানেই যত বিপত্তি ও অবহেলা। তাই নির্বাচন পরিষদ সমূহকে কার্যকর করার জন্য এখনই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সামগ্রিকভাবে সরকারকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।[৩]

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি রোধের কার্যকর ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তবেই গ্রাম এলাকার পরিবর্তনে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

আমাদের দেশের স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলো ক্ষমতাসীন সরকারের ইচ্ছার উপরই হয়ে থাকে। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে কেবল নির্দিষ্টভাবে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানেই নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দিয়েছে। স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের এখতিয়ার সরকারের হাতেই ন্যাস্ত করা হয়েছে। গত ৩০ বছরে বিভিন্ন পর্বে নির্বাচন কমিশন

[২] লাহিড়ী, চন্দন কুমার, *ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সকলের যা অঙ্গীকার হওয়া উচিত*, ঢাকা (দৈনিক ইত্তেফাক), ১৮ জানুয়ারী ২০০৩, পৃ.৭

[৩] আহমেদ, ডঃ তোফায়েল, *ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পরবর্তী কাজ*, ঢাকা, (দৈনিক ইত্তেফাক), ১ জানুয়ারী ২০০৩, পৃ.৫

Dhaka University Institutional Repository

কেবল এর কুফলই প্রত্যক্ষ করেছে।[৪] স্বাধীন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ যেখানে 'প্রশাসনিক একাংশ' সৃষ্টির মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গণতন্ত্রের চর্চা করতে চেয়েছে সেখানে সরকারের গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন সরকারের খেয়াল খুশীর উপরই নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে।

নির্বাচন হওয়াই বড় কথা নয়, নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের একটি স্তর হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারল কিনা সেটাই বড় কথা। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই এখনকার ইউনিয়ন পরিষদ সেই কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না (জাহাঙ্গীর, ২০০৩, পৃ. ৫)। নির্বাচনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল এখন নাগরিক সমাজ। এনজিও সহ সবার উচিত কার্যকর স্থানীয়, রাজনৈতিক পরিষদ গড়ে তোলা। স্থানীয় সরকারের এই স্তর পরীক্ষিত এবং জনপ্রিয়ও বটে। স্থানীয় সরকারের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এই স্তরকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারলে গ্রামীণ পর্যায়ে উন্নয়নের ধারাটি আরো শক্ত হতে পারে।

মানুষ রাজনৈতিক জীব। একটি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য রাজনীতি স্বীকৃত। মানুষ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই রাজনীতিতে জড়িত হয়। রাজনৈতিক দলের মর্যাদা পেতে হলে এর ভিত্তি নিম্নস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে হবে। তাই কোনো দল তার কর্মসূচি তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তারের চেষ্টা চালায়। এই উদ্দেশ্যে যে কোনো দল ইউনিয়ন পরিষদের উপর নির্ভর করে। স্থানীয় সায়ত্বশাসিত সরকারগুলো অরাজনৈতিক হলেও এর উপর জাতীয় রাজনীতির প্রভাব রয়েছে। জাতীয় রাজনীতি স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় থাকে।

৬.২ : স্থানীয় সরকার বিষয়ে সংবাদপত্র

গণমাধ্যম এ সময় সবচেয়ে বড় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি। সমাজ বিজ্ঞানী এ্যান্টনি গিডেন্সের মতে, আমরা এখন একটি বিশ্বজোড়া সামগ্রিক তথ্য ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি। গণমাধ্যম দ্বারা মানষের জীবন ও চিন্তা চেতনা প্রভাবিত হয়। গণমাধ্যম উন্নয়নের বড় হাতিয়ার।

গণমাধ্যম বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়, যার মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খা ও মতামতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। পত্র-পত্রিকা, সাপ্তাহিকী, সাময়িকী, রেডিও ও টেলিভিশন গণমাধ্যমের উদাহরণ।

---

[৪] খান, জহিরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সরকার শক্তিশালী স্থানীয় সরকার*, ঢাকা (আজকের কাগজ), ২ নভেম্বর ২০০২, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে গণমাধ্যম ও উন্নয়ন সমার্থক মনে করা হতো। গণমাধ্যমের সংখ্যা যত বাড়বে, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে তত বেশি ভূমিকা পালন করতে পারবে। পরবর্তীকালে গবেষণায় দেখা যায়, গণমাধ্যমের বিস্তার বড় কথা নয়, বড় বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন সমাধানের জন্য ঐসব গণমাধ্যম কী তত্ত্ব, তথ্য, সত্য প্রচার করা হচ্ছে তা (জাহাঙ্গীর, ২০০৩, পৃ. ৫)।

গুরুত্বপূর্ণ খবর পত্রিকার প্রথম ও শেষের পাতায় ছাপানো হয়। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ খবর মাঝের পাতায় থাকে।

স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন

দেশের জাতীয় দৈনিকগুলো স্থানীয় সরকার বিষয়ক খবর কতটা গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে তা জানার লক্ষ্যে কয়েকটি শিরোনাম উদ্বৃত্ত হলো-

- জনকণ্ঠ, ৪ জানুয়ারী ২০০৪ : কলাপাড়ায় সংরক্ষিত আসনের মহিলা মেম্বাররা কোণঠাসা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত না থাকায় জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন।
- বাংলাবাজার পত্রিকা, ২৮ জানুয়ারী ২০০৪ : ১২ বছরে ৩৫ জন চেয়ারম্যান খুন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল আবারো অশান্ত।
- বাংলাবাজার, ১৫ জানুয়ারী ২০০৪ : খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইউপি চেয়ারম্যান নিহত।
- জনকণ্ঠ, ২৪ মার্চ ২০০৪ : দলীয় চেয়ারম্যান না হলে উন্নয়ন বরাদ্দ পাওয়া যায় না।
- জনকণ্ঠ, ১৭ জানুয়ারী ২০০৪ : গ্রাম সরকার ঠুটো জগন্নাথে পরিণত।
- প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ : জেলা প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা জেলা পর্যায়ে কার্যকর সমন্বয়ের প্রয়োজন।
- প্রথম আলো, ২৬ জানুয়ারী ২০০৪ : রাজধানীতে সেমিনার, মহিলা সদস্যরা বললেন, তারা মর্যাদা ও কাজ পান না।
- বাংলা বাজার, ৩১ মার্চ ২০০৪ : গ্রাম সরকার প্রধানদের হাতে কাজ নেই। পদবি নিয়ে অনেকেই এখন বিব্রত।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের আলোকে বলা যায় যে, পত্রিকাগুলো স্থানীয় সরকারের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়টি এড়িয়ে গেছে। স্থানীয় রাজনীতি জাতীয় দৈনিকগুলোতে তেমন গুরুত্ব পায় না।

Dhaka University Institutional Repository

যাও ছাপা হয়, অধিকাংশেই থাকে মাঝের পাতায়। এছাড়া নারী সদস্যদের সমস্যাবলী তেমন গুরুত্ব পায় না। পরিষদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু প্রচার করা হয় না। অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যামুলক প্রতিবেদন ছাপা হয় খুবই কম।

পরিশেষে বলা যায়, ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একবিংশ শতকেও একটি কার্যকর কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এরও কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। জনগণ বঞ্চনার শিকার। তাই জাতীয় দৈনিকগুলোতে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে হবে। সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যমগুলো স্থানীয় সরকার বিষয়ক খবর গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল, সুপারিশ ও উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম পর্যায়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখা গেছে, এ ক্ষেত্রটি সমস্যাসংকুল এবং ভীষণভাবে অবহেলিত। গ্রাম প্রধান এদেশের গ্রামীণ পর্যায়ে পরিবর্তন না হলে এদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের উপরই দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। গবেষণার আলোকে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

৭.১ : গবেষণার ফলাফল

- গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে ইউনিয়ন পরিবদ তথা স্থানীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা না থাকলেও জনগণ পরিষদের দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন।
- ইউনিয়ন পরিষদকে উন্নয়নমূলক যে ধরনের কাজের দায়িত্বভার প্রদান করা হয়েছে বাস্তবে সে ধরনের কাজের সুযোগ নেই। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামত এবং ত্রাণ সামগ্রি ও বিভিন্ন প্রকার ভাতা প্রদানের মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমিত করে রাখা হয়েছে।
- মহিলা রাজনীতিবিদগণ প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে তাদের নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারেন না। ফলে জনমনে নারী নের্তৃত্বশীলতা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।
- পরিবদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আরো অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা উচিত। যার দ্বারা স্থানীয় রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ গ্রামীণ পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।
- গ্রামীণ রাজনীতিতে শিক্ষিত ও সৎ নের্তৃত্বের প্রয়োজন।
- মহিলা সদস্যগণ তিনটি ওয়ার্ড হতে নির্বাচিত হয়েও তারা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। তাদের মতে একজন সাধারণ সদস্যের তুলনায় একজন মহিলা সদস্যের তিনগুলো বরাদ্দ পাওয়া উচিত। মহিলা সদস্যদের জন্য যা বরাদ্দ পাওয়া যায় তা দিয়ে তিনটি ওয়ার্ডের মাঝে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না।
- অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কাজ পুরুষ সদস্যগণ করে থাকেন। নারী প্রতিনিধিদের সমাজসেবামূলক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
- মতামত জরিপে পরিলক্ষিত হয়, এলাকার ৫৮% জনগণ মনে করেন তাদের এলাকায় পরিবর্তনমূলক কোনো কাজ হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

- চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ গ্রামীণ পরিবর্তনে অনেক উন্নয়নমুলক কাজ করেছেন বলে দাবি করেছেন এবং তারা তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের কথা উল্লেখও করেছেন। কিন্তু মতামত জরিপে দেখা গেছে, রাস্তা-ঘাট সংস্কার, ভিজিএফ ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ছাড়া এলাকায় উন্নয়নমূলক তেমন কোনো কাজ হয়নি।
- অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত লোকদের হাতে গ্রামীণ রাজনীতি ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা নীতি ও আদর্শের তেমন ধার ধারেন না। ফলে দেখা যায় সরকার বদলের সাথে সাথে তাদেরও বদল হতে থাকে।
- পরিষদের অধিকাংশই ব্যবসার সাথে জড়িত বলে জানিয়েছেন। ব্যবসায়ী সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি সুষ্ঠ রাজনৈতিক চর্চা হতে পারে না।
- জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্ন। নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে উন্নত নের্তৃত্ব আশা করা যায় না।
- ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ও সম্পদের ভিত্তি খুবই দুর্বল। রাজস্ব আদায়ের হারও অত্যন্ত কম। ফলে পরিষদ স্ব উদ্যোগে কোনো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে না।
- ইউনিয়ন পরিষদের উপর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি করে।
- কেন্দ্র হতে অর্থ সরাসরি ইউপিতে না পাঠানোর ফলে পরিষদ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। ফলে গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাহত হয়।
- সরকার ও এনজিওগুলো বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। ফলে গ্রামীণ পরিবর্তনে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয় না।
- সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করায় এবং সকল উন্নয়ন কার্যক্রম তাদের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়ার ফলে নির্বাচিত ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.২: প্রস্তাবিত সুপারিশমালা

গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতি কিরূপ ভূমিকা পালন করে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর থানার তরপুরচন্ডি ইউনিয়ন পরিষদের উপরোক্ত আলোচনা ও ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রামীণ উন্নয়ন ও পরিবর্তন কিভাবে হতে পারে, তা খুঁজে বের করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে গ্রামীণ স্তরে রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দের উপর প্রচুর কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও নিয়মকানুনের অসামঞ্জস্যতা গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতিবিদগণ তেমন ভূমিকা রাখতে পারছেন না। ইউনিয়ন পরিষদকে ঘিরে গ্রামীণ রাজনীতি আবর্তিত হয়। পরিষদের হাতে শুধু কাগজে কলমে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, বাস্তবে ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। তাই কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও কেসস্টাডি সমূহের আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা পেশ করছিঃ

- বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারগুলো সবসময় ক্ষমতাসীনদলের লেজুড়বৃত্তি করে থাকে। স্বাধীনতার পর প্রায় প্রতিটি সরকারই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের নামে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের দুর্বল সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর জন্যই মূলত এরূপ সমস্যার সৃষ্টি। এ ধরনের অপ্রত্যাশিত সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সামাজিক পরিবর্তন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধন করতে হবে।
- পরিষদের আয়ের উৎস সীমিত। পরিষদগুলো সরকারি অনুদানের উপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রিয় সরকারের উপর এরূপ নির্ভরশীলতা স্থানীয় উন্নয়নে মন্থরতা পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রের উপর অত্যাধিক নির্ভরতা স্থানীয় উদ্যোগ ব্যাহত করে। তাই পরিষদের কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে সরকারকে কার্যকরি পদক্ষেপ ঘোষণা করতে হবে।
- স্থানীয় রাজনীতিতে শিক্ষিত, সৎ ও যোগ্যনেতা নির্বাচন করা অপরিহার্য। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত নিম্ন। পরিষদের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দিষ্ট থাকা উচিত। চেয়ারম্যান পদের জন্য স্নাতক ডিগ্রি এবং সাধারণ সদস্যদের জন্য ন্যূনতম এইচএসসি পাশ হওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

- বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজে গ্রামের জনগণকে সম্পৃক্ত করলে পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি টাউট শ্রেণীকে উন্নয়ন কর্মকান্ড হতে বাদ দিতে হবে। এতে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ফল সবাই ভোগ করতে পারবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের কাজে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দূর করতে হবে। প্রশাসনের উচিত ইউনিয়ন পরিষদকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া, তাদের কাজে হস্তক্ষেপ নয়।
- গ্রামের সত্যিকার অর্থে পরিবর্তন করতে হলে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে স্থানীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থায়ন করতে হবে। ইউনিয়ন বাজেটের অর্থ সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের কাছে হস্তান্ত র করা উচিত। এতে অবকাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিস্কাশন প্রভৃতি সমস্যার দ্রুত ও নিশ্চিত হবে।
- এদেশে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের বিরুদ্ধে প্রায়ই দুর্নীতির অভিযোগ উঠে। পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের স্পষ্ট ধারণা নেই। অন্যদিকে গ্রামীণ অনেক রাজনৈতিক নেতা রয়েছেন যারা অত্যন্ত সৎ, যোগ্য ও আদর্শবান এবং সকল প্রকার দুর্নীতির উর্ধ্বে। কিন্তু প্রায়ই তাদেরকে হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দুর্নীতির ফাঁদে ফেলা হয় এবং এছাড়াও পরিষদকে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয় বলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গ্রামীণ পরিবর্তনে আশানুরূপ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে পরিষদের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ অনুসারে তাদের কাজ করতে হয়। সুতরাং দুর্নীতির অভিযোগ সব সময় সত্যি নয়।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। স্থানীয় সংসদ সদস্য তাঁর পছন্দ অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নামে অর্থ বরাদ্দ করে। তাই পরিষদের গৃহীত অনেক ভালো ভালো প্রকল্প অনেক সময় বাতিল হয়ে যায়। যা গ্রামীণ পরিবর্তনে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে দিয়ে সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।
- সরকারি বরাদ্দ ইউনিয়ন পরিষদের কাছে সরাসরি প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থ বরাদ্দ এমনভাবে দিতে হবে, যাতে পরিষদ ইউনিয়নের অভ্যন্তরে রাস্তাঘাট নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে পারে। তাই ইউনিয়নের উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও অর্থ খরচের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

- স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে জনমনে যে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে তা দূর করতে হবে। রেডিও টেলিভিশন অত্যন্ত শক্তিশালী গণমাধ্যম, সিনেমা, নাটকে চেয়ারম্যান সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা হয়।। এ মাধ্যমে রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করা উচিত।
- জাতীয় সরকারের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হিসেবে মনোনীত না করে তার পরিবর্তে উপরিস্থিত স্থানীয় সরকার সংস্থাকেই মনোনীত করা উচিত।
- উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যদের সমভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন, রাস্তা নির্মাণ, সংস্কার ও অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, পানিয় জল ও স্যানিটেশন, শিক্ষা, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সকলক্ষেত্রে সকল সদস্যের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়াল হাল নাগাদ করে সকল সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এতে দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- নারী হওয়ার অজুহাতে নারী সদস্যদের কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়। কারণ, তারাও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং এলাকায় উন্নয়ন কর্মকান্ডে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।
- গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনের জন্য মানুষের জীবনের সবচেয়ে জরুরী ও প্রত্যক্ষ প্রয়োজন যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ কাঠামো, পানীয় জল সরবরাহ, কৃষি উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলোর প্রতি রাজনীতিবিদদের লক্ষ রেখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। তবেই গ্রামীণ পরিবর্তন ত্বরান্বিত হবে।
- আমাদের দেশে রাজনীতিকে ব্যবসায়ী শ্রেণী নিয়ন্ত্রণ করছে। স্থানীয় সরকার প্রশাসনে ও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা দেশের উন্নয়নের পরিবর্তে নিজের স্বার্থ সিদ্ধিতে সর্বদা সচেষ্ট। তাই স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত রাজনীতিকে সচল রাখতে হলে ব্যবসায়ী শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের উচিত তাদের কাজে গ্রামের সাধারণ জনগণকে যুক্ত করা। এর ফলে যে কোনো জটিল কাজ সহজে সমাধান করা যাবে।
- দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে গ্রাম থেকে। গ্রামের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে সকল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭.৩ : উপসংহার

পৃথিবীর প্রায় সকল স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে স্থানীয় শাসন পদ্ধতি। রাজনীতির সাথে উন্নয়নও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে জনগণের অংশগ্রহণ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের শাসন কাঠামোয় ক্ষমতাসীন সরকারগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধন এবং ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা আছে 'রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদেরকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে। (অনুচ্ছেদ-৯)

সংবিধানে আরো বলা আছে, আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশের শাসনভার প্রদান করা হবে। স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

ব্রিটিশদের আগনের পূর্বে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতি কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে খুব নির্ভরশীল দলিল পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় গোত্র বা বর্ণভিত্তিক পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। পর্যায়ক্রমে গ্রামভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। গ্রামের ভূ-স্বামী বা কৃষকের সাথে ভৃত্যের গোলমাল মিটানোর জন্য পঞ্চায়েত গঠিত হবার নজির পাওয়া যায়। জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে সামাজিক প্রয়োজনে পঞ্চায়েত প্রথার উদ্ভব ঘটে। এই পঞ্চায়েতের কোনো আইনগত ভিত্তি ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

মুঘলদের আগমনের পরে নতুন ধরনের ও সুসংঘবদ্ধ পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। প্রশাসনিক ইউনিটকে পরগনা হিসেবে চিহ্নিত করে সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। পরগণা সমূহের সুসংঘবদ্ধভাবে শাসনকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে ফৌজদার, কাজী ও মীরডাল নিয়োগ করা হয়। গ্রামে গ্রাম প্রধান ও চৌকিদার নিয়োগ করা হয়। বিচার কার্য সম্পাদনের জন্য ১ জন কাজী নিযুক্ত হতেন।

ব্রিটিশদের এদেশে আগমনের পর গ্রাম এলাকায় জমিদার প্রথা চালু হয়। জমিদারদের বিলাসী জীবনযাপন তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অপরদিকে জনসাধারণের অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে এর বহি:প্রকাশ ঘটে। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার পল্লী অঞ্চলে প্রশাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ১৮৭০ সালে চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন পাশ করে।

কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি পঞ্চায়েত গঠিত হতো। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ট্যাক্স আদায় করে তা দিয়ে চৌকিদারের বেতন দেওয়া হতো। এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে কাঠামোগত সংস্থার ও কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন-

বংগীয় স্থানীয় সায়ত্ত্বশাসন আইন-১৮৮৫

বংগীয় পল্লী সায়ত্ত্বশাসন আইন-১৯১৯

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ -১৯৫৯

রাষ্টপতির আদেশ নং ২২-১৯৭৩ : ইউনিয়ন পঞ্চায়েত নাম পরিবর্তণ করে ইউনিয়ন পরিষদ নামকরণ করা হয়।

- স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৭৬
- স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ১৯৮০
- স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ -১৯৮২
- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩
- স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮
- রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি, পার্বত্যজেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

- পল্লী পরিষদ আইন ১৯৮৯
- স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন, ১৯৯৭

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন পরিষদ হলো এদেশের পরিক্ষিত সফল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। যার নামের কিছু ব্যাতয় বা পরিবর্তন হলেও সময়ের পরিবর্তনের ধারায় দীর্ঘদিনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এখনো সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটিকে পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের যে রূপ বা কাঠামো আমরা দেখতে পাই, তা দীর্ঘদিনের বিবর্তন ধারায় বিকশিত হয়েছে।

তৃণমুল পর্যায়ে রাজনীতিতে প্রবেশের প্রথম সোপান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। আধুনিক বৃহদায়তন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষে এককভাবে দেশের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। দেশের সত্যিকার উন্নতির জন্য জনগণের অংশগ্রহণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হলো জনগণের অংশগ্রহণের প্রকৃত স্থান। কার্যকর স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গণতন্ত্র তৃণমুলে সম্প্রসারিত হয়।

সরকার বিভিন্ন সময় অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের উন্নতির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের হাতে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। বাস্তবে পরিষদগুলো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। উল্লেখযোগ্য কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে সরকারের অতি নিয়ন্ত্রণ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক সীমিত অর্থ বরাদ্দকরণ, ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা কেড়ে নেয়া এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব।

ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যাসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- পর্যাপ্ত অর্থের অভাব
- গ্রাম্য দলাদলি ও কোন্দল
- দলীয়করণের প্রভাব
- চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শিক্ষার অভাব
- ট্যাক্স আদায়ে অনীহা
- ক্ষমতা লিপ্সা

Dhaka University Institutional Repository

- তত্ত্ব ও বাস্তবতার পার্থক্য
- উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে মতবিরোধ
- জাতীয় সরকারের সাথে একাত্মতার অভাব
- গ্রাম পুলিশদের অযোগ্যতা ও অদক্ষতা
- ইউপি সচিবদের অযোগ্যতা ও অদক্ষতা
- বাজেট প্রণয়নে অদক্ষতা ইত্যাদি।

ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নলিখিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন-

- স্থানীয় সম্পদ আহরণ, সমাবেশকরণ ও তার যথার্থ ব্যবহার
- জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন
- পরিবার পরিকল্পনা ও ইপিআই কর্মসূচি সাফল্যমন্ডিতকরণ
- বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে উন্নয়ন
- কর বহির্ভূত খাত থেকে আয়
- গণশিক্ষা ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন
- জনশক্তির সফল ব্যবহার

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ সব ধরনের সরকারি উদ্যোগের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদকে বিবেচনা করায় এর সম্ভাবনার ক্ষেত্র ও অনেক বিস্তৃত। গ্রামীণ রাজনীতির সুতিকাগার ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ রাজনীতি আবর্তিত হয়। তাই গ্রামীণ পরিবর্তনে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবেই রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। এই লক্ষ্যে ইউনিয়নের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রামীণ এলাকার সুশাসন নিশ্চিত করা, জনগণের সেবা প্রদান ও এলাকাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুরুত্ব ও ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা পালন করে। সনাতন ভূমিকা পালনের পাশাপাশি একবিংশ শতকের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নতুন দায়িত্ব পালন

Dhaka University Institutional Repository

উপযোগী গ্রামীণ রাজনীতি পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। রাজনীতিবিদগণ দেশের উন্নয়নের তাগিদে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিদ দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাই ইউনিয়ন পরিষদকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ও পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

ক: সরকারি উপাত্ত

- Government of Pakistan; (1959), `Basic Democracies order,' in the Grazette of Pakistan (Eutra-ordinary), Karachi, 27 October.
- Government of the Peoples Republic of Bangladesh (1972); Bangladesh Local Council and Municipal Committee (Dissolution and amendment) order, (20 January).
- Government of the Peoples Republic of Bangladesh (1973) The Bangladesh Grazette Dhaka: Ministry of Law and Parliamntory Affairs (30 June).
- Government of the Peoples Republic of Bangladesh (1980) The Bangladesh Grazette (Extra Ordinance), Dhaka, 24 May.
- Government of the Peoples Republic of Bangladesh (1982) Governmnet of the peoples Republic of Bangladesh, Ordinance No. LIX, Article-28.
- Government of Bengal; (1870): The Calcutta Gazette, Calcutta; Bengal Secretariat Press, (9 March).

খ: সংবাদপত্র

- আজাদ, মো: আবুল কালাম (২০০৩) "ইউপি নির্বাচন ও আচরণ বিধিমালা" ভোরের কাগজ, ২৬ জানুয়ারী, ঢাকা।
- জলি, নাসিমা আক্তার (২০০৪), নারী উন্নয়নে গৃহীত জাতীয় পদক্ষেপসমূহ, বাংলাবাজার পত্রিকা, ঢাকা।
- লাহিড়ী, চন্দন কুমার (২০০৩) "ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সকলের যা অঙ্গীকার হওয়া উচিত" দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জানুয়ারী, ঢাকা।
- হোসেন, আমির (২০০৩), উপজেলাসহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হবে, দৈনিক সংবাদ, ১৬ নভেম্বর, ঢাকা।
- আমিনুজ্জামান (২০০৪), ড. সালাউদ্দিন, এম, বিকেন্দ্রীকর প্রক্রিয়া ও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৬ অক্টোবর, ঢাকা।
- ইউনুস, ড. মুহাম্মদ (২০০৩), গ্রাম সরকার নিয়ে কিছু কথা, প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর, ঢাকা।
- ইসলাম, জহিরুল (২০০২), "বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য দরকার শক্তিশালী স্থানীয় সরকার" আজকের কাগজ, ২ নভেম্বর, ঢাকা।
- চাষী মাহবুব আলম (১৯৮১), "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" দৈনিক দেশ, ১২ জানুয়ারী, ঢাকা।
- মজুমদার, ড. বদিউল আলম (২০০৩); স্থানীয় সরকার বিষয়ে গৃহিত অনেক সরকারি পদক্ষেপ সংবিধানের পরিপন্থী, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

- শেলী, মিজানুর রহমান (১৯৯৩); এনজিও বির্তক: হাওয়াই ঝগড়া", দৈনিক সংবাদ, ঢাকা।

গ: গবেষণা পত্রিকা/সাময়িকী

- সিদ্দিকী, নাজমা (২০০২), "বিশ্বায়ন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন" এশিয়াটিক সোসাইটি, বিংশখন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা।
- সরকার, ড. আবু ইলিয়াস এবং হোসেন, ড. আখতার (১৯৯৩); পল্লী উন্নয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল, ৩য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৩, রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র।
- হাসান, সৈয়দ মসিউল (টিটো) (১৯৯২), গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও আধুনিকীকরণ : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পন, ৩য় সংখ্যা ১৯৯২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আহমেদ, ১৯৮০ : ৪২০।
- আলী, মুহা: ইয়াসিন (১৯৯৯), "দারিদ্র বিমোচন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার ভূমিকা" Journal of local government Vol-28, No-1, জানুয়ারী-জুন, ঢাকা।
- খোকন, রফিকুল ইসলাম ও রতন সরকার (২০০২), "ইউনিয়ন পরিষদ ও জনপ্রতিনিধিদের নাগরিক দায়িত্ব" রূপান্তর, খুলনা।
- জাহান, সেলিম (১৯৯৮), প্রসঙ্গ : উন্নয়ন পরিকল্পনা, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।
- নূর, আব্দুর (২০০০); পরিকল্পনা ও উন্নয়ন: বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।
- খান, মোঃ মহব্বত (১৯৯২), "বাংলাদেশে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের স্বায়ত্বশাসন : একটি মূল্যায়ন" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪৪, অক্টোবর।
- রহমান, আতিউর (১৯৮৮); গ্রামীণ মানুষের দৃষ্টিতে ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপ আতিউর রহমান, সমাজ নিরীক্ষণ ফেব্রুয়ারী, ঢাকা।
- রহমান, মো: হাবিবুর, সিদ্দিকী, নূরে আলম (১৯৯৭), স্থানীয় গণতন্ত্রের বাহন হিসেবে বিকেন্দ্রীকরণ : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সমাজ নিরীক্ষণ; নভেম্বর, ঢাকা।
- হাসান, আহমদ সামিয়াল (২০০৩); "গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ও উপজেলা পদ্ধতি"-একটি পর্যালোচনা, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা-২৫, ঢাকা।
- ঠাকুরতা, মেঘনা গুহ ও বেগম, সুরাইয়া (১৯৯৬); রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন, প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, সমাজ নিরীক্ষণ, নভেম্বর, ঢাকা।
- মাসদিত, খুনিইং সুপাত্র (১৯৯৭), "নারীরা কেন রাজনীতি করবে", উন্নয়ন পদক্ষেপ, এপ্রিল-জুন, সংখ্যা-৮, ঢাকা।
- Ahamed, Azad; (1958); Development through upazila; Problems and prospects ``The Journal of the Local Governmnet. NILG, Vol. No-I.

Dhaka University Institutional Repository

- Ahamed, Emajuddin (1978), Bureaucratic elite in Bangladesh and their development orientation", Dhaka. Dhaka university studies, Vol-XXVIII (June).
- Ahmed, Nafis; (1964). An Economic Geography of East Pakistan, London; Oxford University Press. Ali Shikah Masood (1971) Sense and sensibility of a swanirvar Gram Sarkar Format for Rural Development Administrative science review, Dhaka: NIPA, Vol-IX, No-2.
- Chaudhury, Muzaffar Ahmed; (1968); District Board in Bengal and East Pakistan" Administrative Science Review, Vol-II, No-4, December.
- Friedrich, Karl. J. ed. Authority (Combridge: Harvard University press: 1958).
- Khan, Muhammad Ayub, Building of a free Nation, Basic Democracies. Speeches and Statments, Islamabad N.D. Vol-I.
- Mellema, R.L (1961), Basic Democracies system in Pakistan, Asian survey, Vol-I, No-6.
- Miah, Ahmadullah (1976); Problems of Rural Development; Some Household level Indicators" (Dacca: Statistics Research and Evaluation Division, IRDP).
- Nisbet, Robert A, Social change and History (Newyork: oxford university press, 1969).
- Polantzas, N; (1986); Class power' in Staven Luke, ed) Power, New York, University Press.

ঘ: অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

- নাসরিন, ড. মাহবুবা (২০০০); উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিকেন্দ্রিকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সমন্বয়" সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ডেমোক্রেসি ডায়লগ, মার্চ ৩, ময়মনসিংহ।

ঙ: প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা

- আলম, এম. খোরশেদ (১৯৯৭), পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই উন্নয়ন, উন্নয়ন বিতর্ক, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা।
- কাদির, সৈয়দা রওশন (১৯৯৪), "স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, সমস্যা ও সম্ভাবনা", নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা।
- রহমান, এম. হাবিবুর (১৯৯৯), সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- চৌধুরী, নাজমা (১৯৯৭), রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, প্রান্তিকতা ও ভাবনা নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন।

Dhaka University Institutional Repository

- রহমান, ড: মুহাম্মদ হাবিবুর, সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি।
- রশীদ, হারুন-অর (১৯৯৬), বাংলাদেশের এনজিও, প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা।
- চৌধুরী, ড. আনোয়ার উল্লাহ (২০০৩); বাংলাদেশের একটি গ্রাম সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি সমীক্ষা মৌলী প্রকাশনী, ঢাকা।
- উমর, বদরুদ্দিন (১৯৯৩), নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ ১। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
- হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ (সম্পা:) ২০০২, বাংলাদেশের নারী, বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- সেলিনা হোসেন, মাসুদুজ্জামান (সম্পা:) ২০০৩, নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
- সিদ্দিকী, কামাল (২০০২); বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি, সময় প্রকাশনী, ঢাকা।
- আহমদ, কাজী খলীকুজ্জামান (২০০৫), বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বিকাশ পথের সন্ধানে, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।
- রহমান, ড. এ.এইচ.এম. আমিনুর (২০০৬); বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা।
- ইসলাম, মাহমুদা (২০০৪), সমাজ ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- মান্নান, অধ্যাপক মো: আব্দুল (২০০৩), গ্রামীণ সমাজ ও রাজনীতি, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা।
- রহমান, মোঃ মকসুদুর (২০০০), বাংলাদেশে স্থানীয় সায়ত্বশাসনের রাজনীতি: একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
- আসাদুজ্জামান, মোঃ (১৯৯৯), প্রচলিত প্রশাসন কাঠামো ও সিস্টেমের রূপান্তর প্রেক্ষিত: বাংলাদেশ, কাশবন প্রকাশন, ঢাকা।
- মিয়া, মোহাম্মদ ফিরোজ ও আলম, এস. আলম (১৯৯৬), "বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসন", রোদ্দুর, ঢাকা।
- সিদ্দিকী, কামাল (১৯৮৬); বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্রের স্বরূপ ও সমাধান, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।
- হক, আবুল ফজল (১৯৭৪), "বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি", মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।
- হোসেন, আবিদ (১৯৮৯), "বৃটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার", সিদ্দিকী কামাল সম্পাদিত, এন.আই.ইন.জি, ঢাকা।
- আলম, ড. খুরশিদ (১৯৯৩), "সমাজ গবেষণা পদ্ধতি", মিনার্ভা প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

- Alderfer, H; (1974): Local Government in development countries, New York; MC Graw, Hill.
- Ankie, M.M. & Hoogvelt (1988) The sociology developing societies, Macmillan Education Ltd. London.
- Bhogle, S.K; (1977), Local Government and Administration in India, Parimal, Prakashan, Aurengabad.
- Bryce, Lord Jamce; (1922); Modern democracies, Vol-I.
- Chowdhury, Lutful Huq; (1987); Local self Government and its Reorganization in Bangladesh" ITG, Dhaka.
- Clarke, J: (1960) out lines of Local Government of United Kingdom, London; Sir ISSAC pitman and sons. ltd.
- Gopal, S, (1953); The Vice Royalty of Lord Ripon, 1880-1884, London; Oxford University press.
- Haslock, EL; (1948); Local Government of England Cambrigge.
- Huq, Nqrul (1973); Village Development in Bangladesh (Comilla: BARD).
- Inayatullah; (1964); Basic Democracies: Administration and Development, Pakistan Academy for Rural Development, Peshwar.
- Jahan, Rounaq; (1972); Pakistan: Failure in National integration, Columbia University Press, New York.
- Kabeer, Rokcya Rahman; (1965), Administrative Policy of the Government of Bengal (1870-1890), Dacca, NIPA, Part-II.
- Mahatab, Najmunnesa; (1978); Local Government in France and Bangladesh: A descriptive analysis of Executive Action, Dacca University.
- Maine, sir henry, Ancient law (London: Murry, 1861).
- Nijam, S.R. (1975); Local Government, New Delhi: S. Chand and Co.
- Palombara, Joseph la; (1963); An overview of Bureaucracy & Political Development, New jersy, Princeton University.
- Parsons, Talcott `on the concept of political power' in bendice and lipst, op, cit, p-249.
- Quareshis, I.H; (1966); Administration of the Mughal Empire, Karachi: The University of Karachi.
- Rahman, A.H.M. Aminur (1990); Politics of Rural Local Self: Government in Bangladesh, Dhaka, University of Dhaka.
- Raper, Arthur F, (1970); Rural Development in Action, London: Cornel University Press.
- Rashiduzzaman M; (1968); Politics and administration in Local Council; a Study of Union and district councils in East pakistan, Dacca: Oxford University press.

Dhaka University Institutional Repository

- Roy. N.C; (1936); Rural self, Government of Bengal Calcutta: Calcutta University press.
- Sarkar, Sir Jadunath; (1952); `Mughal administration. Calcutta, Sarkar and Sons Ltd.
- Sing, Naresh; Tiji Vangle (1995); Empowerment: Towards sustainable development, Zed Book ltd. London.
- Siddique Kamal; (1992); Local Government in South Asia; a Comparative Study, Dhaka University press limitted.
- Silva, A.T.M. (1978); Role of Rural organizations in Rural Development `in inayetullah (ed.), Rural Organization and Rural Development: Some Asion Expriences. Kuala Lumpur: ACDA.
- Tarachand; (1961); History of the freedom Movement in India, New Delhi, Ministry of Information.
- Uphoff, N.T; (1985); Local Institutions and Decentralization for Development' In H.A. Hye(ed) decentralization; Local Government Institutions and Research Mobilization. Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla.
- White, L.D; (1939); Introduction to the Study at Public Administration, Newyork, Macmillan and Company.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

গবেষণা পরিকল্পনা

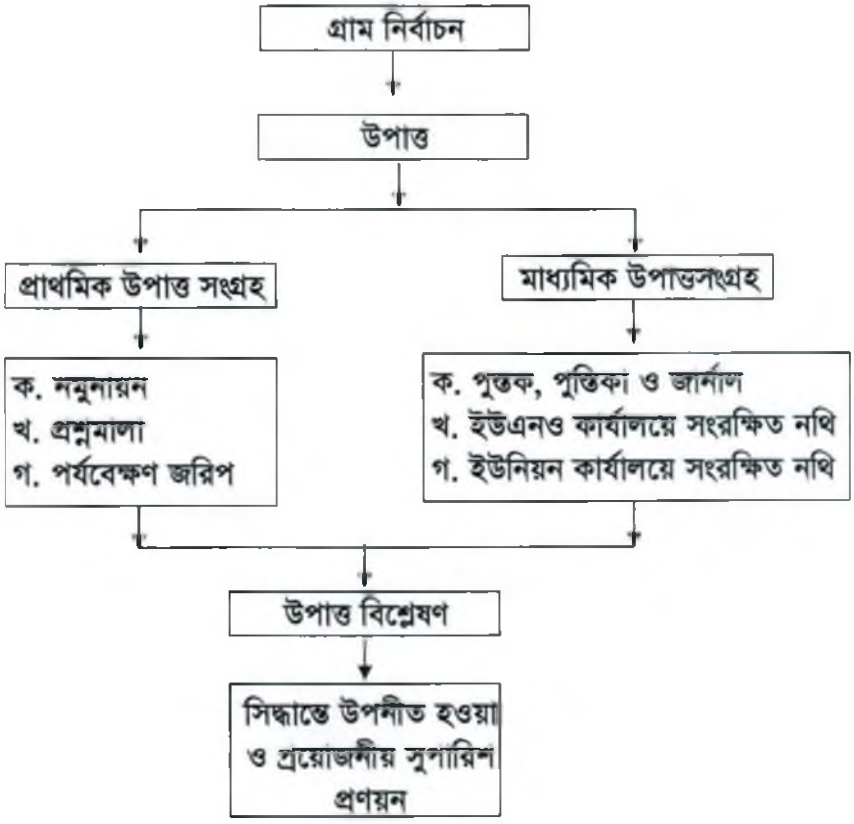

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকার উপর একটি সামাজিক জরিপ

(এম.ফিল. কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি সমীক্ষা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাক্ষাতকার : (সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবল গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।)

প্রশ্নমালা

ক) প্রথম অংশ (ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সম্পর্কিত প্রশ্ন)

১। উত্তরদাতার নাম ও পদবী ঃ

২। গ্রাম ঃ মৌজা ঃ

ইউনিয়ন ঃ ডাকঘরঃ

থানা ঃ জেলা ঃ

৩। বয়স ও পেশা ঃ

৪। মাসিক আয় ঃ

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

খ) দ্বিতীয় অংশ (গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা বিষয়ক প্রশ্ন)

১। আপনি কত বছর যাবত ইউনিয়ন পরিষদের সাথে জড়িত?

☐ বছর

২। আপনি কি মনে করেন সরকারিভাবে আপনাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তা যথেষ্ট?

☐ হ্যা ☐ না

৩। ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বরাদ্দকৃত বাৎসরিক বাজেট কি পর্যাপ্ত বলে মনে করেন?

☐ হ্যা ☐ না

৪। গ্রামীণ জনগণের একজন অভিভাবক হিসেবে এলাকার উন্নয়ন তথা পরিবর্তনে আপনি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

ক। খ।

গ। ঘ।

৫। গ্রামের একজন প্রতিনিধি হিসেবে এলাকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকার ও প্রশাসন থেকে আপনি কি আশানুরূপ সহযোগিতা পান?

☐ হ্যা ☐ না

৬। আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য?

☐ হ্যা ☐ না

৭। আপনি আপনার এলাকাবাসীকে কীভাবে সাহায্য করেন?

৮। আপনার এলাকার ভোটারগণ কি স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান করতে পারে?

☐ হ্যা ☐ না

Dhaka University Institutional Repository

৯। আপনি কি মনে করেন জাতীয় নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকারের নির্বাচনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন হওয়া উচিত?

☐ হ্যা ☐ না

১০। বর্তমানে যে পরিমাণ বেতন ভাতা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের দেওয়া হয়, তা কি যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন?

☐ হ্যা ☐ না

১১। কীভাবে ইউনিয়ন পরিষদের আয় আরো বাড়ানো যায়? আপনার সুপারিশ পেশ করুন।

১২। আপনার মতে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে সাধারণ জনগণের ধারণা কেমন?

১৩। আপনার মতে ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোর মধ্যে কী কী দুর্বলতা আছে বলে আপনি মনে করেন?

১৪। পরিষদের কাজে স্থানীয় সংসদ সদস্য হস্তক্ষেপ করে কি না, করে থাকলে কী ধরনের হস্তক্ষেপ করেন?

১৫। ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ কীরূপ?

☐ প্রশাসনিক ☐ অর্থনৈতিক ☐ রাজনৈতিক

১৬। বলা হয় ইউনিয়ন পরিষদ স্বায়ত্বশাসিত, বাস্তবে কতখানি-

☐ পুরোপুরি ☐ মোটামুটি ☐ মোটেই

১৭। ইউনিয়ন পরিষদকে আরো শক্তিশালী করতে হলে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন-

১৮। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে আপনি কি কোনো বাঁধার সম্মুখীন হন?

১৯। স্থানীয় রাজনীতিতে কারা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে থাকেন?

ক. খ.

গ. ঘ.

২০। স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যগণ কতটা ক্ষমতা চর্চা করে থাকেন-

☐ ভাল ☐ মোটামুটি ☐ ভাল নয়

২১। ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত সরকারের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ আপনি কি সঠিক বলে মনে করেন?

☐ হ্যা ☐ না

উত্তরদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

উত্তরদাতার স্বাক্ষর

তারিখ :

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকার উপর একটি সামাজিক জরিপ

(এম.ফিল. কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি সমীক্ষা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

স্কুল শিক্ষক/ মসজিদের ইমাম/ মোড়ল/ মাতাব্বর/ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাতকার : (সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবল গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

প্রশ্নমালা

ক) প্রথম অংশ (ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সম্পর্কিত প্রশ্ন)

১। উত্তরদাতার নাম ও পদবী ঃ

২। গ্রাম ঃ মৌজা ঃ

ইউনিয়ন ঃ ডাকঘরঃ

থানা ঃ জেলা ঃ

৩। বয়স ও পেশা ঃ

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

খ) দ্বিতীয় অংশ (গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা বিষয়ক প্রশ্ন)

১। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বারদের সাথে আপনার পরিচয় আছে কি?

☐ হ্যা ☐ না

২। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় চেয়ারম্যান/মেম্বারগণ কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

☐ ভাল ☐ মোটামুটি ☐ ভাল নয়

৩। আপনি কি ভোটার? উত্তর হ্যাঁ হয়ে থাকলে আপনি কি স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রদান করেন?

☐ হ্যা ☐ না

৪। আপনার মতে রাজনীতি কী?

৫। আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য?

☐ হ্যা ☐ না

৬। আপনি কি রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন?

☐ নিয়মিত ☐ মাঝে মাঝে ☐ কখনই না

Dhaka University Institutional Repository

৭। রাজনীতিবিদগণ কি আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন?

☐ হ্যা ☐ না ☐ মোটামুটি

৮। রাজনীতিবিদগণ আপনাদের গ্রামের পরিবর্তনে অবদান রাখছে বলে কি আপনি মনে করেন?

ক। পরিবর্তনমূলক কাজ হয়েছে খ। কাজ হয়নি

গ। মোটামুটি ঘ। বুঝতে পারি না

৯। গ্রামে কারা রাজনীতিতে আসছেন?

১০। আপনি রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ সমর্থন করেন?

☐ হ্যা ☐ না

১১। নারী রাজনীতিবিদগণ স্থানীয় প্রশাসনে আসার ফলে সমাজে কীরূপ প্রভাব পড়ছে বলে আপনি মনে করেন?

ক. ইতিবাচক খ. নেতিবাচক

১২। আপনি কি আপনার এলাকায় রাজনৈতিক নের্তৃত্বের প্রতি আস্থাশীল?

☐ হ্যা ☐ না ☐ নিরুত্তর ☐ জানি না

১৩। গ্রামের রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

☐ খুব সমর্থন করি ☐ মোটামুটি সমর্থন করি

☐ সমর্থন করি না ☐ জানি না

১৪। চলমান রাজনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করুন?

১৫। অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনীতিবিদদের করণীয় সম্পর্কে আপনার সুপারিশ পেশ করুন।

উত্তরদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

উত্তরদাতার স্বাক্ষর

তারিখ :

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকার উপর একটি সামাজিক জরিপ

(এম.ফিল. কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি সমীক্ষা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সাধারণ জনগণের সাক্ষাতকার : (সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবল গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।)

প্রশ্নমালা

ক) প্রথম অংশ (ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সম্পর্কিত প্রশ্ন)

১। উত্তরদাতার নাম ও পদবী ঃ

২। গ্রাম ঃ মৌজা ঃ

ইউনিয়ন ঃ ডাকঘরঃ

থানা ঃ জেলা ঃ

৩। বয়স ও পেশা ঃ

৪। মাসিক আয় ঃ

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

খ) দ্বিতীয় অংশ (গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা বিষয়ক প্রশ্ন)

১। আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য?

☐ হ্যা ☐ না

২। আপনি কি নিয়মিত রেডিও ও টিভিতে খবর শোনেন?

☐ হ্যা ☐ না

উত্তর হ্যা হয়ে থাকলে কোন্ ধরনের খবর শোনেন?

☐ রাজনৈতিক ☐ সমকালীন আলোচিত খবর

☐ খেলার খবর ☐ সবধরনের খবর

৩। আপনি কি ভোটার? উত্তর হ্যাঁ হয়ে থাকলে আপনি কি স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রদান করেন?

☐ হ্যা ☐ না

৪। রাজনীতিবিদগণ কি আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন?

☐ নিয়মিত ☐ কখনো কখনো ☐ কখনই না

৫। রাজনীতিবিদগণের সাথে নির্বাচনকালীন সম্পর্ক এবং নির্বাচনের পরের সম্পর্ক কি একইরূপ?

☐ হ্যা ☐ না

৬। রাজনীতিবিদগণ আপনাদের গ্রামের পরিবর্তনে কি কোনো অবদান রাখছেন?

☐ হ্যা ☐ না

৭। গ্রামে কারা রাজনীতিতে আসছেন?

Dhaka University Institutional Repository

৮। স্থানীয় প্রশাসনে নারী নের্তৃত্ব কি আপনি সমর্থন করেন?

☐ হ্যা ☐ না

৯। আপনি কি রাজনৈতিক নের্তৃত্বের প্রতি আস্থাশীল?

☐ হ্যা ☐ না ☐ নিরুত্তর ☐ জানি না

১০। বিদ্যমান নির্বাচন (ইউপি) ব্যবস্থাকে আপনি কিভাবে দেখেন

☐ ভাল ☐ মোটামুটি ভাল ☐ ভাল না

১১। স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আপনার ভূমিকা কতটুকু?

☐ একজন সক্রিয় কর্মী ☐ সভা/সমিতিতে মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করি

☐ এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই

১২। গ্রামের রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

☐ খুব সমর্থন করি ☐ মোটামুটি সমর্থন করি

☐ সমর্থন করি না ☐ জানি না

১৩। আপনার মতে ইউপি সদস্যগণ কি তাদের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেনঃ

☐ হ্যা ☐ না

১৪। তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি কি আপনি সমর্থন করেন?

☐ হ্যা ☐ না

১৫। আপনি কি মনে করেন ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দ অর্থ পর্যাপ্ত?

☐ হ্যা ☐ না

১৬। আপনার এলাকায় কি কোনো এনজিও কাজ করছে? উত্তর হ্যাঁ হয়ে থাকলে গ্রামোন্নয়নে এনজিওগুলো কী ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করছে

ক. খ.

গ. ঘ.

১৭। এনজিওদের পরিচালিত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন এসেছে কি?

☐ হ্যা ☐ না

১৮। গ্রামীণ রাজনীতি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন-

১৯। অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতিবিদদের করণীয় সম্পর্কে আপনার সুপারিশ-

উত্তরদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

উত্তরদাতার স্বাক্ষর

তারিখ :

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকার উপর একটি সামাজিক জরিপ

(এম.ফিল. কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি সমীক্ষা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারগণের সাক্ষাতকার : (সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবল গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।)

প্রশ্নমালা

ক) প্রথম অংশ (ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সম্পর্কিত প্রশ্ন)

১। উত্তরদাতার নাম ও পদবী ঃ

২। গ্রাম ঃ মৌজা ঃ

ইউনিয়ন ঃ ডাকঘরঃ

থানা ঃ জেলা ঃ

৩। বয়স ও পেশা ঃ

৪। মাসিক আয় ঃ

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

খ) দ্বিতীয় অংশ (গ্রামীণ পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা বিষয়ক প্রশ্ন)

১। আপনি কত বছর যাবত ইউনিয়ন পরিষদের সাথে জড়িত?

☐ বছর

২। আপনি কি মনে করেন সরকারিভাবে আপনাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তা যথেষ্ট?

☐ হ্যা ☐ না

৩। ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বরাদ্দকৃত বাৎসরিক বাজেট কি পর্যাপ্ত বলে মনে করেন?

☐ হ্যা ☐ না

৪। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ কতোটা সঠিক?

☐ সঠিক ☐ মোটামুটি সঠিক ☐ সঠিক নয়

৫। গ্রামের একজন প্রতিনিধি হিসেবে এলাকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকার ও প্রশাসন থেকে আপনি কি আশানুরূপ সহযোগিতা পান?

☐ হ্যা ☐ না

৬। আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য?

☐ হ্যা ☐ না

৭। আপনি আপনার এলাকাবাসীকে কীভাবে সাহায্য করেন?

৮। আপনার এলাকার ভোটারগণ কি স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান করতে পারে?

☐ হ্যা ☐ না

৯। আপনি কি মনে করেন জাতীয় নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকারের নির্বাচনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন হওয়া উচিত?

Dhaka University Institutional Repository

☐ হ্যা ☐ না

১০। বর্তমানে যে পরিমাণ বেতন ভাতা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের দেওয়া হয়, তা কি যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন?

☐ হ্যা ☐ না

১১। কীভাবে ইউনিয়ন পরিষদের আয় আরো বাড়ানো যায়? আপনার সুপারিশ পেশ করুন।

১২। আপনার মতে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে সাধারণ জনগণের ধারণা কেমন?

১৩। আপনার মতে ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোর মধ্যে কী কী দুর্বলতা আছে বলে আপনি মনে করেন?

১৪। পরিষদের কাজে স্থানীয় সংসদ সদস্য হস্তক্ষেপ করে কি না, করে থাকলে কী ধরনের হস্তক্ষেপ করেন?

১৫। ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ কীরূপ?

☐ প্রশাসনিক ☐ অর্থনৈতিক ☐ রাজনৈতিক

১৬। বলা হয় ইউনিয়ন পরিষদ স্বায়ত্বশাসিত, বাস্তবে কতখানি-

☐ পুরোপুরি ☐ মোটামুটি ☐ মোটেই না

১৭। ইউনিয়ন পরিষদকে আরো শক্তিশালী করতে হলে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন-

১৮। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে আপনি কি কোনো বাঁধার সম্মুখীন হন?

১৯। স্থানীয় রাজনীতিতে কারা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে থাকেন?

☐ হ্যা ☐ না

২০। স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যগণ কতটা ক্ষমতা চর্চা করে থাকেন-

☐ ভাল ☐ মোটামুটি ☐ ভাল নয়

২১। ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত সরকারের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ আপনি কি সঠিক বলে মনে করেন?

উত্তরদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

উত্তরদাতার স্বাক্ষর

তারিখ :